১০০ ১৯১৩-২০১৩ 1913-2013
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Love for all Hatred for none

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক
আহ্‌মদী
খেলাফত সংখ্যা

Fortnightly
The Ahmadi

নব পর্যায় ৭৬ বর্ষ | ২১তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১ জৈষ্ঠ্য, ১৪২১ বঙ্গাব্দ | ১৪ রজব, ১৪৩৫ হিজরি | ১৫ হিজরত, ১৩৯৩ হি. শা. | ১৫ মে, ২০১৪ ঈসাব্দ

আবারও সত্যের সন্ধানে
২৯ মে থেকে ১লা জুন টানা ৪ দিন ব্যাপী
টেলিফোন ঃ ০০-৪৪-২০৮-৬৮৭-৮০১০
ফ্যাক্স ঃ ০০-৪৪-২০৮-৬৮৭-৮০৩৭
ই-মেইল ঃ **sslive@mta.tv**
বিস্তারিত ভিতরের পাতায়

মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়ার আন্তর্জাতিক সম্মেলন লন্ডনে অনুষ্ঠিত

এ সংখ্যায় থাকছে-

* হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা 'সত্যিকারের সংশোধনের জন্য প্রয়োজন প্রকৃত জ্ঞান ও প্রবল ইচ্ছাশক্তি'
* খলীফার আনুগত্য অত্যন্ত জরুরী
* খেলাফত ও বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার
* ইহজগতের জান্নাতের প্রতিচ্ছবি ওসিয়্যত ও খেলাফত
* নবুওয়তের জ্যোতিকে দীর্ঘায়িত করে খেলাফত
* কলমের জিহাদ
* ইসলামে খেলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ
* আমার শ্রদ্ধেয় ভাই 'মাহমুদ আহমদ' স্মরণে

হুযূর (আই.)-এর ২ ও ৯ মে ২০১৪, প্রদত্ত জুমুআর খুতবার সারমর্ম পড়ুন-৪৪ পৃষ্ঠায়

হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.) বিশ্ব সংকট নিরসন ও শান্তির জন্য বিশ্বের নেতৃবৃন্দের নিকট যে সব পত্রাবলী প্রেরণ করেছেন তার বাংলা অনুবাদ **'বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ'** পুস্তক আকারে বের হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **ড. আবদুল্লাহ শামস বিন তারেক**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে। **আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।**

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৬১৮-৩০০১০০

"Love For All, Hatred For None."

Hakim Watertechnology

"Best Water, Best Life"

House hold/Official

Commercial/Industrial

Pet Bottling

46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000,Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

LOVE FOR ALL, HATRED FOR NONE

veronica
tours & travels

Muhammad Belal Ahmad (Tushar)
ceo

Travel Agent & Tour Operator

VERONICA TOURS & TRAVELS
207/2, West Kafrul, Begum Rokeya Swarani, Mirpur, Dhaka-1207
Phone: 88 02 9113176, Cell: 01733 004412, 01552 403395, E-mail: veronica@ithbd.com, tusharith@gmail.com
Our Sister Concern:
International Trading House (Garments Accessories Supplier),Hafsa Fashion Ltd. (Readymade Garments Manufacturer)
Awl Fashion (Buying Office), Color Clouds (Arts & Craft House), Bakers Bay (Bakery & Sweets)

Amecon
Since 1983
www.amecon-bd.net

Our Activities
- Crest
- Trophy
- Sign Board
- Metal Sign
- Acrylic Letter
- POP & Interior
- Digital Printing

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

সম্পাদকীয়

আহমদীয়া খেলাফত
জগতময় কল্যাণ বিতরণ ধারা

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সম্মিলিত ভাবে হযরত আবু বকর সিদ্দীক(রা.)কে সর্বজন মান্য ইমাম রূপে গ্রহণ করে তাঁর হাতে বয়আত গ্রহণ করে ইসলামের কল্যাণ বিতরণ ধারাকে খেলাফত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সচল রেখেছিলেন। এই আধ্যাত্মিক ঘটনা থেকে এটা পরিষ্কার যে, মুসলিম উম্মাহ কখনই নেতৃত্বহীন থাকতে পারে না বরং সকল প্রকার কল্যাণ ও উন্নতির চাবিকাঠি এই খেলাফতের মাঝেই নিহিত। কিন্তু দুর্ভাগ্য মুসলিম জাতির। এই মহা কল্যাণ থেকে মাত্র তিরিশ বছর পেরোতেই তারা বঞ্চিত হয়ে গেল।

তবে মহানবী (সা.)-এর শুভ সংবাদ অনুযায়ী হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর মাধ্যমে এই ঐশী-কল্যাণ বিতরণ- ধারা পুণরায় সংস্থাপিত হয়েছে। আর এই কল্যাণময় ধারা কিয়ামত পর্যন্ত শেষ হবার নয়।

আহমদীয়া খেলাফত আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে বিশেষ আশিস প্রাপ্ত সেই খেলাফত, যার ধারাবাহিকতায় আজ হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) এর পঞ্চম খেলাফতকাল চলছে। তাঁরই খেলাফতকালে শতবর্ষ উদযাপন করার তৌফিক খোদা তা'লা আমাদের দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ। খোদা তা'লার সাহায্য ও সমর্থনের ছায়া সর্বদা আহমদীয়া খেলাফতের ওপর পরিব্যপ্ত।

তৌহীদের ধ্বনী উচ্চকিত করতে এ জামা'ত প্রায় প্রতিদিনই একটি করে মসজিদ লাভ করছে আহমদীয়া খেলাফতের মাধ্যমে। মহানবী (সা.)-এর এর মিশন একদিকে রোম আর অন্যদিকে পারস্য পর্যন্ত এক খোদার বাণী পৌঁছাচ্ছে এবং কোটি কোটি হৃদয় আজ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কলেমা উচ্চারণ করে ইসলামের পতাকা তলে আশ্রয় নিচ্ছে। সারা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র তৌহীদ প্রতিষ্ঠা লাভ করছে।

এই খেলাফতের অধীনে এ জামা'ত শত শত মসজিদ, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি কোটি কোটি দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থাও করছে। সেবার কোন ক্ষেত্র দৃষ্টিতে এলেই, নির্দ্বিধায় ঝাপিয়ে পড়ছে। এ সেবা আফ্রিকার দুর্ভিক্ষ ও খড়া কবলিত এলাকা হোক, গুজরাটের ভূমিকম্প প্রপীড়িত লোকদের প্রয়োজন দেখা দিক, পাকিস্তানে প্লাবনে আক্রান্ত লোকদের সাহায্যের প্রশ্ন আসুক, বাংলাদেশে সিডর কবলিত এলাকার কথা আসুক, এমনকি উন্নত পাশ্চাত্য রাষ্ট্রেও ভূমিকম্প বা অকস্মাৎ বন্যায় আক্রান্ত বাস্তুহারা লোকদের খাবার পৌঁছানোর সুযোগ আসুক জামা'তে আহমদীয়ার স্বেচ্ছা-সেবীগণ সেবার ঝান্ডা সমুন্নত রেখে অবনত মস্তকে খলীফার নির্দেশে সর্বান্তকরণে সেবায় নিয়োজিত থাকে। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত আন্তর্জাতিক সেবামূলক সংগঠন "Humanity First" এর মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে নিস্বার্থ ভাবে এই সেবা করে যাচ্ছে, যে কারণে বিশ্বসংস্থা জাতিসংঘ Humanity First -কে রেজিষ্ট্রিভুক্ত করে নিয়েছে।

মুসলিম জাহান আজ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। শ্রেষ্ঠ-নবীর অনুসারী মুসলমানরা সর্বগ্রাসী অবক্ষয়ের শিকার হয়ে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। সবাই যুদ্ধের মুখে দাঁড়িয়ে, স্বার্থের দ্বন্দে রণসাজে সজ্জিত, যে কোন সময় বিপর্যয় ঘটতে পারে, তাই সময় থাকতে এ বিপর্যয় থেকে উদ্ধারের রাস্তা বের করা উচিত। সমস্ত মুসলিম আজ শতধা বিভক্ত হয়ে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়ছে, আর মুসলমানদের এই অনৈক্যের কারণেই তারা ভ্রাতৃঘাতী দ্বন্দ্ব সংঘাতে লিপ্ত হচ্ছে। সারা পৃথিবীর বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি মাত্র রাস্তা খোলা আছে, আর তা হলো খোদা-প্রদত্ত নেতার আনুগত্য করা। নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ইমাম বিশ্ব-নেতৃবর্গকে আর বড় বড় সব পার্লামেন্ট ভবনে বিরামহীনভাবে সেই আহ্বানই করে চলছেন। সমগ্র মুসলিম-দেশ যদি আজ এক নেতার আনুগত্য শিকার করে তাঁর দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী চলত, তাহলে এতসব দুর্যোগ হানা দিত না।

যারা আজ এই ঐশী-খেলাফতের নেতৃত্বে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছেন, তারা অনেক সৌভাগ্যবান। তারা খোদার আদেশ অনুযায়ী এক ইমামের আশ্রয়ে আছেন এবং সম্পূর্ণ নিরাপদ এক দূর্গে আছেন। আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ! এ কথা দাবীর সাথেই বলতে পারি, সমগ্র পৃথিবীতে যে বিপর্যয় দেখা দিচ্ছে, তা থেকে খোদা তা'লা আহমদীয়া সদস্যদেরকে মুক্ত রেখেছেন এবং ভবিষ্যতেও রাখবেন, ইনশাআল্লাহ্। খলীফার দোয়ার ফলে খোদা তা'লা সকল আহমদীকে হেফাযত করছেন।

এ ঐশী-খিলাফতের আশ্রয়ে আমরা আছি, তাই আমাদেরও অনেক দায়িত্ব রয়েছে। আজ আমরা পঞ্চম খলীফার দয়ার চাদরে আবৃত। আমাদের উচিত, খেলাফতের প্রতি আনুগত্যের মান পূর্বের চেয়ে আরো অনেক বৃদ্ধি করা। খিলাফত শতবর্ষ জুবিলীর উৎসবে বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) যে অঙ্গীকার আমাদের কাছ থেকে নিয়েছেন, তার কতটুকু আমরা বাস্তবায়ন করছি-তা খতিয়ে দেখা দরকার। সেদিন আমরা অঙ্গীকার করেছিলাম ***"আমরা ইসলাম ও আহমদীয়াতের প্রসার আর হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর নাম পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছানোর জন্য জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করে যাবো। এই পবিত্র দায়িত্ব সম্পাদনের লক্ষ্যে সর্বদা আমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.) এর জন্য আমাদের জীবন উৎসর্গ করে রাখবো এবং সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করে কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের পতাকাকে বিশ্বের প্রতিটি দেশে সমুন্নত রাখবো। খেলাফত ব্যবস্থার সুরক্ষা ও এর দৃঢ়তার লক্ষ্যে আমরা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অবিরাম চেষ্টা করে যাবো এবং বংশ পরম্পরায় নিজ সন্তান সন্ততিদেরকে খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকা ও এর কল্যাণরাজী অর্জনের বিষয়ে সচেষ্ট থাকার নসীহত করে যাবো, যেন কিয়ামত পর্যন্ত আহমদীয়া খেলাফত সুরক্ষিত থাকে এবং কিয়ামত পর্যন্ত আহমদীয়া জামা'তের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসার অব্যাহত থাকে। আর মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর পতাকা যেন অন্য সব পতাকার উর্ধ্বে থাকে"।***

আমাদের প্রত্যেকেরই 'খেলাফতে আলা মিনহাযেন নবুওয়াতের' ধারায় পুণ:প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এই মাসটিতে আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত যে, যুগ-খলীফার সাথে কৃত অঙ্গীকার প্রতিপালনে আমরা কতটুকু তৎপর রয়েছি? খোদা তা'লা আমাদের সবাইকে যুগ-খলীফার সকল নির্দেশ যথার্থরূপে পালনের মাধ্যমে স্বীয় অঙ্গীকার পূর্ণ করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

২৭ মে, খেলাফত দিবস

সূচিপত্র

১৫ মে, ২০১৪

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ১০ জানুয়ারি, ২০১৪-এর **জুমুআর খুতবা।** ৬

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি ১৪

খলীফার আনুগত্য অত্যন্ত জরুরী দ্বীনি বা ধর্মীয় কর্তব্য ১৭
মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকী

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশে ছাত্র ভর্তি বিজ্ঞপ্তি ১৯

খেলাফত ও বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার ২০
আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ

ইহজগতে জান্নাতের প্রতিচ্ছবি নেযামে ওসিয়্যত ও খেলাফত ২৪
মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্

কলমের জিহাদ ২৬
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

নবুওয়তের জ্যোতিকে দীর্ঘায়িত করে খেলাফত ২৮
মওলানা জাফর আহমদ

ইসলামে খেলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ ৩১
মাহমুদ আহমদ সুমন

আমার শ্রদ্ধেয় ভাই 'মাহমুদ আহমদ' স্মরণে কিছু কথা ৩৫
আমাতুল কুদ্দুস শাহানা

নবীনদের পাতা- ৩৬
মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, মোহাম্মদ রিপান, লাকী আহমদ

পাঠক কলাম- ৩৭
নিজ সংশোধন এবং একজন আদর্শ আহমদী
আনোয়ারা বেগম, মোহাম্মদ নুরুজ্জামান, শেখ মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ্

সংবাদ ৪০

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ ৪৪

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচি ৪৭

সত্যের সন্ধানে অনুষ্ঠানসূচি ৪৮

'পাক্ষিক আহমদী' নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হউন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন 'পাক্ষিক আহমদী'র সাথেই থাকুন। ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে 'পাক্ষিক আহমদী' পড়তে Log in করুন
www.ahmadiyyabangla.org

অনুগ্রহ পূর্বক ভিজিট করুন আমাদের সত্যের সন্ধানের ইউটিউব চ্যানেল:

www.youtub.com/shottershondhane

Please visit it

কুরআন শরীফ

সূরা আন্ নূর-২৪

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا ؕ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

৫৬। তোমাদের মধ্য হতে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই পৃথিবীতে তাদেরকে খলীফা বানাবেন, যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদেরকে খলীফা বানিয়েছিলেন। আর অবশ্যই তিনি তাদের জন্য তাদের ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেবেন, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির অবস্থার পর অবশ্য অবশ্যই তিনি তা নিরাপত্তায় বদলে দেবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এবং এরপরও যারা অস্বীকার করবে, তারাই হবে দুষ্কৃতকারী।[২০৫৭]

২০৫৭। যেহেতু খেলাফত সম্বন্ধে বিষয়বস্তুর ভূমিকারূপ এই আয়াত প্রস্তাবনাস্বরূপ, সেহেতু পূর্ববতী ৫২, ৫৫ আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের ওপর বার বার জোর দেয়া হচ্ছে। এই বৈশিষ্ট্য ইসলামে খলীফার অবস্থান ও মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। আয়াতটিতে এ প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে যে, মুসলমানদেরকে আধ্যাত্মিক এবং পার্থিব নেতৃত্বে অনুগৃহীত করা হবে। এ প্রতিশ্রুতি গোটা মুসলিম জাতিকে দেয়া হয়েছে। কিন্তু খিলাফতের ভিত্তি বা প্রতিষ্ঠান কোন বিশেষ এক স্বতন্ত্র ব্যক্তির মাঝে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মানরূপে স্থাপিত হবে, যিনি হযরত নবী করীম (সা.)-এর উত্তরাধিকারী হবেন এবং গোটা জাতির প্রতিনিধিত্বকারী হবেন। খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ওয়াদা স্পষ্ট ও সন্দেহাতীত।

যেহেতু হযরত মুহাম্মদ (সা.) এখন মানবজাতির সর্বকালের জন্য একমাত্র পথ নির্দেশকারী, সে কারণেই তাঁর খেলাফত যে কোন আকারে পৃথিবীতে কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে এবং অন্যান্য সব খিলাফত অচল হয়ে যাবে। এরপর সব নবীর ওপর আঁ-হযরত (সা.)-এর অনুপম বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্বসমূহের মাঝে খেলাফতই হচ্ছে সর্বোচ্চ বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব। আমাদের বর্তমান যুগে আঁ হযরত (সা.)-এর এ সর্বোচ্চ বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক 'খেলাফত' পরিলক্ষিত হচ্ছে কেবল আহমদীয়া মুসলিম জামাতে, যা আঁ হযরত (সা.)-এর শ্রেষ্ঠতম আধ্যাত্মিক খলীফার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (দেখুন 'দি লারজার এডিশন অবদি কমেন্টারী, পৃষ্ঠা ১৮৬৯-১৮৭০)।

হাদীস শরীফ

নবুওয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত

হাদীস ঃ

আন হুযায়েফাতা (রা.) ক্বালা ক্বালা রাসূলুল্লাহে (সা.) তাকুনু নাবুওয়াতু ফিকুম মাশাআল্লাহু আন তাকুনা সুম্মা ইয়ারফাউহাল্লাহু তা'লা সুম্মাতাকুনু খিলাফতুন 'আলা মিনহাজিন নবুওয়াতে মাশাআল্লাহহু আন তাকুনা সুম্মা ইয়ারফাউহুহাল্লাহু তা'লা সুম্মাতাকুনু মুলকান আযযান ফাতাকুনু মাশাআল্লাহু আন তাকুনা সুম্মা ইয়ারফাউহাল্লাহু তাআলা সুম্মা তাকুনা মুলকান জাবা রিয়্যাতান ফাতাকুনু মাশাআল্লাহু আনতাকুনা ইয়ারফাউহাল্লাহু তা'লা সুম্মা তাকুনু খিলাফাতুন 'আলা মিনহাজিন নুবুওয়াতে সুম্মা সাকাতা।

অর্থাৎ হযরত হুযায়েফা (রা.) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, তোমাদের মাঝে নবুওয়ত ততক্ষণ পর্যন্ত থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন, অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। এরপর নবুওয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লা চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন যুলুম, অত্যাচার, উৎপীড়নের রাজত্ব কায়েম হবে। তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন তা অহংকার ও জবরদস্তিমূলক সাম্রাজ্যে পরিণত হবে এবং তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন। তখন নবুওয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। অতঃপর তিনি (সা.) নীরব হয়ে গেলেন (মুসনাদ আহমদ, মিশকাত)।

ব্যাখ্যা ঃ পবিত্র কুরআন হতে এ বিষয়টি পরিষ্কার যে, আল্লাহ্ তা'লা ঈমান আনয়নকারী ও পুণ্যকর্মকারীদের মাঝে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করবেন। হাদীস হতেও এ বিষয়টি প্রমাণিত। অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মদীয়া যখন কুরআনের শিক্ষার ওপর সঠিকভাবে আমল করবে, তখন আল্লাহ্‌র এ অঙ্গীকার পূর্ণ হবে।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন,

"কিছু লোক *ওয়াদাল্লাহুল্লাযীনা আমানু মিনকুম ওয়া আমেলুস সালেহাতে লাইয়াস তাখলেফান্নাহুম ফিল আরযে কামাস্ তাখলাফাল্লাযীনা মিন কাবলিহিম"* এর বিষয়টিকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। তারা 'মিনকুম' - তোমাদের মধ্য হতে–অনুবাদক)-এর অর্থ শুধু সাহাবাদের (রা.) নিয়ে থাকেন, এবং বলেন খেলাফত তাদের মাঝেই ও তাঁদের যুগেই শেষ হয়ে গেছে ও কিয়ামত পর্যন্ত খেলাফতের নাম-গন্ধ থাকবে না। এ কথার অর্থ হলো খেলাফত স্বপ্নের মত শুধু ত্রিশ বছর পর্যন্ত ছিল এবং এরপরে ইসলাম ক্রমাগত অধ:পতনের অশুভ গর্ভে নিপতিত হয়ে গেলো।"

"এগুলোকে নিয়ে যদি কেউ গভীরভাবে পর্যালোচনা করে তবে আমি কিভাবে বলতে পারি যে সে ব্যক্তি এ বিষয়টিকে বুঝতে পারে নি যে, এখানে খেলাফতের অঙ্গীকার স্থায়ীভাবে করা হয়েছে। এ খেলাফত যদি স্থায়ী না হয়ে থাকে তবে মূসা (আ.)-এর শরীয়তের খলীফাদের সাথে তুলনা দেবার কী প্রয়োজন ছিল?"

"যেহেতু মানুষের জন্য কোন স্থায়ীত্ব নেই তাই আল্লাহ্ তা'লা চেয়েছেন যে, মানুষের মাঝে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম সত্তার অধিকারী রসূলকে যিল্লী (প্রতিবিম্ব)-ভাবে কেয়ামত পর্যন্ত জীবিত রাখবেন। তাই এ উদ্দেশ্যে তিনি খেলাফত সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে রেসালতের কল্যাণ হতে পৃথিবী যেন কখনও বঞ্চিত না হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি খেলাফতকে শুধু ত্রিশ পর্যন্ত মানে, সে মূর্খতাবশতঃ খিলাফতের মূল উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করে। খোদা তা'লার উদ্দেশ্য কখনও এটা ছিল না যে, রসূল করীম (সা.)-এর ওফাতের পর রেসালতের কল্যাণকে খলীফাদের সত্তায় ত্রিশ বছর পর্যন্ত বিদ্যমান রাখবেন আর এরপর পৃথিবী যদি ধ্বংস হয়ে যায় তবে কোন পরওয়া নেই" (শাহাদাতুল কুরআন পৃঃ ৩৪, পৃঃ ৫৮)।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের খেলাফতের রজ্জুকে ধরে এর আশীষ হতে কল্যণমন্ডিত হবার তৌফিক দান করুন, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

‘আমি তোমার অনুবর্তী এই জামা’তকে কিয়ামত পর্যন্ত অন্যের ওপর প্রাধান্য দিব’

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

অতএব হে বন্ধুগণ! যেহেতু আদি কাল হইতে আল্লাহ্ তা’লার বিধান এটাই যে, তিনি দুইটি শক্তি প্রদর্শন করেন যেন বিরুদ্ধবাদীগণের দুইটি মিথ্যা উল্লাসকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেখান; সুতরাং এখন এটা সম্ভবপর নয় যে, খোদা তা’লা তাঁর চিরন্তন নিয়ম পরিহার করবেন। এজন্য আমি তোমাদেরকে যে কথা বলেছি তাতে তোমরা দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ো না। তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কারণ তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন এবং এর আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয় ঃ। কেননা, তা স্থায়ী, যার ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না।

কিন্তু যখন আমি চলে যাব, খোদা তখন তোমাদের জন্য সেই ‘দ্বিতীয় কুদরত’ প্রেরণ করবেন, যা চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকবে, যেহেতু বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থে খোদার প্রতিশ্রুতি রয়েছে এবং সেই প্রতিশ্রুতি আমার নিজের সম্বন্ধে নয় বরং তা তোমাদের সম্বন্ধে। যেমন খোদা তা’লা বলেছেন ঃ

ম্যাঁয় ইস জামাতকো জো তেরে পায়রু হ্যাঁয়
কিয়ামত তক দোসরো পর গালবা দুঙ্গা

অর্থাৎ ‘আমি তোমার অনুবর্তী এই জামা’তকে কিয়ামত পর্যন্ত অন্যের ওপর প্রাধান্য দিব’ (অনূবাদক)। সুতরাং তোমাদের জন্য আমার বিচ্ছেদ দিবস উপস্থিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী, যেন ইহার পর সেই দিবস আগমন করে যাহা চিরস্থায়ী প্রতিশ্রুত- দিবস। আমাদের সেই খোদা প্রতিশ্রুতি পালনকারী, বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী খোদা। তিনি তোমাদিগকে সবকিছু দেখাবেন যা তিনি অঙ্গীকার করেছেন। যদিও বর্তমান যুগ পৃথিবীর শেষ যুগ এবং বহু বিপদাপদ রয়েছে, যা এখন অবতীর্ণ হবার সময়, তথাপি সেই সমুদয় বিষয় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই দুনিয়া অবশ্যই কায়েম থাকবে, যার সম্বন্ধে খোদা সংবাদ দিয়েছেন। আমি খোদার তরফ হতে এক প্রকার কুদরত হিসাবে আবির্ভূত হয়েছি। আমি খোদার মূর্তিমান কুদরত। আমার পর আরও কতিপয় ব্যক্তি হবেন, যাঁরা দ্বিতীয়-বিকাশ হবেন।

অতএব তোমরা খোদার ***কুদরতে সানীয়ার*** (দ্বিতীয় কুদরতের) অপেক্ষায় সমবেতভাবে দোয়া করতে থাক। প্রত্যেক দেশে সালেহীনের জামা’তের সমবেতভাবে দোয়ায় নিয়োজিত থাকা বাঞ্ছনীয়। যেন দ্বিতীয় কুদরত আসমান হতে অবতীর্ণ হয় এবং তোমাদেরকে এটাও দেখানো হয় যে, তোমাদের খোদা কত মহাপরাক্রমশালী। স্বীয় মৃত্যু সন্নিকটে জানবে, তোমরা জান না যে সেই মুহূর্ত কখন উপস্থিত হবে। জামা’তের পবিত্রচেতা বুযুর্গগণ আমার পরে আমার নামে লোকদের বয়আত (দীক্ষা) নিবে। .....খোদা তা’লা চাচ্ছেন যে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সকল সাধু-প্রকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে, তারা ইউরোপেই বাস করুক বা এশিয়াতেই বাস করুক, তওহীদের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং তাঁর ভক্ত-দাসগণকে এক ধর্মে একত্রিত করেন। এটাই খোদা তা’লার অভিপ্রায়, আর এজন্যই আমি পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছি।

(আল ওসীয়্যত পুস্তক, সেপ্টেম্বর ১৯৯১সংস্করণ [বাংলায় অনুদিত] ঃ পৃঃ ১৫-১৭)

জুমুআর খুতবা

সত্যিকারের সংশোধনের জন্য প্রয়োজন প্রকৃত জ্ঞান ও প্রবল ইচ্ছাশক্তি

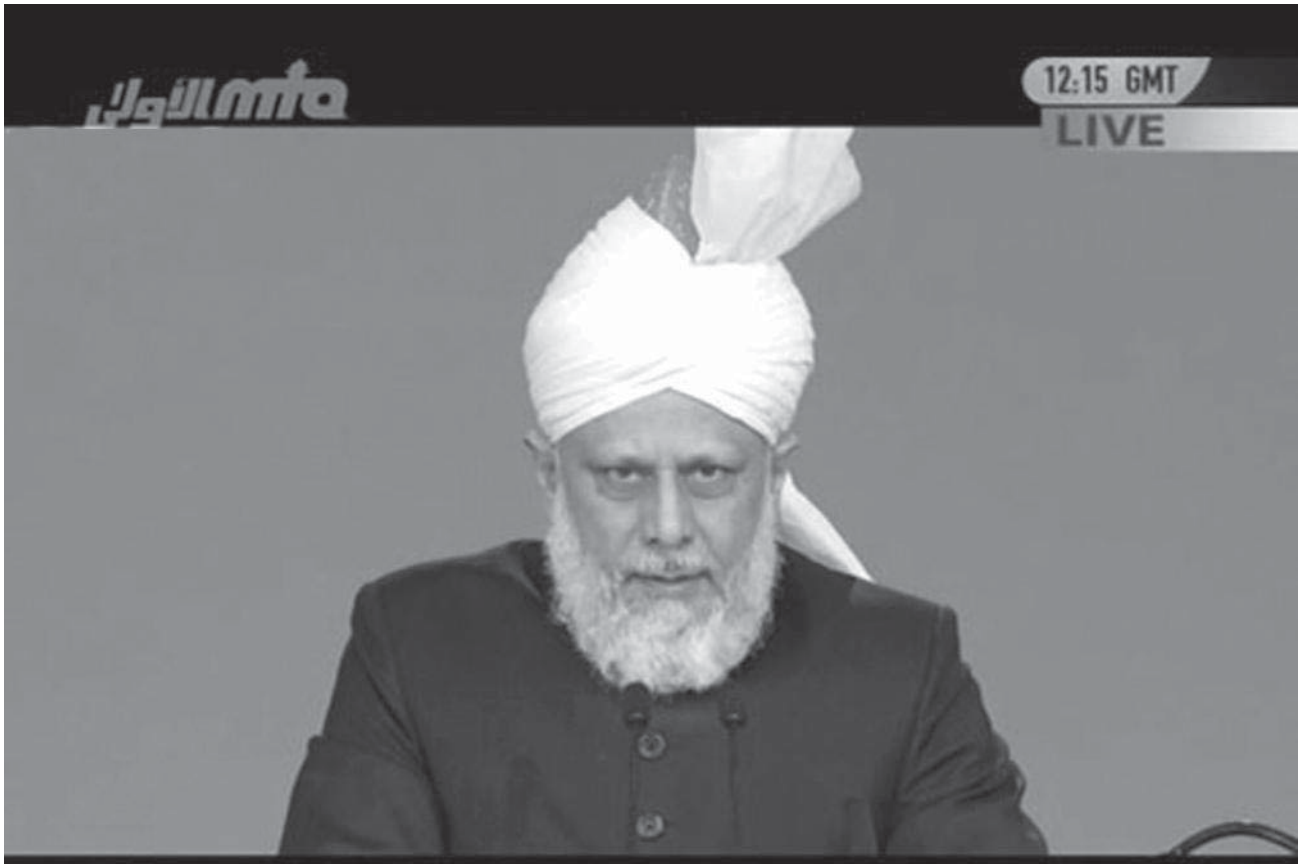

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ১০ জানুয়ারি, ২০১৪-এর জুমুআর খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

গত দুই জুমুআ পুর্বে আমি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর খুতবার আলোকে কিছু খুতবা আমলের সংশোধনের ব্যাপারে করেছিলাম এবং কিছু বিষয়ের বর্ণনা দিয়েছিলাম যা কর্মের সংশোধনের পথে বাধাস্বরূপ আর এটিও বলা হয়েগেছে যে এ বিষয়গুলো দূর করা প্রয়োজন যদি আমরা জামা'তের পক্ষ থেকে আদর্শের উঁচু মানদন্ড প্রতিষ্ঠা করতে চাই। এটিও পরিস্কার হয়ে গেছে যে আকীদাগত প্রতিবন্ধকতার চেয়ে আমাদের আমল সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতাই বেশী। এরই প্রেক্ষাপটে আজ আরো কিছু বলবো।

আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত কেবলমাত্র আকীদাগত দিকগুলো সংশোধন করাই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মিশন এবং আগমনের উদ্দেশ্য নয়। তিনি (আ.) স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে, খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করা এবং কর্মের সংশোধন করাও আবশ্যক আর এজন্যই তিনি এসেছেন। এক বান্দার প্রাতি অপর বান্দার অধিকার আদায় করাও একটি উদ্দেশ্য। আর এসব কিছুই আমলের ওপর নির্ভর করছে। নেক কর্ম করার মাধ্যমে খোদা তা'লার অধিকারও আদায় হয় এবং বান্দার অধিকারও আদায় হয়। হযরত

আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত কেবলমাত্র আকীদাগত দিকগুলো সংশোধন করাই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মিশন এবং আগমনের উদ্দেশ্য নয়। তিনি (আ.) স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করা এবং কর্মের সংশোধন করাও আবশ্যক আর এজন্যই তিনি এসেছেন।

মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক স্থানে বলেছেন,

"স্মরণ রাখ! (এর পূর্বেও কয়েকবার আমি একথা বলেছি) বাকপটুতা এবং চাপাবাজি কোন কাজে আসবে না। যতক্ষণ না আমল করা হয়।" আরো একস্থানে বলেন, 'নিজের ঈমানকে পরিমাপ করো। ঈমানের অলঙ্কার হলো আমল। যদি মানুষের আমলের অবস্থা সঠিক না হয় তবে ঈমানও অর্জন হবে না।'

সুতরাং, আমরা যদি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মিশনকে কার্যকর করতে চাই, তাঁর উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করতে চাই তবে তা কেবল তখনই সম্ভব হবে যখন আমরা কর্মের সংশোধনের পথে যেগুলো বাধাস্বরূপ সেগুলোকে দূর করার চেষ্টা করবো। কেননা আমলের সংশোধনের ফলেই অন্যদের দৃষ্টি আমাদের দিকে পড়বে। ফলোশ্রুতিতে আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মিশনকে পূর্ণ করতে পরিপূর্ণ সাহায্যকারী হবো। ফলে আমাদের চিন্তা করা উচিত, আমাদের এটি অর্জন করতে হলে কি করা উচিত? কেননা আমলের সংশোধন আমাদের বিজয় লাভের একটি বড় অস্ত্রও বটে। আমাদের সংশোধনের মাধ্যমেই আমাদের মধ্যে সেই শক্তি সৃষ্টি হবে যার মাধ্যমে আমরা অন্যদের সংশোধনও করতে পারবো।

আমাদের বিজয় লাভের উদ্দেশ্য এটি নয় যে কাউকে আমরা অধীনস্থ করবো বা পার্থিব উদ্দেশ্য অর্জনও এর লক্ষ নয়। বরং সমগ্র জগতবাসীর হৃদয়কে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সা.)-এর পদতলে নিয়ে আসাই এর মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু আমাদের এবং অন্যদের মাঝে যদি পার্থক্য না থাকে তবে জগতবাসীর কি-ই বা ঠেকা পড়েছে যে তারা আমাদের কথা শুনবে। সুতরাং, আমাদেরকে নিজ কর্মক্ষমতাকে দৃঢ় করতে হবে। এরপর এর ওপর অন্যদের দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। নিজেরাতো অন্যদের প্রভাবে প্রভাবিত হবেই না বরং অন্যদেরকে প্রভাবিত করতে হবে। বর্তমানে জগতবাসীরা পার্থিব টানে ছুটছে ফলে আমাদেরকে পূর্বের চেয়ে বেশি নিজেদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। আর এভাবে দৃষ্টি রেখে পার্থিব প্রভাব থেকে নিজেদেরকে বাইরে বের করে আনতে হবে।

আবার সমগ্র জগতকে এর প্রভাব থেকে বাঁচাতে হবে যাতে করে আমরা আল্লাহ্ তা'লার অধিকার আদায়কারী হতে পারি এবং জগতের অধিকাংশ জনবসতিতে পরিণত হতে পারি। কিন্তু এই পথে অনেকগুলি প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। আর এজন্য আমাদের মধ্যে এমন শক্তি সৃষ্টি করতে হবে যাতে করে সেসব প্রতিবন্ধকতা দূর করতে পারি। জগতের সামনে আমাদেরকে কিছু পদ্ধতির প্রস্তাবনা করতে হবে যা কিনা আমাদের প্রত্যেকের ওপর প্রযোজ্য হবে এবং আমরা এর ওপর আমলও করবো। এজন্য আমাদেরকে নিজেদের আত্মার/নফসের কুরবানী দিতে হবে এবং একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এটি অর্জন করতে পারবো না ততক্ষণ পর্যন্ত সফলতা সম্ভব নয়। আমি এর আগেও এগুলো কয়েকটি খুতবাতে বলেছি। বর্তমানে গোটা জগত হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। একটি শহরে পরিণত হয়েছে বরং এটি বলা উচিত একটি মহল্লাতে পরিণত হয়েছে।

সহস্র মাইল দূরের খারাপ জিনিস ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে প্রতিটি ঘরে পৌঁছে গেছে। আবার সহস্র মাইল দূরের কোন ভালো জিনিসও পৌঁছে যাচ্ছে। সামগ্রিক দিক বিবেচনা করলে দেখা যাবে, খারাপ জিনিস ভালো জিনিসের তুলনায় অধিক হারে ছড়াচ্ছে। আমি এর আগেও বলেছি, ভাল-খারাপের মানদন্ড বদলে গেছে। মুসলিম সমাজে যে জিনিসটি খারাপ তা পার্থিব দিক থেকে যারা ধর্মের কিছুই বুঝেনা তাদের নিকট কোন বিষয়ই নয়। যেগুলোকে আমরা খরাপ মনে করি সেগুলোকে তারা তুচ্ছ মনে করে বরং ভালো মনে করতে থাকে।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) উদাহরণ দিয়ে বলেন, পশ্চিমা সমাজে

আমরা যদি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মিশনকে কার্যকর করতে চাই, তাঁর উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করতে চাই, তবে তা কেবল তখনই সম্ভব হবে, যখন আমরা কর্মের সংশোধনের পথে যেগুলো বাধাস্বরূপ সেগুলোকে দূর করার চেষ্টা করবো। কেননা আমলের সংশোধনের ফলেই অন্যদের দৃষ্টি আমাদের দিকে পড়বে।

মসজিদ বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন

অচরনের যে রীতি রয়েছে। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর যুগে এটি এতোটা সচরাচর ছিল না কমপক্ষে এর জন্য তখন কোন একটি বিশেষ জায়গায় যেতে হতো। বর্তমানে টিভি, ইন্টারনেটের মাধ্যমে তো এটি সবখানে পৌঁছে গেছে এবং কিছু ঘরে তো বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে নাচের আড্ডা দেয়া হয়ে থাকে। আবার কিছু কিছু ঘরোয়া অনুষ্ঠানেও এই নাচ হয়ে থাকে। বিশেষ করে বিয়ে-শাদীতে বিনোদন এবং আনন্দ করার নামে অযথা নাচের আয়োজন করা হয়ে থাকে। একজন আহমদীর ঘর এথেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হওয়া উচিত। এর ওপর বিশেষ দৃষ্টি আরোপ করা প্রয়োজন। যাই হোক আমি হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর বরাতে কথা বলছিলাম যে তিনি বলেছেন, পশ্চিমা দেশগুলোতে নাচের রেওয়াজ রয়েছে আর সে সময়ে লোকেরা একে খুবই খারাপ মনে করতো। ধীরে ধীরে লোকেরা এটিকে আয়ত্ত করা শুরু করে দিয়েছে। প্রথমে মহিলারা পুরুষদের হাত ধরে নাচতো, একজন অপরজনের হাত ধরে। তারপর একজন আরেকজনের মুখ কাছাকাছি করে নাচতে শুরু করলো। তারপর দুজনের মধ্যকার দুরত্ব কমতে থাকলো। আমি বলেছি, নাচের নামে এখন বেহায়াপনার আর সীমা নেই। নগ্ন পোশাকে টিভিতে নাচ দেখানো হয়।

এগুলো কেন ছড়িয়েছে? এর কারণ হলো, এই মন্দ কাজকে যারা ছড়াচ্ছে তারাতো এটিকে মন্দ বলে জগতের সামনে হৈ-চৈ ফেলে দিচ্ছে আবার এর ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিতও থাকছে। তারা জগতের কথা মোটেও ভাবলোনা। পরিশেষে এরা সফল হয়ে গেল। পাকিস্তান যেটি কিনা মুসলমান দেশ এখন তো সেখানেও টিভিতে বিনোদনের নামে এসমস্ত বেহায়াপনা দৃষ্টিতে আসে এরকম উলঙ্গপনা দেখা যায়। সুতরাং, নোংরামী তার দৃঢ়তার কারণে সমগ্র জগতে পরিবেষ্টিত রয়েছে। ফলে এর প্রতিরোধ করতে হলে অনেক বড় পরিকল্পনা এবং ত্যাগের প্রয়োজন। যদি তা না হয় তবে আমরা আমাদের উদ্দেশ্য পূরণে সফল হতে পারবো না।

সুতরাং, অনেক বেশী চিন্তা, মনোযোগ এবং পরিশ্রম করা দরকার। সে সমস্ত জিনিসগুলোকে আয়ত্ত করা দরকার যার মাধ্যমে আমরা প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করতে পারি এবং যেগুলোকে ব্যবহার করে আমরা নিজেদের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের শক্তি সৃষ্টি করতে পারি যা দিয়ে আমরা মন্দকে প্রতিহত করতে পারবো। আর এগুলি অর্জনের জন্য হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) অনেক উত্তমরূপে বর্ণনা প্রদান করে বলেন, যদি এই বিষয়গুলি কর্মের সংশোধনের জন্য মানুষের মাঝে সৃষ্টি হয়ে যায় তবেই কেবল সফলতা অর্জন করা সম্ভব। আর এই বিষয়গুলি তিনটি যথা, প্রথমটি হলো দৃঢ় নিয়ত আর দ্বিতীয়টি

মসজিদ বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে জুমুআর নামাযে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

হলো সঠিক এবং পূর্ণ জ্ঞান এবং তৃতীয়টি হলো কাজ করার ক্ষমতা বা শক্তি। কিন্তু মৌলিক শক্তি দুই ধরনের যথা–নিয়ত শক্তি এবং কাজ করার শক্তি। আর মাঝখানে এই দু'টি সম্পর্কিত বিষয়টি রাখা হয়েছে। অর্থাৎ, সঠিক ও পূর্ণ জ্ঞান এই দু'টি শক্তির ওপর প্রভাব ফেলে। সঠিক জ্ঞান থাকাটা কার্যশক্তির ওপরও প্রভাব ফেলে এবং নিয়ত শক্তির ওপরও প্রভাব ফেলে।

যাইহোক প্রথমত এই কথাটি মাথার ভিতর বসিয়ে রাখা উচিত যে, নিয়ত শক্তি এবং কার্যশক্তি হলো এমন দু'টি মৌলিক বিষয় যা কর্মের সংশোধনের ওপর প্রভাব রাখে। এজন্য আমাদের নিয়ত শক্তিকে বেশি মজবুত করা প্রয়োজন এবং কার্যশক্তির ত্রুটিগুলোকে দূর করা প্রয়োজন।

আমাদের নিয়ত যদি দৃঢ় হয় তবেই আমরা কোন মন্দকে প্রতিহত করতে চাইলে তা প্রতিহত করতে পারবো আর নিয়তশক্তি তখনই প্রখর হবে যখন আমরা আমাদের ভিতরে থাকা কর্মশক্তির দুর্বলতাগুলোকে দূর করতে পারবো, এছাড়া সংশোধন অসম্ভব। যখন আমরা আমাদের নিয়তশক্তি কেমন এ বিষয়ে যাচাই করি তখন আমাদের সামনে নিয়তের দুর্বলতা খুবই কম দৃষ্টিতে পড়ে কেননা নিয়তের দিক দিয়ে জামা'তের সকল সদস্য অথবা অধিকাংশ সদস্য এই আকাঙ্খা রাখে যে, তাদের মধ্যে তাক্ওয়া এবং পবিত্রতা অর্জন হোক। তারা যেন ইসলামী আদেশাবলীর প্রচার করতে পারে। আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা এবং তাঁর নৈকট্য অর্জন করতে পারে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর বিস্তারিত বর্ণনায় বলেন, এটিতো প্রমাণিত যে, আমাদের নিয়তশক্তি মজবুত এবং শক্তিশালী। তারপরও ফলাফল সঠিক না হবার দু'টি মাত্র কারণ। সত্যিকারার্থে যতটুকু নিয়তশক্তি একটি কাজ করার জন্য দরকার তা আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু আকীদার সংশোধনের জন্য যতটুকু নিয়তশক্তি দরকার ছিল তা আমাদের মাঝে ছিল আর ফলে বিশ্বাসের সংশোধন তো হয়ে গেল, কিন্তু কর্মের সংশোধনের জন্য যেহেতু নিয়তশক্তি দরকার তা আমাদের মাঝে ছিল না ফলে আমরা কার্যের মাঝে সংশোধন আনতে সক্ষম হইনি। তাছাড়া আমাদের এটিও স্বীকার করতে হবে যে, সৃষ্টিগত দিক দিয়ে কিছু দুর্বলতা আমাদের মাঝে রয়েছে।

খোদা তা'লার বান্দা হবার যে দাবী আমরা করে থাকি সেই বন্দেগীর মধ্যে কিছুটা ত্রুটি রয়েছে। ফলোশ্রুতিতে কার্যক্ষমতা বিকারগ্রস্থ হয়েছে একং নিয়তশক্তির প্রভাব গ্রহণ করছেনা। অর্থাৎ কাজ করার ক্ষমতা বিকারগ্রস্থ হয়ে গেছে এবং নিয়ত শক্তির প্রভাব গ্রহণ করছেনা। অথবা এই কাজে যাদের সাহায্য করার কথা তাদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। এমতাবস্থায় যতক্ষণ না আমরা কার্যক্ষমতার চিকিৎসা না করছি ততক্ষণ এতে কোন উপকার নেই। উদাহরণস্বরূপ, একজন ছাত্র যে কিনা নিজ পড়া মুখস্থ করে কিন্তু মুখস্থ থাকে না। ফলে যতক্ষণ না তার মেধাকে ঠিক করা হচ্ছে না ততক্ষণ যতই তাকে বেশি পড়া দেয়া হোক না কেন, যতবারই তাকে মুখস্থ করানো হোক না কেন বা মুখস্থ করানোর চেষ্টা করানো হোক না কেন সে মুখস্থ রাখতে পারবে না।

সুতরাং, মেধাকে ঠিক করতে হলে কারণ জানা প্রয়োজন যাতে করে পথ দেখানো যায় অথবা মুখস্থ করার পদ্ধতি পরিবর্তন করতে হবে। পাকিস্তানের অনেক ছাত্র যেখানে রীতি হলো বুঝুক বা না বুঝুক চোখ বন্ধ করে মুখস্থ করে ফেলে আর তাদের মধ্যে এমন যোগ্যতা সৃষ্টি হয় অনেকে তো বইয়ের প্রতিটি শব্দ পর্যন্ত মুখস্থ করে ফেলে কিন্তু যখন পশ্চিমা দেশগুলোর পড়ার পদ্ধতিতে আসে আর এখানকার পদ্ধতি

যতক্ষণ না তোমরা চারিত্রিক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হতে পারবে ততক্ষণ কোন স্থানেই পৌঁছতে পারবে না।

যেহেতু ভিন্ন, প্রতিটি জিনিস বুঝে মুখস্থ করতে হয় ফলে ওখানে যারা কম নম্বর পেতো তারা এখানে ভালো নম্বর নিয়ে নেয় এবং খুব শীঘ্রই তা আয়ত্ত করতে পারে। পক্ষান্তরে সেখানকার বেশি নম্বর যে পেতো সে এখানে এসে কম নম্বর পায়।

রাবওয়াতে যখন কিছু বাধ্য-বাধকতার কারণে আমাদের জামা'তের স্কুলগুলোকে সরকারী বোর্ড থেকে পৃথক করে আগা খান বোর্ড এর সাথে মিলানো হয় এবং রেজিষ্ট্রি করা হয় তখন সেখানকার পরীক্ষা পদ্ধতি ভিন্ন হওয়াতে অনেক ছাত্র লিখেছে যে আমরা সাধারণ পাকিস্তানী শিক্ষা ব্যবস্থাপনার অধীনে থেকে পরীক্ষায় যে নম্বর পেতাম এখানে এমনটি পাই না। তারা এটিও বলে আমরা বুঝতে পারছি না আমাদের হয়েছেটা কি? কখনো কখনো শুধুমাত্র মেধা দিয়েই হয় না। মেধা যদি পুরোপুরি ভালও হয় তবে মুখস্থ হয় না। এটি কেবল মেধারই দুর্বলতা নয় বরং আরো অন্যান্য কারণ রয়েছে আর যদি মেধারও দুর্বলতা থাকে তবে সেক্ষেত্রে তো আরো বেশি সমস্যা হয়ে যায়, মুখস্থকরার পদ্ধতি বদলাতে হয়। এখানে এরকম সব দুর্বল মেধাসম্পন্ন বাচ্চাদের জন্য বিশেষ স্কুল রয়েছে যেখানে তাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয় ফলোশ্রুতিতে এরাই পরবর্তীতে ভালো ছাত্ররূপে বেরিয়ে আসে।

ফলে অনেক সময় কার্যপদ্ধতিও চিন্তায় ফেলে দেয়। যদি সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন না করা হয় তবে সফলতাও আসে না। সুতরাং প্রস্তাবিত কার্যপদ্ধতির সাথে নিজের চিন্তাকেও ঐভাবে সাজানোটাও জরুরী এছাড়া সফলতা অর্জন অসম্ভব।

সুতরাং, আমাদের নিজেদের আমলের অবস্থার সংশোধনের জন্যও এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। আমাদেরকে দেখতে হবে যে, নিয়ত করার সাথে সাথে মস্তিস্কের সেই অংশের ওপর কেন প্রভাব পড়ছে না যার ফলে কাজের সংশোধন শুরু হয়ে যায়। আমাদেরকেই সেই সব বাধাগুলোকে দূর করার চেষ্টা করা উচিত যেগুলো এর পথে বাঁধা দেয়। তারপর এটিও দেখতে হবে যে, আমাদের বান্দা হবার মানদন্ড কতটুকু? আমাদের কর্মের নিয়তের মধ্যে নেক নিয়ত এবং নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা কি পরিমাণ রয়েছে তাও দেখতে হবে। আর দুই ধরনের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যা আমলের সংশোধনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় একটি হলো নিয়ত শক্তিতে দুর্বলতা আরেকটি হলো কর্মক্ষমতায় দুর্বলতা। কিন্তু এ দুটোর মাঝেও কর্মের সংশোধনের পথে একটি দুর্বলতা আছে যা আগেও বলা হয়েছে তা হল জ্ঞানের দুর্বলতা। এটি দুই দিকেই তার প্রভাব ফেলে থাকে।

বাস্তবিক জীবনে আমরা দেখি, নিয়তও জ্ঞান অনুযায়ী হয়ে থাকে আবার আমলও জ্ঞান অনুযায়ী হয়ে থাকে। এর উদাহরণ এভাবে দেয়া যেতে পারে, যদি কোন ব্যক্তি না জানে যে, তার বাড়িতে এক হাজার সৈন্যের আক্রমণ হতে যাচ্ছে এবং সে শুধু এতটুকু জানে যে হামলা হতে যাচ্ছে হয়ত দু-একজন হবে। ফলে সে সেরকম প্রস্তুতি নিবে। কিন্তু যদি সে জানতো যে এক হাজার সৈন্য আক্রমণ করতে যাচ্ছে তবে তার প্রস্তুতির ধরণটা ভিন্ন হতো। সুতরাং স্বল্পজ্ঞানের কারণে এ সমস্ত দুর্বলতা সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং নিয়ত শক্তিকে বাড়িয়ে দেবার মূল কারণই হল জ্ঞানের অবস্থা।

এছাড়া যখন মানুষ কোন জিনিস উঠাতে চায় মনে করে যে সেটি হালকা হবে। কিন্তু উঠাতে গিয়ে দেখে যে জিনিসটি ভারী তখন সে তা উঠাতে পারে না। যখন সে একবার জেনে যায় জিনিসটি ভারী তখন বেশি শক্তি প্রয়োগ করে, উঠানোর পদ্ধতি বদলে ফেলে এবং পরিশেষে উঠাতেও সক্ষম হয়। এথেকে বুঝা যায়, তার ভিতর নতুন কোন শক্তি আসেনি কিন্তু জানা থাকার কারণে সে শক্তির সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে তা করতে সফল হয়েছে।

সুতরাং, আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে দেয়া যোগ্যতা বা ক্ষমতা তো রয়েছেই কিন্তু যখন এই যোগ্যতা বা সামর্থ্যের সঠিক প্রয়োগ হয় তখনই কোন কাজ সহজে হয়ে যায় অথবা খুব সুন্দরভাবে হয়ে যায়। এটি জ্ঞানের কারণে হয়ে থাকে। যদি সামর্থ্যের সঠিক প্রয়োগ করা না হয় তবে অনেক সময় সাধারণ ক্ষেত্রেও ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। ফলে কর্মক্ষমতাকে কাজে লাগানোর প্রবং কর্মের দুর্বলতাকে দূর করার জন্য এ পদ্ধতি কাজে লাগানো প্রয়োজন। এই নীতি অবলম্বন করে নিজেদের জ্ঞানের প্রসারতা ঘটানো প্রয়োজন যাতে করে সে অনুযায়ী শক্তির সঠিক প্রয়োগ করে নিজেদের দুর্বলতার ওপরে বিজয় আসতে পারে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এ-ও বলেন যে, আল্লাহ্ তা'লা প্রতিটি মানুষের মধ্যে তুলনা করারও একটি শক্তি রেখেছেন যা

বাচ্চারা যদি নিজেদের আশে পাশের সমস্ত লোককে গীবত করতে দেখে তখন সে বড় হয়ে যখন গীবত করার সুযোগ পাবে তখন মনে করবে আমি যদি গীবত করি তাহলে উপকৃত হবো।

দিয়ে সে দুটি জিনিসের মাঝে তুলনা করতে পারে যার ফলে সে এটি সিদ্ধান্ত নিতে পারে অমুক কাজটি করতে এতটুকু শক্তির প্রয়োজন। কেননা মানুষের সমস্ত শক্তি হাতে থাকে না বরং তা মস্তিস্কে থাকে এজন্য প্রথমে যে কাজটি হয় না যেভাবে ভার উত্তোলনের উদাহরণ দেয়া হয়েছিল প্রথমে তা উঠাতে পারেনি কিন্তু পরবর্তীতে মস্তিস্ককে আরো শক্তি প্রেরণের জন্য আদেশ দেয় আর যখন সেই শক্তি এসে যায় তখন সেই জিনিসটি উঠাতে সহজ হয়ে যায়। আর এই যে তুলনা শক্তি এটিও জ্ঞানের মাধ্যমে এসে থাকে। সেটি অভ্যন্তরীণ জ্ঞান হোক বা বাহ্যিক জ্ঞান। অভ্যন্তরীণ জ্ঞান হলো পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণা। আর বাহ্যিক জ্ঞান বলতে বুঝায় বাইরের শব্দ যা কানে এসে পড়ে। যেভাবে বাইরে থেকে আক্রমণের উদাহরণ দেয়া হয়েছিল।

এই আক্রমণ সম্পর্কে তার সচেতনতা বৃদ্ধি করবে বাইরের শব্দসমূহ। কিন্তু ভার উত্তলনের যে উদাহরণ দেয়া হয়েছিল তাতে তুলনার শক্তিকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, এই ভার প্রথমে তোলা হয়নি যাকে তুমি কম মনে করতে। উদাহরণস্বরূপ, দশ কিলো ওজনকে পাঁচ কিলো মনে করতে এবং অল্প শক্তি প্রয়োগ করো তবে তা উঠে যাবে। এ নীতিকে যদি সামনে রাখা হয় তবে যখন মানুষ সেই কাজের জন্য দাঁড়া হয় তখন তুলনা শক্তি সিদ্ধান্ত নেয় যে আমাকে এই চেষ্টা-প্রচেষ্টার জন্য কতটুকু শক্তি খাটানো দরকার। কতক সময় মানুষ জ্ঞান না থাকার কারণে আমলের সংশোধন করতে পারে না এবং জ্ঞানশূন্যতার কারণে তুলনাশক্তিও তাকে সঠিক তথ্য দেয় না যে তার আসলে কতটুকু শক্তি প্রয়োজন। সুতরাং, তুলনাশক্তি মানুষকে সতর্ক করে থাকে আর এটিই সেই জিনিস যা জ্ঞানশূন্যতার কারণে মানুষকে অলস করে দেয়।

কোন জিনিসের ব্যাপারে যখন জ্ঞান সম্পন্ন হয়ে যায় তখনই তুলনা শক্তি হবে। জ্ঞান থাকলে সতর্ক করে দিবে যে একে এভাবে ব্যবহার করো। জ্ঞান না থাকলে মানুষ কাজ করতে পারে না। আবার জ্ঞানশূন্যতার কারণে বা সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে মানুষের দ্বারা পাপ সংঘটিত হয়ে থাকে। সুতরাং, একটি বাচ্চা যেকিনা এমন সব মানুষদের মাঝে বড় হয় যারা পাপে লিপ্ত এবং তাদের প্রতিটি সভাতে এই কথা বলা হয় যে মিথ্যা ব্যতীত জগতে কোন উপায় নেই সেই বাচ্চাটিও প্রতিটি ক্ষেত্রে মিথ্যাকেই পূজি বানাবে। এখানে আরো একটি বিষয় বলতে চাই যারা এখানে অভিবাসনের আকাঙ্খায় এসে থাকে তাদের অধিকাংশের মস্তিস্কে এ কথাটি গেঁথে গেছে যে, বিস্তারিত কাহিনী না বললে এবং মিথ্যা বানোয়াট গল্প বানিয়ে না বললে আমাদের কেস্ পাশ হবে না। অথচ ইতোপূর্বে আমি কয়েকবার বলেছি যদি সংক্ষিপ্ত এবং সঠিক কথা বলা হয় তবে খুব দ্রুত কেস পাশ হয়ে যায়। এ ধরনের বেশ কিছু উদাহরণ আমার নিকট রয়েছে।

কতক লোক আমাকে বলেছে, তারা সংক্ষিপ্ত এবং সত্য কথা বলেছে আর কিছু দিনের মধ্যেই তাদের কেস্ পাশ হয়ে গেছে। তারা আসলে প্রচন্ড আতঙ্কগ্রস্থ অবস্থায় থাকে। যেখানে প্রতিটি মুহূর্তে নিজেকে নিয়ে ভয়ে থাকে আর নিজের বাচ্চাদের নিয়ে আতঙ্কিত থাকে। এছাড়া আরো অনেক দুঃশ্চিন্তা রয়েছে যেমন, স্কুলে যেতে পারে না। স্কুলে তাদের উত্যক্ত করা হয়ে থাকে। এরকম আরো অনেক বিষয় রয়েছে। অধিকাংশ কেস এ কথার ওপরে পাশ হয়ে থাকে। সুতরাং সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা উচিত এবং খোদা তা'লার ওপরে ভরসা করা উচিত।

এ সমস্ত মিথ্যা কাহিনী যখন বাচ্চাদের সামনে বলা হয় যে, আমরা জজ সাহেবের কাছে এই কাহিনী শুনিয়েছি, ঐ ধরনের গল্প শুনিয়েছি, তখন বাচ্চারাও এটি মনে করে যে, মিথ্যা বলাতে কোন পাপ নাই। যদি মিথ্যা না বলতাম তাহলে হয়ত আমাদের কেস পাশ হতো না অথবা আমরা উপকৃত হতে পারতাম না।

এই ধারণা সৃষ্টি হয়ে যায় যে, মিথ্যাই সকল উন্নতির চাবিকাঠি। এটিও চিন্তাতে আসে যে আজকের দুনিয়াতে কে এমন ভালো আছে, যে সত্য কথা বলে। বাচ্চাদের মাথায় এই চিন্তা চলে আসে যে, এখন কার যুগে মিথ্যা ছাড়া সফলতা অর্জন অসম্ভব। সর্বপরি বড়দের কথা শুনেই বাচ্চাদের মাথায় এ ধরণের কথা এসে থাকে। আর তাদের জ্ঞানও এখানেই সীমাবদ্ধ হয়ে যায় যে কি হবে। ফলাফল অত্যন্ত পরিস্কার যে, এসমস্ত বাচ্চারা বড় হয়ে যেখানেই মিথ্যা বলার সুযোগ পাবে এবং যখন তাদের তুলনা করা শক্তির কাছে জিজ্ঞেস করবে তখন তা দ্রুত এ সিদ্ধান্ত দিবে যে, বিপদ অনেক বেশি মিথ্যা বলে ফেল এতে কোন সমস্যা নাই।

একই ভাবে গীবতের বিষয়টিও সম্পর্কযুক্ত। বাচ্চারা যদি নিজেদের আশে পাশের সমস্ত লোককে গীবত করতে দেখে তখন সে বড় হয়ে যখন গীবত করার সুযোগ পাবে তখন মনে করবে যদি আমি গীবত করি তাহলে উপকৃত হবো। একই ভাবে তার তুলনা করার শক্তি তাকে বলবে তোমার চার পাশের লোকেরা গীবত করে ফলে তুমি যদি কর তো সমস্যা কি? পাপ তো বটে কিন্তু এতা বড় পাপ নয়।

এ সম্পর্কে গত এক খুতবাতে আমি বলেছিলাম কর্মের সংশোধনের পথে এটি একটি বড় প্রতিবন্ধকতা যে মানুষ মনে করে নেয় কিছু পাপ বড় এবং কিছু পাপ ছোট আর ছোট পাপ করতে কোন সমস্যা নাই। পরবর্তীতে যখন মানুষ একবার সেই পাপ করা শুরু করে তখন তা ছেড়ে দেয়া মুশকিল হয়ে পড়ে এমতাবস্থায় মানুষের তুলনা করার শক্তি থাকা সত্বেও নিজ পরিবেশের মাধ্যমে যে ভুল শিক্ষা সে পেয়েছে এর কারণে তা এতো শক্তিশালী হয়ে উঠে না। যে শক্তির দ্বারা সে পাপের ওপরে বিজয় লাভ করতে পারবে। ভার উত্তোলনের উদাহরণটি বর্ণনা করেছিলাম। দুর্বলতা একটি ওজনকে উঠাতে পারেনি, কিন্তু মস্তিষ্ক যখন বেশি ওজন উঠানোর নির্দেশ দিল তখন সেই একই হাত তা উঠাতে সক্ষম হলো।

যদি মানুষের তুলনা করার শক্তি তার মস্তিষ্ককে এই আদেশ না দিত তবে তা উঠাতে পারত না। একই ভাবে পাপ সমূহ দূরীভূত করার পদ্ধতিও এক। পাপ সমূহ দূরীভূত করার শক্তি মানুষের মাঝেই থাকে কিন্তু যখন পাপ সামনে এসে যায়। এবং তার তুলনা করার শক্তি তাকে বলে, এ পাপ করাতে কি অসুবিধা, এটি তো ছোট পাপ যার ফলে অনেক বড় উপকার সাধন হবে ফলে তার মস্তিষ্ক পাপমোচন করার শক্তি প্রেরণ করে না। সেই অনুভূতি মারা যায় অথবা আমরা বলতে পারি নিয়ত শক্তি শেষ হয়ে যায় এবং পাপ সংঘটিত হয়ে থাকে। সুতরাং, কর্মের সংশোধনের জন্য তিনটি জিনিস মজবুত হওয়া প্রয়োজন।

এটি হল নিয়ত শক্তিকে মজবুত করা দরকার আবার জ্ঞানকে বৃদ্ধি করাও প্রয়োজন এবং কর্মক্ষমতা দৃঢ় করারও প্রয়োজন রয়েছে। এটাও স্মরণ রাখা দরকার যে জ্ঞানের প্রসারতা সত্যিকারার্থে নিয়তশক্তির অংশ হয়ে থাকে কেননা জ্ঞানের প্রসারতা লাভের সাথে সাথে নিয়ত শক্তিও বৃদ্ধি পায়। এভাবেও বলতে পারি যে তখন কাজ করার প্রতি অগ্রসরমান হয়। এ সমস্ত কথার সারমর্ম এটিই যে, আমলের সংশোধনের জন্য তিনটি জিনিসের প্রয়োজন। প্রথমত, নিয়ত শক্তি যার ফলে সে বড় বড় কাজ করার যোগ্যতাসম্পন্ন হতে পারে। জ্ঞানের প্রসারতা যা জ্ঞানের একটি অংশ তা এটি অনুভব করে যে, কোন্‌টি ভুল আর কোন্‌টি সঠিক। সঠিক জিনিসের প্রতি সমর্থন জানানো এবং এর ওপর আমল করার জন্য পূর্ণ চেষ্টা করতে হবে। তৃতীয়ত, আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো যা কর্মক্ষমতা সম্পন্ন তা যেন নিয়তশক্তি অনুযায়ী পরিচালিত হয় এবং অবশ্যই তা খারাপ নিয়ত না হয়ে ভাল নিয়তের অনুসারী হয় এবং তার আদেশ যেন অমান্য না করে।

এ কথাগুলি পাপ মোচন করার জন্য এবং কর্মের সংশোধনের জন্য মৌলিক বিষয়। আমাদের নিজেদের নিয়ত শক্তিকে সেই শক্তিশালী অফিসারের মত বানাতে হবে যিনি আদেশ অনুযায়ী নিজের শক্তি, সামর্থ্যকে নীতি অনুযায়ী চলতে বাধ্য করে। কোন ধরণের প্রতিবন্ধকতাকে নিজের ওপরে বিজয় লাভ করতে দেননি। ছোট-বড় সকল পাপকে মনের মত ব্যাখ্যা দিয়ে নিজের ওপর বিজয় লাভ করা থেকে বাধা প্রদান করতে হবে। তুলনাশক্তির ভুলের কারণে যে বিফলতা দেখা দেয় সঠিক জ্ঞান লাভের ফলে তা আমাদেরকে সুরক্ষিত রাখবে।

এর উদাহরণ আমি দিয়েছি যে, অনুভূতি শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। ছোট আর বড় পাপের ফাঁদে পড়ে যায় ফলে সংশোধনের রাস্তা হারিয়ে যায়। কতক সময় এমন হয় যে, জ্ঞানহীনতার কারণে নিয়তশক্তি সিদ্ধান্ত নিতে পারে না যে তার কি করা উচিত আর কি করা উচিত নয়। এভাবে যখন কর্মক্ষমতা মজবুত হবে তখন নিয়তশক্তির ছোট ছোট ইঙ্গিতও সে বুঝে ফেলবে। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) একটি দিক এটাও বলেছেন যে, এখানে এটি স্মরণ রাখা উচিত যে কর্মক্ষমতার যে দুর্বলতা তা দুই ধরণের হয়ে থাকে। প্রকৃত বাস্তবিক এবং অপ্রকৃত অবাস্তবিক।

অবাস্তবিকতা হলো শক্তি তো আছে ঠিকই কিন্তু অভ্যাস প্রকৃতির কারণে মরিচা পড়ে গেছে আর বাস্তবিকতা হলো একটি দীর্ঘ সময় ব্যবহৃত না হবার ফলে তা মৃতপ্রায় হয়ে গেছে যার জন্য বাহ্যিক সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন হচ্ছে। অবাস্তবিকতার উদাহরণ সেই ব্যক্তির ন্যায় যে এক মণ বোঝা তোলার শক্তি বা সামার্থ্য রাখে কিন্তু কাজ করার অভ্যাস না থাকার কারণে যখনই ভারোত্তলনের কথা বলা হয় তখনই সে ঘাবড়ে যায় এবং দুঃশ্চিন্তা শুরু হয়ে যায়। এ ধরণের ব্যক্তি যদি নিজ শারীরিক অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে তবে সে আবার ভারোত্তলনের জন্য যোগ্য হয়ে যাবে। আর সে সফলতা অর্জন করতে পারবে। বাস্তবিকতার উদাহরণ এটি যে, দীর্ঘ সময় কাজ না করার কারণে তার ভিতরে কাজ করার আর কোন শক্তিই অবশিষ্ট নেই এবং তার মধ্যে দশ, বিশ কিংবা ত্রিশ সের বা কিলোর বেশি ওজন উঠানোর সামর্থ্য নেই। ফলে এ ধরণের লোকদের বেশি ওজন তোলার ক্ষেত্রে অপরজনের সাহায্য লেগে থাকে। তার সংশোধনের জন্য আবার অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে যাতে তার নিয়ত শক্তি এবং কর্মশক্তি বৃদ্ধি পায়।

অর্থাৎ যখন তার শক্তি-ভান্ডার শেষ হয়ে যায় তখন বাহ্যিক সাহায্যের প্রয়োজন হয় যাতে করে কাজটি শেষ করা যায়। কর্মের সংশোধনের অবস্থা হলো এই যা বিভিন্ন মানুষ অনুযায়ী বিভিন্ন পদ্ধতি অনুযায়ী হয়ে থাকে কতকের জন্য নিয়তশক্তি সৃষ্টির প্রয়োজন, কতকের জন্য কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজন আবার যখন কারো পক্ষে ভরোত্তলন অসম্ভব হয় তখন বাহ্যিক সাহায্যের প্রয়োজন হয়। সেক্ষেত্রে পরিবেশ

ও সমাজকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে হবে। জামা'তকে নিজের দায়িত্ব পালন করতে হবে। অন্তর্গত ব্যবস্থপনাগুলোকেও নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে হবে।

সুতরাং, আমাদের কর্মের সংশোধনের জন্য এই কথাগুলির দিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। এই বিষয়গুলি নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করা প্রয়োজন। নিয়ত শক্তিকে দৃঢ় করা দরকার এবং কর্মক্ষমতাকেও দৃঢ় করা প্রয়োজন যাতে করে আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্যকে পূর্ণকারী হতে পারি। আমাদের ভিতরে খোদাপ্রদত্ত যে শক্তি রয়েছে তা যেন মরিচা ধরে শেষ না হয়ে যায়। এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা ইনশাআল্লাহ্ আমি পরবর্তীতে করবো। পরিশেষে আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বাণী উপস্থাপন করছি। তিনি (আ.) বলেন–

"আল্লাহ্‌র কাছে সংশোধন চাওয়া এবং নিজের শক্তিগুলোকে ব্যয় করাই ঈমানের পদ্ধতি। সুতরাং, আল্লাহ্ তা'লার কাছে সংশোধনের পথ প্রার্থনা এবং নিজেদের নিয়ত শক্তি এবং কর্মক্ষমতারই বহি:প্রকাশ যখন এই প্রকাশ উঁচুমানের হবে তবে তাই হলো ঈমান। এরপর বান্দারা যেহেতু সকল কাজ খোদার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকে ফলে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে।" তারপর তিনি (আ.) আরো একটি স্থানে বলেন–"তোমরা শুধুমাত্র কার্যক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করো আর এক্ষেত্রে এমন একটি চমক দেখাও যাতে অন্যান্যরাও তা গ্রহণ করে নেয়। কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত তাতে চমক না হচ্ছে ততক্ষণ কেউ তা গ্রহণ করবে না। যতক্ষণ তোমাদের অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতা এবং উজ্জ্বলতা না সৃষ্টি হবে ততক্ষণ কোন ক্রেতাও সৃষ্টি হবে না। যতক্ষণ না তোমরা চারিত্রিক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হতে পারবে ততক্ষণ কোন স্থানেই পৌঁছতে পারবে না।"

সুতরাং, আমলের অবস্থার সংশোধনের জন্য প্রচুর পরিশ্রম এবং দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে যাতে করে প্রত্যেক আহমদী নিজের আহমদী হবার উদ্দেশ্যকে পূর্ণ কতে পারে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ইচ্ছানুযায়ী আমরা নিজেদেরকে খাঁটি মুসলমান বানাতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর সৌভাগ্য দান করুন।

নামাযের পরে একটি জানাযা পড়াব। আর এটি জনাব মাষ্টার মাশ্বরেক আলী সাহেব এম.এ কোলকাতার জানাযা যিনি তেসরা জানুয়ারী ২০১৪ সালে ৮০ বছর বয়সে কাদিয়ানে মৃত্যুবরণ করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। গত এক বছর যাবত অসুস্থ্য ছিলেন। জাপানে তার ছেলে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান। সেখানে গিয়ে কিছুটা ভাল হন। বর্তমানে তার মেয়ের নিকটে কাদিয়ানে ছিলেন। ১৯৬৫ সালে বয়আত করে জামা'তে আহমদীয়াতে অন্তর্ভুক্ত হবার সৌভাগ্য অর্জন করেন। এরপর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পাগলের মতো দাওয়াতে ইলাল্লাহ্‌র কাজ করে গেছেন।

৪৮ বছর ধর্ম সেবা করেছেন যার মধ্যে তিনি সেক্রেটারী তবলীগ, কায়েদ খোদ্দামুল আহমদীয়া, নাযেম আনাসারুল্লাহ্ বাঙ্গাল, নায়েব আমীর এবং আমীর কোলকাতা, এরপর দীর্ঘ সময় বাংলার ও আসামের প্রাদেশিক আমীর ছিলেন। এভাবে নেপালের তবলীগ বিষয়ক নিগরান ছিলেন এবং কাদিয়ানের আঞ্জুমান ওয়াকফে জাদীদের সদস্য ছিলেন। বাংলা ভাষায় "আল বুশরা" পত্রিকা প্রচুর পরিশ্রমের সাথে প্রকাশ করতেন। আবার লোকদের নিকট পোষ্টও নিজেই করতেন।

কাদিয়ানের নাযেরে আলা এনাম গৌরী সাহেব বলেন, আমি তার সাথে বাংলা এবং আসামের বেশ কিছু জায়গায় সফর করেছি। বিপজ্জনক পরিস্থিতিতেও জলসা এবং বক্তৃতা করতে ভয় পেতেন না। তিনি বলেন, তিন বারের মতো এমন অবস্থা হয় যে, অত্যন্ত ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে আল্লাহ্‌র হেফাযতে রক্ষা পেয়েছি। গাড়ী এবং কিছু জিনিস পত্রের ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছিল, কিন্তু সদস্যরা সুরক্ষিত ছিল। নির্ভীক হয়ে সকল ভয়ঙ্কর স্থানে নিয়ে যেতেন। মরহুমের সাথে সফর করার সময় সকল স্থানে আল্লাহ্‌র কিরূপ সাহায্য ও সমর্থন প্রকাশিত হয়েছে তার স্মরণ করতাম।

বাংলা ও আসামের বেশ কিছু জামা'ত মরহুমের যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অত্যন্ত সাহসী, বিশ্বাসী এবং দরবেশ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তিনি মূসী ছিলেন। কাদিয়ানের বেহেশতী মাকবেরাতে তাকে দাফন করা হয়েছে। তার রেখে যাওয়া তিন মেয়ে এবং দুই ছেলে রয়েছে।

একজন ছেলেকে হয়তো আহমদীয়া জামা'তের সকলে চিনবেন যিনি হলেন ইসমত উল্লাহ্ সাহেব। জলসা সালানাতে নযম পরিবেশনা করে থাকেন। এম.টি.এতেও তার নযম পরিবেশিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের মর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার সন্তানদেরকেও নেকীর পথে থাকার সৌভাগ্য দান করুন, আমীন সুম্মা আমীন।

অনুবাদ: *জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ*

To Watch Friday Sermon Regularly

Pleace visit: www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org
www.mta.tv

Press Desk
Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

১৪ এপ্রিল ২০১৪

মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়ার আন্তর্জাতিক সম্মেলন লন্ডনে অনুষ্ঠিত

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) উক্ত অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য রাখেন

১৩ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত এমটিএ-র আন্তর্জাতিক সম্মেলনে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বক্তব্য রাখছেন

মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া ইন্টারন্যাশনাল (এমটিএ)-এর তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন গত ১৩ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিশ্বনেতা এবং পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর বক্তব্যের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়।

দক্ষিণ পশ্চিম লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে অনুষ্ঠিত তিনদিন ব্যাপী এই সম্মেলনে ২০টি দেশের ৩৯জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রতিনিধিগণ এমটিএ ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন কর্মশালা ও প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। প্রতিনিধিগণ এমটিএ ইন্টারন্যাশনালের বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বশীলদের সাথে একান্তে সাক্ষাত করেন।

সম্মেলনের মূল আকর্ষণ ছিল হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর সমাপনী বক্তব্য, এতে তিনি এমটিএ-র ষ্টুডিওগুলোকে তাদের অনুষ্ঠানের মানোন্নয়ন করার আহ্বান জানান এবং অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের ওপর বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রকৃত এবং শান্তির বাণী প্রচারের যে গুরু দায়িত্বভার বর্তায় তা স্মরণ করিয়ে দেন।

এমটিএ'র অনুষ্ঠানের ধরন সম্বন্ধে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ বলেন:

"মনে রাখবেন, যে অনুষ্ঠানই আপনারা প্রস্তুত করবেন তা যেন অবশ্যই সর্বোচ্চ মানসম্পন্ন এবং সময়োপযোগী হয়...একদিকে আমরা এমন অনুষ্ঠান নির্মাণ করবো যা মানুষের, তথা আমাদের নবীন-প্রবীণ, নারী-পুরুষ, ছোট-বড় সকলের জন্যই তরবীয়তের (নৈতিক শিক্ষার) মাধ্যম হবে।

অপরদিকে আমাদের অবশ্যই এমন অনুষ্ঠান প্রস্তুত করা প্রয়োজন যা ইসলামের সত্য বাণী প্রচারে সহায়ক এবং যা মানুষের বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের

মন থেকে সকল সন্দেহ এবং কুসংস্কার দূর করবে। তাই এমটিএ'র মাধ্যমে এমন প্রশ্নের উত্তর দেয়া উচিত যা আধুনিক সমাজ উঠিয়ে থাকে এবং নিয়মিত সমসাময়িক বিষয়াবলী সম্বলিত অনুষ্ঠান নির্মাণ করা উচিৎ।" খলীফা বলেন, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা সত্য প্রচারকারীদের প্রশংসা করেছেন আর এই যুগে এমটিএ বিশ্বব্যাপী ইসলামের সত্য এবং শান্তির বাণী প্রচারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ আরো বলেন: "এই যুগে খোদা তা'লা প্রতিশ্রুত মসীহ্‌কে পাঠিয়েছেন পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যিকারের শিক্ষা পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং আপনারা এই মহান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন।

আপনারা ভাগ্যবান যে, এই মহান আধ্যাত্মিক নিয়ামতের আপনারা অংশ হতে পেরেছেন। এমটিএ'র যেখানেই আপনারা সেবার সুযোগ পেয়ে থাকুন না কেন, সবসময় মনে রাখবেন আপনারা অত্যন্ত ভাগ্যবান।"

হুযুর আরো বলেন: আপনি যদি এমন একজন সেচ্ছাসেবক হন যে, ক্যামেরার পেছনে নীরবে কাজ করেন তাহলে আপনি ভাগ্যবান। আপনি এমটিএ'র যে কোন বিভাগে কর্মরত কর্মীই হোন না কেন আপনি ভাগ্যবান। যদি আপনি এমটিএ'র কোন অনুষ্ঠানে একজন উপস্থাপক বা বক্তা হয়ে থাকেন তাহলেও আপনি ভাগ্যবান।

যদি আপনি প্রযোজনা বিভাগে কাজ করেন এবং নতুন কোন কর্মকৌশল আবিস্কার করেন অথবা সম্পাদনার কাজ করেন তাহলেও আপনি ভাগ্যবান। যদি আপনি সম্প্রচার বিভাগে অনুষ্ঠান সম্প্রচারের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন তাহলেও আপনি ভাগ্যবান।

বস্তুতঃ আপনি যেভাবেই এমটিএ'তে কাজ করেন না কেন এবং যে কোন পর্যায়ে সম্পৃক্ত থাকুন না কেন আপনি সত্যিকার অর্থেই আশীর্বাদমন্ডিত। আর আপনার

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর সাথে এমটিএ ইন্টারন্যাশনালের ব্যবস্থাপকমন্ডলীর ছবি

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর সাথে
এমটিএ ইন্টারন্যাশনাল সম্মেলনের বিদেশী প্রতিনিধিদের ছবি

সৌভাগ্যের কারণ হচ্ছে, আপনি সত্য প্রচারের লক্ষ্যে কাজ করছেন। আপনি বিশ্বব্যাপী মানুষের দোরগোড়ায় সত্যকে পৌঁছে দিচ্ছেন।"

অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে এমটিএ ইন্টারন্যাশনালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুনীর উদ্দিন শামস বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করেন, এতে তিনি উল্লেখ করেন যে, বিগত বছর এমটিএ পাঁচ হাজারের অধিক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করেছে যার ব্যাপ্তীকাল প্রায় আড়াই হাজার ঘন্টার বেশী।

প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে একটি পনের মিনিটের ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয় যাতে বিগত বিশ বছরে এমটিএ'র ধারাবাহিক উন্নতির ধারা তুলে ধরা হয়।

অনুবাদ : দেলওয়ার হোসেন তাহা
তত্ত্বাবধানে কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডন, যুক্তরাজ্য

সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মূল ইংরেজী দেখুন :
alislam.org/e/2861

২৭ মে, খেলাফত দিবস

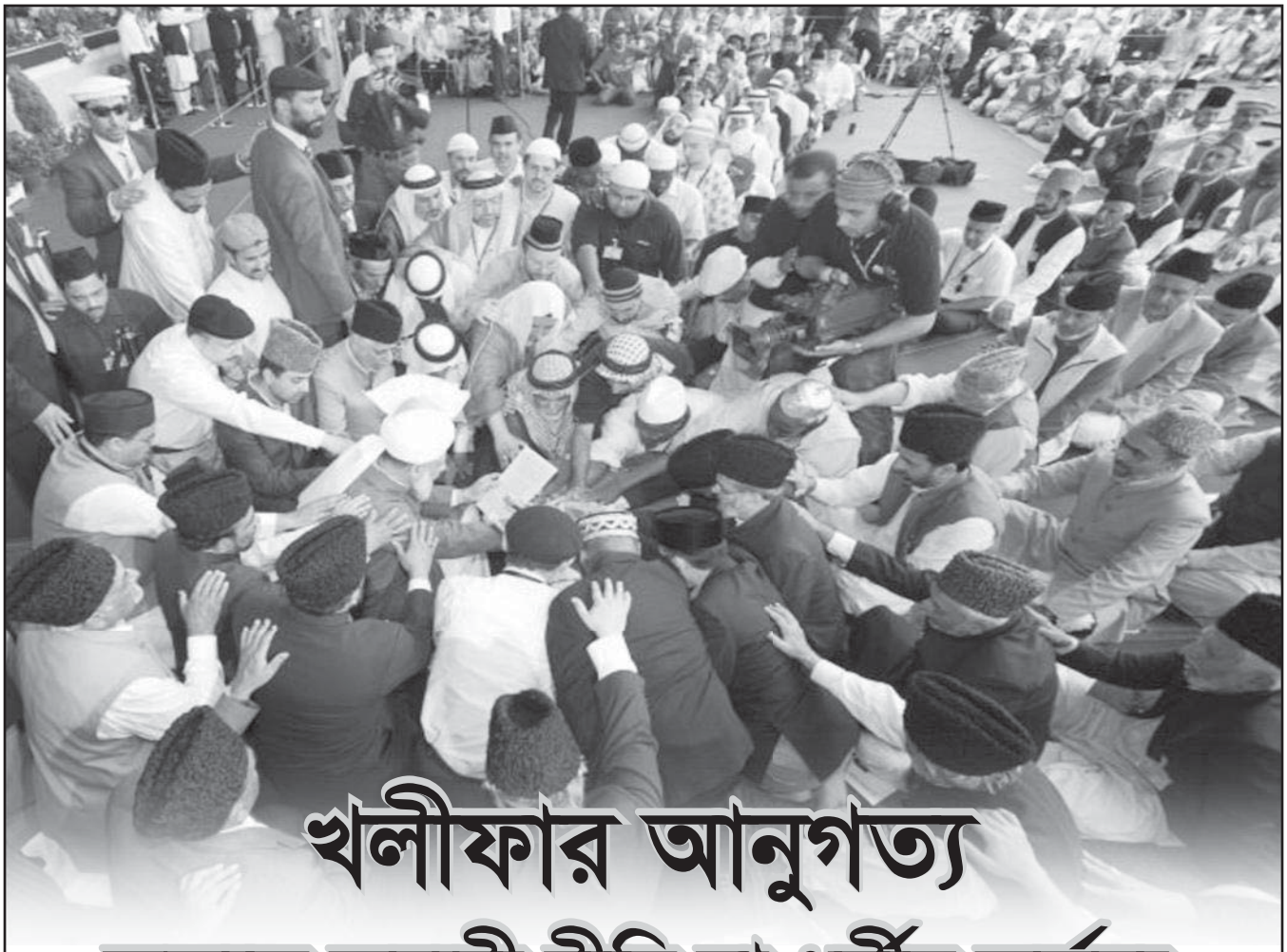

খলীফার আনুগত্য অত্যন্ত জরুরী দ্বীনি বা ধর্মীয় কর্তব্য

মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকী
প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, "হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য কর এ রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা আদেশ দেবার অধিকারী..." *(সূরাতুন নিসাঃ ৬০)*

তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আদেশ মেনে চল এবং যারা জামা'তী নেযামের মধ্যে আদেশ প্রদানের অধিকার রাখেন, যেমন- জামা'তের আমীর, তাদের আদেশ মেনে চল। এখানে যতদিন রাসূল জীবিত ছিলেন ততদিন তাঁর (আ.) আদেশ মেনেছ, তারপর তাঁর খলীফার আদেশকে সেভাবেই মেনে চলবে যেভাবে তাঁর আদেশ মেনে চলেছ।

আনুগত্য সম্পর্কে হাদীস শরীফেও অনেক কথা আছে। যেমন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, হযরত ইবনে ওমর (রা.) রেওয়ায়াত করেছেন, 'প্রত্যেক মুসলমানের ওপর (আদেশ)... শ্রবণ করা এবং মান্য করা ফরয, শোন ও মান। তা সে আদেশ তার ভাল লাগুক বা মন্দ লাগুক। তবে হ্যাঁ, যদি আদেশ শরীয়ত বিরোধী হয়, তাহলে আনুগত্য করবে না।" *(বুখারী)*

বাস্তব ঘটনা এই যে, ইমামকে মান্য করেই তো জামা'ত। ইমামের আদেশ মান্য করা যদি ফরয না হয়, প্রত্যেকের যদি স্বাধীনতা থাকে যে, চাইলে ইমামের আদেশ মানবে, চাইলে মানবে না, তাহলে তো আর জামা'ত থাকে না। যেমন গয়ের আহমদীদের কোন ইমামের আনুগত্যের সুযোগই আসে না, যা খুশি করে। বিশেষ করে দিনে পাঁচ বার বা-জামাত নামায ফরয করে এ শিক্ষাই দেয়া হয়েছে যে, ইমামের প্রতিটি আদেশ সবাইকে মানতে হবে। ইমাম ভুল করলেও মানতে হবে। হ্যাঁ, 'সুবহানাল্লাহ্' বলে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। কিন্তু ইমামের পেছনে নিয়্যত করে দাঁড়াতেই হবে। নতুবা নামায হবে না। পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে ইমামের পেছনে আদায় করা ফরয– নিজ মর্জি মত নিজ নিজ স্থানে নামায আদায় করা জায়েয হবে না। এখানে এর বেশি বলা যাচ্ছে না।

তারপর দেখুন, আঁ হযরত (সা.) কেমন সুস্পষ্ট করে বলেছেন, হযরত আবু হুরায়রাহ (রা.) রেওয়ায়াত করেছেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করেছে সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য

করেছে। আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হয়েছে, সে আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়েছে। যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করেছে সে আমার আনুগত্য করেছে। আর যে ব্যক্তি আমীরের অবাধ্য হয়েছে সে আমার অবাধ্য হয়েছে (সহী মুসলিম; কিতাবুল ইমারাহ)।

এখানে প্রত্যেক আমীরের আদেশ মান্য করাকে ফরয করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি কোন না কোন আমীরের অধীনে থাকবে। সুতরাং আল্লাহ্‌র রহমত, অনুগ্রহ, জামা'তের মধ্যে নিজেকে বেঁধে রাখার মধ্যে নিহিত রাখা হয়েছে। যত কষ্টই হোক, নিজকে জামা'তের নেযামের মধ্যে বেঁধে রাখতে হবে। যেমন বলা হয়েছে, "এবং তোমরা সকলে সমবেতভাবে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখ, পরস্পর বিভক্ত হয়ো না..." (সূরা আলে ইমরান ১০৪)। পুরো আয়াত পড়ে দেখুন। তারপর ইতিহাস দেখুন, আঁ হযরত (সা.) এর পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরাম কিভাবে হযরত আবু বকর (রা.) এর আনুগত্য করেছেন।

তারপর দেখুন, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর অনুসারীরা কি করেছেন? আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মাঝে খেলাফতে আহমদীয়া ইসলামীয়া কায়েম বা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া ১৯০৬ইং সনে কায়েম করেছিলেন হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর জীবদ্দশায়। সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার কর্মকর্তারা সেদিন প্রথম খলীফা হাজিউল হারামাইন হযরত মৌলভী নূরুদ্দিন, খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)- এর খেলাফত ও তাঁর মোকাম ও মর্যাদা সম্পর্কে যে রেজুলেশান পাশ করেছিলেন, সেখানে লিখেছিলেন,

"হযরত হাজী হেকিম নূরুদ্দিন সাহেব, যিনি আমাদের মাঝে সবচেয়ে বড় আলেম, সবচেয়ে মুত্তাকী এবং হযরত ইমাম [হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)] এর সবচেয়ে নিকটতম মুখলেস, পুরানো বন্ধু, যাঁর সম্পর্কে হযরত (আ.) লিখেছেন, তাঁর হাতে, হযরত আহমদ (আ.) এর নামে আমরা সকল আহমদীরা এখানে আজ যারা উপস্থিত এবং যারা ভবিষ্যতে সদস্য হবে, আমরা বয়আত করছি। এবং হযরত মৌলভী সাহেবের আদেশ নির্দেশসমূহ আমাদের জন্য ভবিষ্যতে এমনই হবে যেমন হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ মাহদীয়ে মাওহুদ (আ.)- এর আদেশ ছিল।"

সাহাবা (রা.) কেবল রেজুলিউশন করেনি, তার ওপর আমলও করেছেন। মধ্যযুগে একবার মৌলভী মোহাম্মদ আলী এম.এ সাহেব, খাজা কামাল উদ্দিন সাহেব এ্যাডভোকেট তারা কিছু কথাবার্তা এমন বলেছেন যার ফলে হযরত খলীফা আউয়াল (রা.) বিভিন্ন অঞ্চলের আহমদীদের ডেকে মজলিসে শূরা করেছেন। সকলের সামনে উপরোক্ত কয়েক জনকে দোষারোপ করেছেন এবং তারা খলীফা আউয়াল (রা.) আদেশক্রমে পুনরায় বয়াত করেছেন। এবং প্রথম বয়াতের মর্যাদা রক্ষা করেছেন। সুতরাং আঁ-হযরত (সা.) এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবায়ে কেরাম (রা.) আমাদের সামনে, 'শোন এবং মান্য কর' এ আদেশের উত্তম-নমুনা রেখে গেছেন। আমরা যদি আঁ হযরত (সা.)-এর খাঁটি উম্মত ও হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর জামা'তের সদস্য বলে গণ্য হতে চাই, তাহলে আমাদের উচিত হবে, আমাদের পূর্ব পুরুষদের সুন্নত বা আদর্শ বা নমুনাকে অনুসরণ করা। আমরা যদি সাহাবায়ে কেরামের পদাংক অনুসরণ না করি তাহলে কেউ আমাদেরকে আহমদী বলে গণ্য করবেন না। আল্লাহ্‌ও না রাসূল (সা.)-ও না।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার কয়েক দিন পরে ২১ মার্চ ১৯১৪ইং তারিখে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন যার শিরোনাম ছিল "কোন হ্যায় জো খোদাকে কাম কো রোক সাকে? এখানে তিনি আয়াত–

'ওয়া ইয কালা রাব্বুকা লিলমালায়িকাতি ইন্নি জায়ীলুন ফীল আরদি খালীফা' অর্থ,'এবং (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রভু ফিরিশতাগণকে বললেন, নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করতে যাচ্ছি' (সূরা বাকারা; ২:৩১)। পরে বললেন, এ আয়াত, এমন একটি আয়াত যাতে খেলাফত সংক্রান্ত সকল ঝগড়ার মীমাংসা হয়ে যায়। ...খুব ভাল করে স্মরণ রাখ, ***'খলীফা খোদা বানাতা হায়'-খোদা তা'লা খলীফা নির্বাচন করেন। মিথ্যাবাদী সে, যে বলে খলীফা মানুষের দ্বারা নির্বাচিত...।'*** তারপর পৃথক একস্থানে লিখেছেন, "সুতরাং জামাতের মধ্যে একতা (ঐক্য) এবং শরীয়তের নির্দেশাবলীকে কার্যকর করার জন্য একজন খলীফার উপস্থিতি জরুরী। যে ব্যক্তি এ কথাকে প্রত্যাখ্যান করে, সে এমনই, যে শরীয়তের নির্দেশাবলীকে প্রত্যাখ্যান করে। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এর ওপর আমল করে এ কথার সাক্ষী দিয়ে গেছেন। আহমদীয়া জামাতকে দিয়েও খোদা তা'লা এ কথার সত্যায়ন করেছেন। 'জামা'ত' অর্থ এই যে, একজন ইমামের অধীনে সবাই থাকবে। যারা কোন ইমামের আনুগত্য করে না, তারা 'জামাত' হতে পারে না। তাদের ওপর খোদা তা'লার সেই সব ফযল (অনুগ্রহ) কখনই নাযেল হতে পারে না, যা একটি জামা'তের ওপর হয়ে থাকে" (উক্ত প্রবন্ধের পৃঃ ৪)।

এতটুকুর মধ্যে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) নিজের জরুরী কথাগুলো বলে দিয়েছেন। তারপর সমস্ত বক্তৃতা ও কথাগুলো এর বিশদ ব্যাখ্যা। তারপর আরো লিখেছেন,

"এখন কেউ খেলাফতকে অস্বীকার করতে পারে না। বিশেষ করে এমন জাতি, যে জাতি নিজেদের কর্ম দিয়ে বিগত ৩ বছর পর্যন্ত খেলাফতের অর্থ করেছে। এখন খেলাফত সম্পর্কে গবেষণা করার তাদের কি অধিকার আছে? এখন যারা তেমন কিছু করবে, তাদের সম্পর্কে ধরে নিতে হবে, তারা খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালের হাতে যে বয়াত করেছিলো, তার মধ্যে মুনাফেকী ছিল...!" অর্থাৎ খলীফাকে মান্য করাই উত্তম ঈমানের পরিচয় বহন করে।

তারপর সেখানে হুযূর (রা.) আরো লিখেছেন, "...খোদা তা'লা তাঁর নির্বাচনে ভুল করেন না। এখন যদি পৃথিবীর সমস্ত মানুষ আমাকে গ্রহণ করে, তবুও আমার খেলাফত বড় হবে না। আর যদি (আল্লাহ্ না করুন) সবাই আমাকে পরিত্যাগ করে তবুও আমার খেলাফতের কোন পার্থক্য হবে না। নবী যেমন একাও নবীই থাকেন এবং তাঁকে নবীই বলা হয়। অনুরূপভাবে খলীফা একাও খলীফাই হন। অতএব, ধন্য (মোবারকবাদ) সে ব্যক্তি, যে খলীফার সিদ্ধান্ত মেনে চলে..."। *[কোন হ্যায় জো খোদাকে কাম কো রোক সাকে? পৃঃ ১০]*

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) লিখেছেন, "আমি অবশ্যই নবী নই, কিন্তু আমি তো নবুওয়াতের পদস্থলের ওপর, নবীর স্থলাভিসিক্ত হয়ে তাঁরই স্থলে দাঁড়িয়ে আছি। এমন প্রত্যেক ব্যক্তি, যে আমার আনুগত্যের বাইরে চলে যায়, সে নিশ্চয় নবী (আ.) এর আনুগত্যের বাইরে চলে যায়। ...আমার আনুগত্য, আমার অনুবর্তিতার মাঝেই তো আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও অনুবর্তিতা"। *(আল ফযল, ৪৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৭ইং, তারপর আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন, ২৩মে, ২০০৩ইং)*

২৭ মে, খেলাফত দিবস

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) লিখেছেন, "রাসূলের আনুগত্য, যার কথা এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, তা খলীফার আনুগত্য ছাড়া সম্ভব হয় না। কারণ রাসূলের আনুগত্যের আসল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে সকলকে এক কেন্দ্রবিন্দুতে একত্র করা, একতার বন্ধনে একত্র করা। সাহাবায়ে কেরামও নামায পড়তেন, মুসলমানেরাও নামায পড়ে। সাহাবারা (রা.) হজ্জ করতেন, মুসলমানেরা হজ্জ করে। তাহলে সাহাবা (রা.) এবং আজকের মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য কি? (একটাই পার্থক্য তা) এই যে, সাহাবায়ে কেরামের মাঝে নেযামের আনুগত্যের রূহ [উদ্দীপনা, উৎসাহ] পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করছিল। আঁ-হযরত (সা.) যখনই কোন আদেশ দিতেন, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সাথে সাথে সেই আদেশ মত আমল (কর্ম) করতে দাঁড়িয়ে যেতেন। কিন্তু আজকাল আনুগত্যের সে রূপ মুসলমানদের মধ্যে নাই। ...কারণ আনুগত্যের প্রবৃত্তি নেযাম ব্যতিরেকে সৃষ্টি হয় না। সুতরাং যেখানে খেলাফত থাকবে, সেখানে রাসূলের আনুগত্য থাকবে"। *(তফসীরে কবীর; সূরা নূর,পৃঃ ৩৬৯)*

সকল প্রকার মঙ্গল ইমামের আনুগত্যের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে:

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেছেন, "স্মরণ রাখ, ঈমান কোন একটি নির্দিষ্ট জিনিসের নাম নয়। বরং ঈমানের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'লার প্রতিষ্ঠিত প্রতিনিধির কণ্ঠস্বরে যে ভাষা বা ভাষণ উচ্চারিত হয়, উহার আনুগত্য ও অনুসরণ করা।... প্রত্যেকবার কোন ব্যক্তি যদি বলতে থাকে, আমি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর প্রতি ঈমান এনেছি; হাজার বারও যদি কেউ বলে, আমি আহমদীয়াতের বিশ্বাসী, খোদার দৃষ্টিতে তার এ দাবীর কোনই মূল্য হবে না– যতক্ষণ সে ব্যক্তি (আল্লাহ্‌র মনোনীত) সেই ব্যক্তির হাতে নিজের হাতকে ধরিয়ে না দেয় যার দ্বারা আল্লাহ্ তা'লা এ যুগে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান।

যতদিন এ জামা'তের প্রত্যেক ব্যক্তি উন্মাদের মত হয়ে তাঁর আনুগত্যে তাঁর অধীনে নিজ জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত না করবে, ততদিন পর্যন্ত সে কোন প্রকার সম্মানের অধিকারী হতে পারে না"।

(আল ফযল, ১৫ নভেম্বর, ১৯৪৬ইং)

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশে ছাত্র ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ-এ ৭ বছর মেয়াদী শাহেদ কোর্সে ৯ম ব্যাচে ভর্তিচ্ছুদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে। আগামী ১৫/০৫/২০১৪ তারিখের মধ্যে দরখাস্ত সেক্রেটারী বোর্ড অব গভর্ণরস, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ, ৪নং বকশী বাজার, ঢাকা বরাবর পৌঁছাতে হবে। আগামী ২১,২২,২৩ এবং ২৪ মে, ২০১৪ তারিখে ভর্তি-পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ্।

আবেদনকারীকে অবশ্যই ২০/০৫/২০১৪ তারিখ সোমবার জামেয়ার অফিস সেক্রেটারীর নিকট রিপোর্ট করতে হবে।

আবেদনকারীর যোগ্যতা ঃ

(১) এস.এস.সি/এইচ.এস.সি-তে উত্তীর্ণ হতে হবে এবং নূন্যতম "বি" গ্রেড থাকতে হবে। (২) এ বছর এইচ. এস.সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীরাও আবেদন করতে পারবেন। তবে এস.এস.সি-তে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে, (৩) ভাল স্বাস্থ্য ও মেডিকেল চেকআপে উত্তীর্ণ হতে হবে। (৪) সর্বোচ্চ বয়স সীমা, এস.এস.সি উত্তীর্ণদের জন্য ১৭ এবং এইচ.এস. সি উত্তীর্ণদের জন্য ১৯ বছর (৫) ওয়াকফে নও ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে অগ্রাধিকার পাবে (৬) কুরআন শুদ্ধভাবে পড়া অবশ্যই জানতে হবে, ধর্মীয় সাধারণ জ্ঞানে ভাল হতে হবে এবং জামাতি-বই পড়ার অভ্যাস থাকতে হবে (৭) জীবন উৎসর্গকারী হতে হবে (৯) আরবী, উর্দ্দূ ও ইংরেজী ভাল জানা থাকলে অগ্রাধিকার পাবে। (১০) বয়আত গ্রহণকারীর ক্ষেত্রে কমপক্ষে তিন বছর অতিক্রান্ত হতে হবে এবং এই তিন বছর জামা'তের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী হতে হবে। (১১) আবেদনকারীকে অবশ্যই খোদ্দামুল আহমদীয়ার স্থানীয় হতে কেন্দ্রীয় পর্যায়ের তালিম-তরবিয়তী ক্লাসে অংশগ্রহণকারী হতে হবে। (১২) ভর্তির জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও এপ্টিচিউড-এ ভাল ফলাফল করতে হবে। (১৩) আবেদন পত্রে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী অবশ্যই থাকতে হবে- অন্যথায় আবেদন পত্র গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

আবেদনকারীর সঠিক ঠিকানা এবং বাড়ির অথবা জামা'তের ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ করতে হবে। (ক) নিজের নাম (খ) পিতার নাম (গ) মাতার নাম (ঘ) জন্ম তারিখ এবং বয়আতগ্রহণকারী হলে বয়আতের তারিখ (ঙ) শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট এর সত্যায়িত ফটো কপি (চ) নিজ হস্তে আবেদন পত্র লিখতে হবে। (ছ) স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্টের সত্যায়ন থাকতে হবে (জ) জামা'তি/মজলিসি চাঁদা পরিশোধ রয়েছে মর্মে স্থানীয় সেক্রেটারী মাল/নাযেম মালের সার্টিফিকেট থাকতে হবে (ঝ) ওয়াকফে নও হলে নম্বর উল্লেখ করতে হবে (ঞ) অন্য কোন বিশেষ-যোগ্যতা থাকলে তা উল্লেখ করতে পারেন (ট) জামা'তের এমন দু'জন বিশেষ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতে হবে, যিনি আপনার সম্বন্ধে ভাল করে জানেন (ঠ) জামা'তের কোন বুযুর্গ (মৃত বা জীবিত) এর সাথে যদি আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে, তবে তা উল্লেখ করুন।

বি. দ্র. প্রত্যেক স্থানীয়-জামা'তে জুমুআর নামাযে একাধিক দিন সার্কুলারটি এলান এবং নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শনের অনুরোধ করছি। প্রয়োজনে যোগাযোগ করার মোবাইল নম্বর ০১৬৭৭৪৮৬৩৫৯, ০১৭৫৫৫৬৫৩০৯, ০১৯২২০২৪৫৯১ অথবা ০১১৯১৩৬৩৪১৮।

সেক্রেটারী
বোর্ড অব গভর্ণরস
জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ
৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

২৭ মে, খেলাফত দিবস

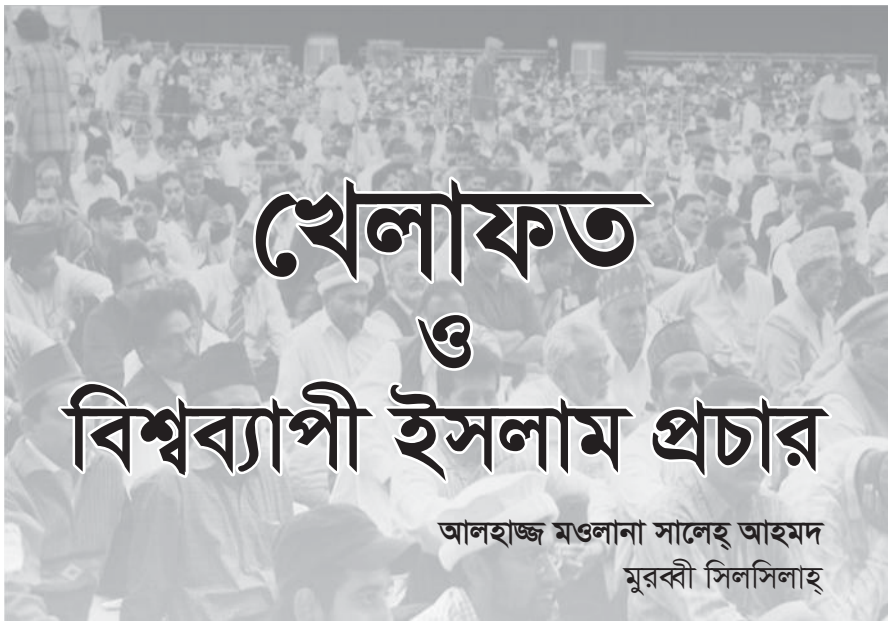

খেলাফত ও বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

"তোমাদের মাঝে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদের সাথে ওয়াদা করেছেন, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করবেন যেরূপে তিনি তাদের পূর্ববর্তীগণকে খলীফা নিযুক্ত করেছিলেন এবং নিশ্চয় তিনি তাদের সেই দ্বীনকে সুদৃঢ় করবেন যাকে তিনি তাদের জন্যে মনোনীত করেছেন এবং নিশ্চয় তিনি তাদের ভয়-ভীতির অবস্থার পর তা তাদের জন্যে শান্তিতে পরিবর্তন করে দিবেন। তারা আমার ইবাদত করবে এবং কোন বস্তুকে আমার সাথে শরীক করবে না। এরপর যারা অস্বীকার করবে, তারা দুষ্কৃতিপরায়ণ বলে সাব্যস্ত হবে।" (সূরা নূর ঃ ৫৬)

আমি সূরা নূরের যে আয়াতটি আমি তুলে ধরেছি, এতে আল্লাহ্ তা'লা উম্মতে মুহাম্মদীয়া-কে খেলাফত প্রদানের অঙ্গীকার করেছেন। খোদা তা'লা দুই প্রকারে শক্তি ও মহিমা প্রকাশ করে থাকেন। প্রথমত: নবীগণের দ্বারা তাঁর শক্তির এক হস্ত প্রদর্শন করেন। দ্বিতীয়ত: অপর হস্ত এরূপ সময় প্রদর্শন করেন, যখন নবীর মৃত্যুর পর বিপদাবলী উপস্থিত হয় এবং নবীর বিরুদ্ধবাদীরা মনে করতে শুরু করে যে, নবীর কাজ বিফলে গেছে, আল্লাহ্‌র নবীর দ্বারা গঠিত জামা'ত বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এমন কি নবীর জামা'তের লোকজনও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে, তাদের কটীদেশ ভেঙ্গে যায় এবং কোন কোন দুর্ভাগা মূর্তাদ হয়ে যায়। এমন সময়ে খোদা তা'লা দ্বিতীয় বার আপন মহাশক্তির প্রকাশ করেন এবং পতনোম্মুখ জামা'তকে রক্ষা করেন। উপরোক্ত আয়াতটিতে আল্লাহ্ তা'লা উম্মতে মুহাম্মদীয়ার সাথে এ বিষয়েরই অঙ্গীকার করেছেন। আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারগুলি হল–ঈমান ও আমলে সালেহ থাকলে (১)আমি তোমাদেরকে খেলাফত প্রদান করবো, (২) আমি তোমাদের দ্বীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবো, এবং (৩) তোমাদের ভয়-ভীতির অবসান ঘটিয়ে তোমাদের মাঝে শান্তি ফিরিয়ে দেব।

ইসলামের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, খোদা তা'লা তাঁর এই অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন। একটু স্মরণ করুন সে সময়কে, যখন আঁ হযরত (সা.) ইন্তেকাল করেছেন, সাহাবারা শোকে উন্মাদের ন্যায় হয়ে পড়েছিলেন। আর হযরত উমর (রা.) খোলা তরবারি হাতে নিয়ে বলছিলেন, যে-ই বলবে আঁ হুযূর (সা.) মারা গেছেন, আমি তার শিরোচ্ছেদ করব। এমন সময় আল্লাহ্ তা'লা এক দুর্বল বৃদ্ধ হযরত আবু বকর (রা.) এর মাধ্যমে তাঁর দ্বিতীয় মহাশক্তির বিকাশ ঘটালেন। সাহাবারা দেখতেন, কোমল হৃদয়ের অধিকারী এই দূর্বল বৃদ্ধ কথায় কথায় কেঁদে ফেলতেন। কিন্তু যখন খোদা তা'লা তাঁকে খেলাফতের মসনদে বসালেন, তখন এই দুর্বল বৃদ্ধ এক শক্তিশালী ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হলেন। বহু লোক তখন মূর্তাদ হয়ে গিয়েছিল। মদীনার ওপর আক্রমণের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছিল। হযরত উসামার নেতৃত্বে হযরত আবু বকর (রা.) ইসলামী সেনাদলকে রওয়ানা হওয়ার আদেশ দিলেন। সাহাবারা বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন! মদীনা আক্রান্ত হতে যাচ্ছে, এ সময়ে এই ইসলামী সেনাদল বাহিরে না পাঠালে ভাল হয়। সাহাবাদের সেই অনুরোধের উত্তরে হযরত আবু বকর (রা.) এর উক্তিটি মনে রাখার মতো।

তিনি খোদার দেয়া প্রতিশ্রুতির সাহসে বলীয়ান হয়ে বললেন, "খোদার কসম! মদীনার অলিতে গলিতে যদি মুসলমান নারী ও শিশুদের মরদেহও বন্য-পশুরা টেনে-হেঁচড়ে ফিরে, তবুও আমি এ সিদ্ধান্ত বদলাবো না"।

এই মনোবল, এই নেতৃত্ব, এই সাহস এবং ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার এই প্রেরণা একমাত্র খোদার নেয়ামত খেলাফতের জন্যেই তিনি অর্জন করেছিলেন। আর এভাবে খেলাফতের মাধ্যমেই ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে ও ভয়ভীতির অবসান ঘটাতে খোদার যে অঙ্গীকার, তা অত্যন্ত জোড়ালোভাবে পূর্ণতা লাভ করে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তা'লা খোলাফায়ে রাশেদীন দ্বারা ইসলামের প্রচারকে বিস্তৃতি দান করেন। খোলাফায়ে রাশেদীনদের ইসলাম প্রচার ও প্রসারতা দানের প্রেরণার ফলে বিশাল পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্য পদানত হলো এবং পূর্বে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রান্তসীমা এবং পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরীয় ও আটলান্টিক উপকুল-ভাগ পর্যন্ত ইসলাম মানুষের হৃদয় জয় করলো। পবিত্র কুরআনের ওয়াদানুযায়ী ইসলামের প্রচার, প্রসার ও সু-প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ণ-নিদর্শন জগৎ প্রত্যক্ষ করলো। ইসলামের পতাকা মধ্য-গগনে পত পত করে উড়তে লাগলো। কিন্তু দুর্ভাগ্য মুসলমানদের। খেলাফতের আঁচলকে তারা ছেড়ে দেয়। হযরত রসূল করীম (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ইসলামী-জগতে রাজতন্ত্র ও পরে অন্ধকারের যুগ জেঁকে বসে। এই অন্ধকার যুগের পর এক প্রতিশ্রুত প্রভাতও ছিল, আর এই সুসংবাদও ছিল ***'সুম্মা তাকুনু খেলাফাতুন আলা মিনহাযিন নবুওয়াত'*** অর্থাৎ এরপর নবুওয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে।

আর সেই ***'খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়ত'***-এর যুগে, খেলাফতের সবচেয়ে বড় কল্যাণ ইসলামের পুণরায় বিজয় লাভ করার দৃশ্য বিশ্ববাসী দেখবার অপেক্ষায় ছিল। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে দেয়া সুসংবাদ অনুযায়ী তাঁর খাদেম ও সেবক ও খলীফাতুল্লাহ্ হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) কে প্রেরণ করলেন, যার কাজ হলো সমগ্র বিশ্ববাসীকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে একত্রিত করা। কিন্তু খোদার বাণী ***'পরিতাপ বান্দাদের জন্য, যখনই তাদের কাছে কোন রসূল এসেছে, তারা তার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ-করেছে'*** অনুযায়ী তার (আ.) বিরোধিতা শুরু হলো।

২৭ মে, খেলাফত দিবস

বিরোধিতার সেই চরম মূহূর্তে তিনি ঘোষণা দিলেন, আমি দৃঢ়তা ও সংকল্পের সাথে বলছি যে, আমি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং খোদার কৃপায় এ ময়দানে আমারই জয় হবে। আমি অন্তর্দৃষ্টির শক্তি দ্বারা সমগ্র পৃথিবীকে আমার পদতলে দেখছি। সে সময় অতি নিকটে যখন আমি একটি মহান বিজয় লাভ করবো।

কেননা আমার মুখের কথার সমর্থনে আরো একজন বলে যাচ্ছেন। কখনও মনে করো না যে খোদা তা'লা তোমাদেরকে বিনষ্ট করবেন। তোমরা খোদার স্বহস্তে-রোপিত এক বীজ বিশেষ, যা পৃথিবীতে বপন করা হয়েছে। খোদা তা'লা বলেছেন, এই বীজ বর্ধিত হবে, পুষ্প প্রদান করবে, এর শাখা প্রশাখা চারিদিকে প্রসারিত হবে এবং এটি মহামহীরূহে পরিণত হবে। একদিকে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর এইরূপ ঘোষণা, অপর দিকে খৃষ্টানদের দাবী আমরা আফ্রিকা থেকে উঠবো এবং অচিরেই মক্কায় যিশু খৃষ্টের পতাকা উত্তোলন করব। খৃষ্ট সমাজ, আর্য সমাজ, হিন্দু, শিখ এবং অন্যান্য বিরুদ্ধবাদীদের সম্মিলিত শক্তি তাঁর ওপর চড়াও হলো। সূরা নূরের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিনি কুরআনের ঐশী আলো দ্বারা বিরুদ্ধবাদীদেরকে নিস্তব্ধ করে দিলেন। কী আর্য সমাজ, হিন্দু ও খৃষ্টান! সবাই কুরআনের নূরের সামনে পরাস্ত হলো। খৃষ্টীয় জগতে ভূকম্পন শুরু হলো, সকলের পায়ের নীচের মাটি সরে গেল। ইসলামের নিভু নিভু প্রদীপ এর পর 'নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে' এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার কারণে দীপ্তিমান সূর্যে রূপান্তরিত হলো।

তিনি অসংখ্য চিঠি পত্র, ওয়াজ নসীহত, ৮৮টি পুস্তক (আরবী ফার্সি ও উর্দু ভাষায়) রচনা এবং মুবাল্লেগদের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের নব আন্দোলনের সূচনা করলেন। তাঁর কর্ম সম্পাদন করে তিনি ইন্তেকাল করলেন। তাঁর মৃত্যুতে বিরুদ্ধবাদীগণ তাঁর সম্বন্ধে বহু লেখালেখি করল। একজন কট্টর বিরুদ্ধবাদী লিখলো, তিনি এক অতি মহান নেতা ছিলেন, তাঁর লেখা ও কথার মধ্যে যাদু ছিল। তাঁর মস্তিষ্ক ছিল বিস্ময়। তাঁর দৃষ্টি ছিল প্রলয়স্বরূপ এবং কণ্ঠস্বর কিয়ামত সদৃশ। তাঁর অঙ্গুলি সংকেতে বিপপ্লব উপস্থিত হতো। তাঁর দু'টি মুষ্টি বিজলীর ব্যাটারীর মত ছিল। তিনি ত্রিশ বছর যাবত ধর্ম জগতে ভূমিকম্প ও তুফানের ন্যায় বিরাজমান ছিলেন। তিনি প্রলয়বিষান হয়ে নিদ্রিতগণকে জাগ্রত করতেন। ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবেলায় তিনি একজন বিজয়ী জেনারেলের কর্তব্য সম্পাদন করেছেন।

তাঁর ইন্তেকালের পর আল্লাহ্ তা'লা ***সুম্মা তাকুনূ খেলাফাতুন আলা মিনহাজিন নবুওয়ত*** অনুযায়ী হযরত হেকীম মাওলানা নূরুদ্দীন (রা.) কে খলীফা রূপে দাঁড় করালেন। তাঁর খেলাফতের অবস্থাও হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এর সময়কার মতো ছিল। তার জন্যও খোদার অভয়-বাণী ছিল–নিশ্চয় তিনি তাদের ভয়-ভীতির অবস্থার পর তা তাদের জন্য শান্তিতে পরিণত করে দিবেন। খোদা তা'লা মু'মিনদের হৃদয়কে একত্রিত করে দিলেন। তিনি ঘোষণা দিলেন, "খোদার প্রত্যাদিষ্টের এই অঙ্গিকার রয়েছে, খোদা তা'লা তাঁর এই জামা'তকে কখনও নষ্ট করবেন না। তাঁর মহিমা ও শক্তি চিন্তারও অতীত , তাঁর দৃষ্টি অসীম। তোমরা বয়আতের হক তো আদায় কর! আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়ালের যুগে খেলাফতের কল্যাণ দ্বারা ইসলাম দূর-প্রাচ্যে, ইউরোপ ও আমেরিকার বুকে আরও সু-প্রতিষ্ঠিত হলো। বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের এক নব-দিগন্তের সূচনা হলো।

তাঁর ইন্তেকালের পর হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদকে মাত্র ২৫ বছর বয়সে খোদা তা'লা খেলাফতের মসনদে বসালেন। দুনিয়া বললো, একেতো ছোট্ট বালক, আর বিশ্বকে খেলাফতের কল্যাণে আশিস মন্ডিত করা (!) তদুপরি বিশ্বব্যাপী ইসলামের জয়ের আকাঙ্খাও! এই জামাততো শেষ হয়েই যাবে। শয়তানী-শক্তি একের পর এক আক্রমণ করতে লাগলো, যাতে করে খোদার হস্তে রোপিত এই বৃক্ষের মূল উৎপাটিত হয়ে যায়। কিন্তু খোদা তা'লা তো এই জেনারেলের পিছনে দন্ডায়মান। খোদার ফেরশ্‌তারা তার সাহায্যে একত্রিত। দেখতে দেখতে ঐ সকল ফুঁৎকার, যা খোদার প্রদীপ খেলাফতকে নিভাতে ঝড়ো গতিতে বইতে শুরু করেছিল, নিস্তব্ধ হয়ে গেল। তিনি ঘোষণা দিলেন, আমাদের জামাতের উন্নতির যুগ খোদা তা'লার ফজলে নিকটবর্তী। সেদিন দূরে নয়, যেদিন দলে দলে লোক এই জামাতে প্রবেশ করবে। সেদিন নিকটে, যখন গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর আহমদী হয়ে যাবে।

দেখ আমি একজন মানুষ এবং আমার পরে যে আসবে সেও মানুষই হবে, যার যুগে এই বিজয় সম্পাদিত হবে। একদিকে বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে রত খেলাফতে আহমদীয়া সমগ্র বিশ্বে ***লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্-র*** বাণী দ্বারা অংশীবাদিত্ব ও ত্রিত্ববাদের মায়াজাল থেকে মুক্ত করে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পতাকা তলে একত্রিত করছে, আর অপরদিকে বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের আন্দোলন ও খেলাফতকে নিস্তব্ধ করার জন্য ১৯৩৪ সনে এ আওয়াজ উচ্চারিত হলো যে, কাদিয়ানের প্রতিটি ইট খসিয়ে নেব, এবং সারা পৃথিবীতে একজনও আহমদী থাকবে না।

খোদা তা'লা, যিনি ***'খায়রুল মাকেরীন'***, তিনিও পরিকল্পনা করলেন যে, বিরুদ্ধবাদীদের প্রতিটি ফুঁৎকারের বদলে হাজার হাজার নেক প্রকৃতির লোকদেরকে মুহাম্মদীয় পতাকা তলে একত্রিত করবেন। খলীফা, যার কাজ সমগ্র বিশ্বে ইসলামের সুমহান-বাণী ছড়িয়ে দেওয়া, বজ্রনিনাদে তিনি ঘোষণা দিলেন, এখন খোদা তা'লার ডঙ্কা পূর্ণোদ্যমে বাজতে প্রস্তুত। হ্যাঁ তোমাদিগকে! হ্যাঁ তোমাদিগকে! হ্যাঁ তোমাদিগকেই খোদা তা'লা আবার তাঁর ডঙ্কা বাজানোর দায়িত্ব অর্পন করেছেন।

হে ঐশী রাজত্বের বংশী বাদকগণ!হে ঐশী রাজত্বের বংশী বাদকগণ! হে ঐশী রাজত্বের বংশী বাদকগণ! এই ডঙ্কায় আবার এত জোড়ে আঘাত হান, যেন দুনিয়ার কর্ণ বিদীর্ন হয়ে যায়। আর একবার নিজেদের রক্ত এই শিঙ্গায় ভরে দাও, যেন আরশের স্তম্ভগুলি নড়ে উঠে এবং ফিরিশতাগণও কেঁপে উঠে, যাতে করে তোমাদের বেদনাদায়ক চিৎকারে এবং তোমাদের নারায়ে তকবীর এবং নারায়ে শাহাদাতে তাওহীদের কারণে আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীতে অবতরণ করেন। খোদা তা'লার বাদশাহাত যেন এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। সোজা চলে এসো, আর খোদার সৈন্য-দলে ভর্তি হয়ে যাও।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর রাজত্ব আজ মসীহ কেড়ে নিয়েছে, তোমরা মসীহ্‌র থেকে সেই রাজত্ব উদ্ধার করে মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর সামনে পেশ করবে। এবং মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) খোদার সামনে পেশ করবেন। খেলাফতের এই ডাকে হাজার হাজার হৃদয় 'লাব্বায়েক লাব্বায়েক' বলে এগিয়ে এল এবং তওহীদের পতাকা হাতে নিয়ে হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) এর গোলামগণ সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লো। ১৯৫৩ সন এলো। আবারো খোদার প্রদীপকে মেটানোর চেষ্টা করা হলো। কিন্তু খোদা তা'লা তা-ও বানচাল করে দিলেন। তাঁর ৫২ বছর ব্যাপী খেলাফতের এই যুগটির প্রতিটি মূহূর্ত বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের জন্য নিবেদিত ছিল। বিশদ বিবরণ দান করা এখানে অসম্ভব, তাই বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের এক ঝলকই আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

২৭ মে, খেলাফত দিবস

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয়-খেলাফতের এই যুগে ১০০টিরও অধিক শিক্ষামূলক, আধ্যাত্মিক ও তরবিয়তী তাহরীক এই মহান খলীফা করেছেন, যার মধ্যে অন্যতম ওয়াকেফীনে তাহরীকে জাদীদ, ওয়াকফে জদীদ, বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন-খুদ্দামুল আহমদীয়া, আতফালুল আহমদীয়া, আনসারুল্লাহ্, লাজনা ইমাইল্লাহ্। এগুলোর সুদূর-প্রসারী ফল আজ জামাত পাচ্ছে ও আগামীতেও পেতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ। এ মহান খেলাফত কালে উপমহাদেশের বাইরে তিনশ এগারোটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে, বিদেশে ৪২টি নতুন তবলীগি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে, ১৬টি ভাষায় পূর্ণাঙ্গ কুরআনের অনুবাদ প্রকাশ, ২৪টি দেশে ৭৪টি শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত, ৪০টি পত্রপত্রিকা ইসলাম প্রচার ও তরবিয়তের জন্য চালু হয়েছে। এই মহান খলীফা ইসলামের সপক্ষে ২২৫টি বই রচনা করেন। ১৬৪ জন ওয়াকেফীন-এ-জিন্দেগী দ্বারা বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের কাজ চালিয়ে যান এবং ১০ হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী কুরআন মজীদের এক অনন্য তফসীরও লিখেন।

খেলাফতের এই যুগে বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের ফলে ত্রিত্ববাদের কেন্দ্রস্থল ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় আল্লাহু আকবার আওয়াজ উচ্চারিত হতে শুরু করে। স্পেনে মুসলমানদের হারানো-গৌরবকে ফিরিয়ে আনার জন্য তবলীগি-কেন্দ্র স্থাপন করেন। আফ্রিকায় যেখানে ক্রুশের পতাকা উড়ছিল, সেখানে ইসলামী ঝান্ডা উড্ডীন হওয়ার জন্য মুবাল্লেগদেরকে সেখানে প্রেরণ করলেন, যারা স্বল্প সময়ে ক্রশকে চূর্ণ বিচূর্ণ করতে শুরু করলো। বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের এ ইতিহাস তো অনেক ব্যাপকতর বর্ণনা যা এই স্বল্প পরিসরে অসম্ভব হবে। তবে দু'টি উদ্ধৃতি দ্বারা খেলাফতের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের যে গতিকে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণ অনুধাবন করেছে, তা তুলে ধরছি। হেগ নগরীতে মসজিদ উদ্বোধনের সময় ইউরোপের পত্রিকাগুলোতে এ খবর ছাপা হয় :–

এই মসজিদটি কায়রো বা করাচীর নয় বরং হেগ নগরীর। ইসলাম ইউরোপের ওপর দু'বার আক্রমণ চালায়। প্রথম বার খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে, যখন তারা স্পেনের শাসক ছিল। দ্বিতীয়বার তুর্কীগণ ১৬শ শতাব্দীতে ইউরোপের ওপর আক্রমণ চালায় এবং ওয়ারশো পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কিন্তু উভয় বারই আমরা স্বীয় বাহুবলে মুসলমানদের সাথে মোকাবেলা করে ইউরোপ হতে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু এবার যে আক্রমণ ইউরোপের ওপর করা হয়েছে, তা আধ্যাত্মিক এবং তা মানব হৃদয়ের ওপর আক্রমণ, জাগতিক আক্রমণ নয়। বর্তমানে খৃষ্ট ধর্মের মধ্যে কি এতখানি আধ্যাত্মিক শক্তি আছে, যদ্বারা তারা এর মোকাবেলা করতে পারে?

আর একটি মন্তব্য আফ্রিকা সম্বন্ধে দেখুন–আফ্রিকাতে, বিশেষ করে ঘানার উপকূলবর্তী এলাকায় আহমদীয়া মতবাদ দ্রুত-গতিতে বিস্তার লাভ করছে। শীঘ্র ঘানার সকল অধিবাসীদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার আশা-নিরাশায় পর্যবসিত হবে। এই বিপদ চিন্তাতীত রূপে বড়। যেহেতু শিক্ষিত যুবকদের একটি উল্লেখযোগ্য দল আহমদীয়াতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে, তাই নিশ্চয় এটা খৃষ্ট ধর্মের জন্য এক প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ। ঠিক করে এটা বলা যায় না, ক্রুশ অথবা হেলাল-কে আফ্রিকাকে শাসন করবে!

আর আজ, এই ফয়সালা হয়ে গিয়েছে যে আফ্রিকা হেলাল অর্থাৎ ইসলাম শাসন করবে। এরূপই হওয়ার কথা ছিল। কেননা খেলাফতের মাধ্যমে ***'লে ইউযহেরাহু আলাদদ্বীনে কুল্লেহি'***-এর দৃশ্য পৃথিবীর অবলোকন করার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এর ইন্তেকালের পর বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার ও তরবিয়তের দায়িত্ব ন্যস্ত হয় হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহেঃ) এর স্কন্ধে। তাঁর খেলাফতের ১৭ বছর কালে বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার ও প্রসার যেভাবে ঘটেছে, তার বর্ণনার জন্য এক যুগের প্রয়োজন। এই খেলাফত কালে বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারকে বাধা দেওয়ার জন্য বহু বাধা-বিপত্তি আসে, যার মধ্যে ১৯৭৪ সালে পাকিস্তানে আহমদীদেরকে 'নট মুসলিম' আখ্যা দেওয়া অন্যতম। বলা হলো, আহমদীদেরকে পথের ভিখারী করে ভিক্ষার পাত্র ধরিয়ে দিবে। কিন্তু খোদার বিধান অমোঘ। ঘটনা হলো 'আল্লাহ্‌র দল অবশ্যই বিজয় লাভ করবে' এর পূর্ণতা আবার বিশ্ববাসী অবলোকন করলো। কোথায় সেই ভুট্টো? কোথায় তার দাবী? আহমদীয়াত বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে আগের চাইতেও দ্রুত গতিতে অগ্রসর হতে লাগলো। তাঁর খেলাফত কালে প্রায় তিন শত মুবাল্লেগ বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত হয়ে লক্ষ লক্ষ লোককে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে নিয়ে আসে। তিনি সাত বার ইউরোপ ও আফ্রিকাতে তবলীগি সফর করেন। তাঁর খেলাফত কালে পঞ্চাশেরও অধিক ভাষায় কুরআনের পূর্ণাঙ্গীন অনুবাদ ও ছাপাবার প্রক্রিয়া শুরু হয়। নূসরত জাঁহা রিজার্ভ ফান্ডের অধীনে বিশেষ করে আফ্রিকাতে শিক্ষা ও চিকিৎসার জন্য ওয়াকেফীন ডাক্তার ও শিক্ষক প্রেরিত হয়। তাঁর আমলে ডেনমার্কের কোপেন হেগেনে প্রথম মসজিদ নির্মিত হয় এবং স্পেন হতে মুসলমানদের বিতাড়িত হওয়ার সাতশ বছর পর সেখানে প্রথম মসজিদের ভিত্তি-প্রস্তর রাখা হয়। তাঁর খেলাফত কালে ৩৭০টির মতো নতুন মসজিদ নির্মিত হয়। ১৯৭৮ সালে ত্রিত্ববাদের প্রাণ-কেন্দ্র ইংল্যান্ড এ ***'কসরে সলিব কনফারেন্স'*** (ক্রশ ধ্বংস হওয়া বিষয়ক সম্মেলন) অনুষ্ঠিত হয়। প্রেস ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে এবং সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকায় এই কনফারেন্সের বহু চর্চা হয়। এভাবে দাজ্জালী ফেৎনা থেকে বিশ্বকে মুক্ত করে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় একত্রিত করার মহান কাজ সম্পাদিত হয়।

রাবওয়ার সর্ববৃহৎ মসজিদ, মসজিদে আকসা তাঁর খেলাফত কালে নির্মিত হয়। অডিও ভিডিওর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে কাজ তার যুগেই শুরু হয়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) এর ইন্তেকালের পর হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) খেলাফতের মসনদে আসীন হোন। আহমদীয়াতের প্রসার ও বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের সফলতা দেখে ***'নারে আবু লাহাব'*** অর্থাৎ আবু লাহাবের আগুন প্রচন্ডভাবে প্রজ্জ্বলিত হয়। ***'আল কুফরো মিল্লাতে ওয়াহেদা'*** হয়ে বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের দ্বার রুদ্ধ করা সহ আহমদীয়াতকে মিটিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর হয়। ঘোষণা দেওয়া হলো, পৃথিবী হতে এ ক্যান্সারকে উৎপাটিত করে দেওয়া হবে। পাকিস্তানে প্রচলিত হলো জেনারেল জিয়াউল হকের কুখ্যাত ২৯৫ (গ) ধারা, যার মাধ্যমে প্রত্যেক আহমদীর ওপর, কালেমা, নামায ও কুরআন পাঠের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হলো। খেলাফত হতে ডাক এলো, ***আজ যখন কালেমার ওপর এই নাপাক হামলা করা হয়েছে, তখন আমি ইসলামী জাহানকে সম্বোধন করে বলছি, আজ প্যালেষ্টাইনের প্রশ্ন নয়, জেরুযালেমের প্রশ্ন নয়, মক্কা মুকাররমার প্রশ্ন নয়, আজ ঐ এক, অদ্বিতীয় খোদার ইজ্জত ও প্রতাপের প্রশ্ন, যার নামের দরুন এই মাটির শহরগুলি মর্যাদা লাভ করেছিল। আজ তাঁর একত্বের ওপর আক্রমণ করা হয়েছে। আজ মক্কা মদীনার প্রশ্ন নয়, আজ আমাদের প্রভূ ও মওলা মক্কা মদীনার বাদশাহের মান মর্যাদার প্রশ্ন.....সুতরাং প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের গর্ভ হতে আজ যে অপবিত্র আন্দোলনের জন্ম হয়েছে, তার জন্য সে এই***

পৃথিবীতেও দায়ী থাকবে এবং কিয়ামতের দিনও দায়ী থাকবে, অতঃপর পৃথিবীর কোন শক্তি তাকে রক্ষা করতে পারবে না। কেননা আজ সে খোদার ইজ্জত ও প্রতাপের ওপর আক্রমণ করেছে। আজ সে মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) এর নামের ওপর আক্রমণ করেছে। আহমদীরা প্রস্তুত আছে। তারা কলেমার হেফাজতের জন্য নিজেদের সবকিছু ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে এবং তারা এ হতে এক ইঞ্চিও পিছু হটবে না।

বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার ও বিশ্ববাসীকে সত্য চিনে নিতে তিনি (রাহে.) মুবাহালার চ্যালেঞ্জ দিলেন। দেখতে দেখতে বিরুদ্ধবাদীদের হোতা জিয়াউল হক নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান হয়ে উঠলো। তিনি আহমদীদেরকে সম্বোধন করে বললেন, দৃঢ়-সংকল্প, দৃঢ়-বিশ্বাস ও পরম আনন্দের সাথে অগ্রসর হও, তবলীগের যে জ্যোতি আমার মাওলা আমার অন্তরে জ্বেলেছেন এবং আজ সহস্র সহস্র অন্তরে যে শিখা প্রজ্জলিত, তা নিভতে দিবেন না, তা নিভতে দিবেন না। আপনাদেরকে এক অদ্বিতীয় খোদার কসম, একে নিভতে দিবেন না। এই পবিত্র আমানতের হেফাজত করুন। আমি মহামহিম খোদার নামে শপথ করে বলছি যদি আপনারা এই আমানতের বিশ্বস্ত-বাহক হয়ে যান, তাহলে খোদা তা'লা একে কখনও নিভতে দিবেন না। এর শিখা উন্নত ও উচ্চতর হতে থাকবে এবং সমগ্র ভু-পৃষ্ঠ ঘিরে ফেলবে। সমস্ত অন্ধকারকে আলোকমালায় পরিবর্তিত করে দিবে। খেলাফতের এই ডাকে আহমদীরা ***লাব্বায়েক*** বলে দৌড়ে এগিয়ে এলো এবং তাঁর খেলাফতের ১১ বছরেই এর প্রভাত অবিস্মরণীয় বিজয়ের দিনে রূপান্তরিত হলো।

এই এগারো বছরে ৯১টি দেশের স্থলে ১৮৭টি দেশে আহমদীয়াত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই এগারো বছরে পাকিস্তানের বাইরে ৫,৬১৭টি জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকায় ৫২৫টি ইসলামী কেন্দ্রের সংযোজন হয়েছে। ৮১১জন মুবাল্লেগ বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত হয়েছে। আফ্রিকার কয়েকটি দেশে এবং রাশিয়াতে রেডিও দ্বারা ইসলাম প্রচারের কাজ চলছে। কয়েদীদের মাঝে তবলীগের ফলে ৪২২জন কয়েদী প্রকৃত-ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাঁর যুগে সাতশ বছর পর স্পেনে প্রথম মসজিদ নির্মিত হয়। অনুরূপভাবে কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা ও জার্মানিতে বড় বড় মসজিদ নির্মিত হয়। ১০০টি ভাষায় কুরআনের পূর্ণাঙ্গীন অনুবাদের কাজ হাতে নেওয়া হয়। ইসমাঈলি কুরবানীকে সামনে রেখে তিনি (রাহে.) ***ওয়াকেফীন নও*** স্কীম চালু করেন। এসকল ওয়াকেফীনে নওদেরকে ইসলামী আদর্শে গড়ে তোলার পর বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের বিশাল কর্মযজ্ঞ সাধিত হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ্ তা'লা খেলাফতের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের ফলশ্রুতিতে ১৯৯৩ সনে দুই লাখ চার হাজার তিনশ আট জন, ১৯৯৪ সনে চার লক্ষ আঠারো হাজার দুইশ ছয়জন এবং ১৯৯৫ সনে আট লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার দুই শত চুরানব্বই জন বয়াত করেন। সোমালিয়া, ইথিওপিয়া ও বসনীয়ার ব্যাপারে আহমদীয়া জামা'ত যে অভূতপূর্ব খেদমত করে, তা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। Satellite-এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের বৃহত্তম পরিকল্পনা তাঁর (রাহে.) খেলাফত কালে গ্রহণ করা হয়। খোদা তা'লা নিজ ফজলে শত্রুদের ইসলাম প্রচারের রাস্তা বন্ধ করার পরিকল্পনাকে নস্যাৎ করে আকাশের পথও খুলে দিয়েছেন, mta (মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া) দ্বারা বিশ্বব্যাপী এক নতুন আন্দোলনের জোয়ার বইছে।

তার ইন্তেকালের পর হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) খেলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত হন। তার দ্বারা বিশ্বে ইসলাম প্রচার বেগবান হয়ে বিজয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তাঁর আহ্বান, ***আহমদীরা দোয়া কর! দোয়া কর! দোয়া কর!*** আমাদের বিশ্বাস, সারা বিশ্বের আহমদীদের এ দোয়া বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিজয়কে আরো ত্বরান্বিত করবে। ২০০৮ সনে আমরা খেলাফতের শতবর্ষপূর্তি উদযাপন করেছি।

সুতরাং খেলাফত ও বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের প্রতিটি মূহূর্তে পাতায় পাতায় রচিত হচ্ছে বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিজয় যাত্রার ইতিহাস। এ ইতিহাস অন্ধকার রাতে ওঠে ইসলামের বিজয়ের জন্য কান্নার ইতিহাস, হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রেমে সব কিছু ত্যাগ করার ইতিহাস, অসাধারণ ত্যাগ ও তিতিক্ষার ইতিহাস। এসবই আল্লাহ্‌র কুদরতের অভূতপূর্ব নিদর্শন।

সুতরাং হে আহমদীগণ আপনারা আনন্দিত হোন যে আপনারাই, হ্যাঁ আপনাদের দ্বারাই বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিজয়ের দৃশ্য পৃথিবীবাসী অবলোকন করবে। কিন্তু শর্ত হলো খেলাফতের রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধরুন। এর মধ্যেই আমাদের জীবন। খেলাফতের আহবানে সাড়া দিন, তাহলেই খোদা ও তাঁর রসূলের রাজত্ব এ পৃথিবীতে কায়েম হবে। আল্লাহ্ করুন, খেলাফতের আনুগত্যেই যেন আমাদের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ হয়, আমীন!

IT ACADEMY

৩য় তলা, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর দারুত-তবলীগ কমপ্লেক্সে জামা'তের শিক্ষিত সদস্য/ সদস্যাদের কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে একটি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার (আই.টি একাডেমি) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গত ৯ই ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে এটি উদ্বোধন করা হয়।

আমাদের বিশেষত্বঃ

১. দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা পরিচালিত
২. প্রত্যেকে শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা কম্পিউটার
৩. ন্যুনতম কোর্স ফি
৪. মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের ব্যবহার
৫. সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা
৬. প্রত্যেক ক্লাশের পূর্বে লেকচার শিট প্রদান
৭. ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা
৮. কোর্স শেষে সার্টিফিকেট প্রদান

আই টি একাডেমীর নতুন কোর্স

ওয়েবপেজ ডিজাইন (HTML, CSS, Wordpress)

আমাদের কোর্স সমূহঃ

1. MS Office with internet
2. Hardware Maintenance and Troubleshooting
3. Web page Design
4. Graphich Design

ভর্তির যোগ্যতা ও ফিসঃ

১. ন্যুনতম এস.এস.সি পাশ,
২. ভর্তি ফি -৭০০.০০ টাকা।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুনঃ

সৈয়দ খালেদ হাসান
প্রশিক্ষক, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৭১২৫১২৪৬২
ই-মেইল ঃ itaamjb@gmail.com, khaleditacademy@gmail.com

মোহাম্মদ ইউনুস আলী
কায়েদ, মখোআ ঢাকা
ইনচার্জ, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৭২৭৭৭৬৮৮৩
ই-মেইল ঃ mdyounus.ali@gmail.com

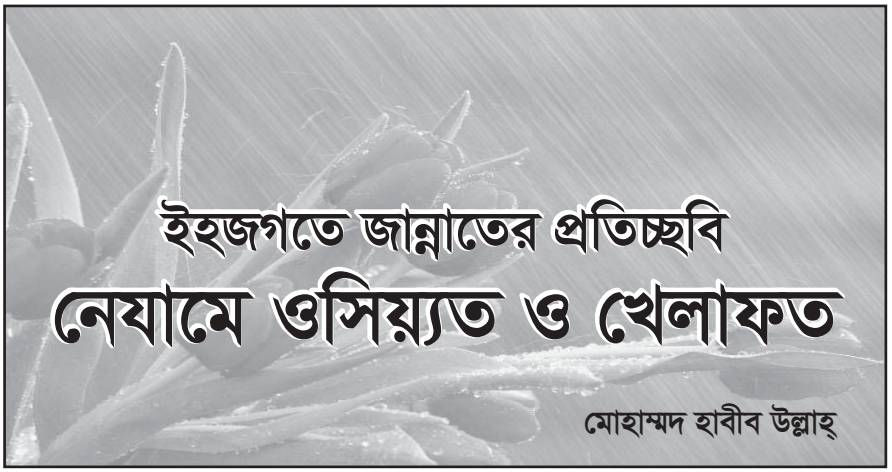

ইহজগতে জান্নাতের প্রতিচ্ছবি
নেযামে ওসিয়্যত ও খেলাফত

মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্

ভূ-পৃষ্ঠে আল জান্নাতের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়েছিল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শুভাগমনে। ধরাপৃষ্ঠে মহানবী (সা.)-এর আগমনকে রূপকভাবে 'মহান আল্লাহ্ তা'লার আবির্ভাব' বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। তিনি (সা.) ***রূহ-উল-আমিন*** এর আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হয়েছেন। নিরাপত্তা লাভের এ এক এমনি মহান স্তর, যা মানুষের কল্পনাতীত এক অবস্থান, যেখানে মহান স্রষ্টার সাথে বান্দার পরম ও চরম নৈকট্য প্রাপ্তি ঘটে। তৌহীদি সত্ত্বার সাথে বান্দার এটি এমন এক নিবিড়-সম্পর্ক, যাকে পবিত্র কালাম কুরআন করীমে ***দানা-ফা-তা-দাল্লাহ-ফাকানা ক্বাবা ক্বাওসাইনে আও আদনা*** (৫৩ : ৯-১০) অর্থাৎ সে (আল্লাহ্‌র) নিকটবর্তী হলো, তখন তিনিও (আল্লাহ্) নিচে নেমে এলেন, এরপর সে দুই ধনুকের এক তন্ত্রী হয়ে গেল অথবা এর চেয়েও নিকবর্তী বলে নিরূপন করা হয়েছে। এ আয়াত সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশ করছে যে মহানবী (সা.) এর মাঝে মহান আল্লাহ্ তা'লার ঐশী গুনাবলীর পরিপূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি (সা.) ***" আল-আবদ"*** (৭২:২০)-ও ছিলেন। পবিত্র কুরআন তাঁকে ***"আব্দুল্লাহ"*** আল্লাহ্‌র বান্দা খেতাবেও ভূষিত করেছে, যার ফলে তিনি মানব জাতির জন্য সর্বকালে অনুকরণীয় সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শের মর্যাদা লাভ করেছেন।

আখেরী জামানায় মহান আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি অশেষ করুণা করে তার (সা.) এক অনুগত দাস ***গোলাম আহমদ-***কে প্রেরণ করেছেন। প্রেরীত এই প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-কে সম্বোধন করে এক ইলহামে আল্লাহ তা'লা বলেছেন ***" ইন্নি আনযালতু মা আকা আল জান্না"*** অর্থাৎ "তোমাকে প্রেরণ করার মধ্য দিয়ে আমি জান্নাতের অবতরণ ঘটালাম"।

যদিও মানব জাতির মাঝে আল্লাহ তা'লার মহান রসূলের অবস্থান জগতকে জান্নাতেরই রূপ দান করে, তবে এখানে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কে সম্বোধীত এই ইলহামে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মসীহ মাওউদ (আ.) এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ তা'লা এমন এক বৈপ্লবিক ব্যবস্থাপনা জারী করবেন, যা মানব জাতীকে বংশ পরম্পরায় জান্নাতের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে, আর এর ফলে আল্লাহ তা'লার পবিত্র সান্নিধ্য প্রাপ্তির কারণে তারা প্রশান্তি লাভে পরিতৃপ্ত হতে থাকবে।

সেই বৈপ্লবিক ব্যবস্থাপনার দুটো উপাদান- ১. ***আল-ওসিয়্যত*** ও ২. ***খিলাফত***।

আল ওসিয়্যত সেই সমস্ত ব্যবহারিক কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত, যা মানবকে হেদায়াতের পথে বিরামহীন সংগ্রাম ও প্রচেষ্টা, আত্ম-ত্যাগ আর কুরবাণীর জন্য প্রতিনিয়ত অগ্রপানে ধাবিত করে চলে। আর পরিনামে তারা কল্যাণময় খিলাফতের পুরস্কারে অভিসিক্ত হয়। খিলাফত-একতা ও ভ্রাতৃত্ব , তৌহীদের প্রতি বিশ্বাসের গভীরতা বৃদ্ধি আর আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভের অভিযাত্রায় কল্যাণমন্ডিত পাথেয়।

এভাবে আল-ওসিয়্যত ও খিলাফত পরস্পর নির্ভরশীল আর এদের যুগপৎ অবস্থান যৌথভাবে মানব জাতিকে ***'আল-জান্নাত'*** এর নিরাপদ ও প্রশান্তিময় পুরস্কার দিয়ে জগতকে শান্তি ও স্বস্তির রহমতপূর্ণ ছায়ায় ঢেকে রাখে।

আল-ওসিয়্যতের ব্যবস্থাপনা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) ১৯০৫ ইসাব্দে জারী করেন আর ১৯০৮ ঈসাব্দে তাঁর পরকাল যাত্রার পর প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া খিলাফতের এই আশিষ জগত বিলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত টিকে থাকবে, ইনশাআল্লাহ।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) মুসলিম উম্মাহকে অধ:পতিত অবস্থা থেকে উন্নীত করে আধ্যাত্মিকতার আলোকে সমুজ্জল এমন এক উম্মতের উদ্ভব ঘটাতে আর্বিভূত হয়েছেন, যারা তাদের সংগ্রাম-মুখর প্রচেষ্টা ও কুরবানীতে আর হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর দোয়ার কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লার এমনই আশিষ লাভ করেছেন যে, আধ্যাত্মিক পরিভ্রমণের এই পথের অভিযাত্রীরা ক্রমান্বয়ে উন্নীত হয়ে চলছেন।

আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভে প্রত্যাশী এই অভিযাত্রীরা ***কাফূর*** জৈবিক ইন্দ্রিয়াশক্তির উগ্রতা হ্রাসকারী কর্পুর মিশ্রিত শরবত (৭৬:৬), ***তাফজীর*** আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা ও ঐশী উপলব্ধির প্রস্রবন ধারার পানীয় (৭৬:৭), ***যানজাবীল*** আত্মাকে ঐশী সৌন্দর্য ও মহিমা বিকাশে উদ্দীপ্তকারী আদা মিশ্রিত শরবত (৭৬:১৮) ও ***সালসাবীল*** আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছার সরল ও সংক্ষিপ্ত পথ অন্বেষণ পিপাসা নিবারণের (৭৬:১৯) শুধা পান করে আধ্যাত্মিক উর্ধাগমনের অনন্ত পথে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে চলছেন। এমনকি তারা ***রূহুল কুদুস***-এর অভয়বাণী ***ফীহে-মীন-রূহেনা*** (৬৬:১৩), মরিয়ম সদৃশ সাধু মু'মিনের অন্তরে রূহ ফুঁকে দেওয়ায় মরিয়মপুত্র ঈসা (আ.) এর মত পবিত্র গুণাবলীর অধিকারী হওয়ার কারণে ***ওয়াস্ সাবিকুনাস্ সাবিকুন*** (৫৬:১১) একটি দল হবে সবার চেয়ে অগ্রগামী, যারা সবাইকে অতিক্রম করে ***উলায়েকাল মুকাররাবুন***- তারা আল্লাহ্‌রই নৈকট্য প্রাপ্ত হবেন, আর এসব বৈশিষ্ট্য লাভ করায় তাদেরকে সম্বোধিত করা হবে ***'ইয়া আইয়াতুহান্ নাফসুন মুতমাইন্নাত'*** (৮৯:২৮) হে শান্তি প্রাপ্ত আত্মা বলে।

পবিত্র কুরআনে সেইসব মু'মিনদেরকে খিলাফতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যারা সুদৃঢ় ইমানের অধিকারী এবং সৎকর্মশীল (২৪:৫৬)। এর থেকে প্রতীয়মান হয় মুমিনদের মধ্যেকার সেই তাকওয়া-পরায়ণ অংশ, যারা সৎকর্মশীল আর বিশ্বাসের উন্নততম মানের অধিকারী, খিলাফতের আশিষে অনুগৃহীত হবে তারাই, যাদের কল্যাণে ও সেবায় অবশিষ্ট মানবজাতি উপকৃত হবে এবং মুমেনদের অন্তর্বলয়ে

অবস্থানকারী তাকওয়াপরায়ণ এই সৎকর্মশীল স্বল্প সংখ্যক মুমেনরাই খেলাফতের ধারাবাহিকতাকে নিশ্চিত করবে।

আল ওসিয়্যতে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এমনই একটি চিত্র তুলে ধরেছেন। মসীহ মাওউদ (আ.) এই আকাংখা ব্যক্ত করেছেন যে, তাকওয়াপরায়ণ সেই মুমিন লোকগুলির জামা'ত যাদেরকে ***" কুন্‌তুম খায়রা উম্মাতিন"*** (৩:১১১) অর্থাৎ আহমদীদের অধিকাংশই হলেন তারা, যারা মানব জাতির কল্যাণার্থে উত্তম, এমন লোকগুলোর উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। অতএব, আহমদীগণ তাদের কুরবাণীতে, সততা ও বিশ্বস্ততায় অর্থাৎ কর্মনিষ্ঠায় অন্যান্য লোকদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হবেন।

পবিত্র কুরআন আল ওসিয়্যতের এই ব্যবস্থাপনাটিকে পরিস্কার ভাষায় তুলে ধরেছে " জান্নাতের (প্রতিশ্রুতির) বিনিময়ে নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও তাদের ধন-সম্পদ কিনে নিয়েছেন" (৯:১১১)। এই আয়াতের নির্দেশনাটিকে পবিত্র কুরআনেরই অপর একটি সূরার অন্য এক আয়াতে আরও সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে "তোমরা যা কিছু ভালবাস তা থেকে (আল্লাহ্‌র পথে) খরচ না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো প্রকৃত-পূণ্য অর্জন করতে পারবেনা। আর তোমরা যা-ই খরচ কর, আল্লাহ্ নিশ্চয় সেই বিষয়ে পুরোপুরি অবগত (৩:৯৩)।

এই আয়াতে আমলে সালেহার মর্যাদা তুলে ধরতে ***'আল-বিররা'*** শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা উৎকৃষ্টতা আর সঠিকতার এক উচ্চমান নির্দেশ করে, অর্থাৎ তৌহিদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মান-মর্যাদা আর পরিমাপের দিক থেকেও আমাদের প্রচেষ্টা ও কুরবানীকে এক সুউচ্চ মিনারে উন্নীত করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে অর্থাৎ এমন কিছু যা আমরা সবচেয়ে ভালবাসি, আল্লাহ্ তা'লাকে লাভ করার জন্য আমাদেরকে তা অবশ্যই কুরবাণী করতে হবে। এই আয়াতের মর্মানুযায়ী আল-ওসিয়্যত ব্যবস্থাপনা একজন মানুষের আমলে সালেহার প্রতি অঙ্গীকার পূরণ আর কুরবাণীর ক্ষেত্রে তার গুনগত অবস্থান তুলে ধরে। আল-ওসিয়্যত ব্যবস্থাপনা হলো সেই ব্যবস্থাপনা, যার হিসাব-নিকাশের মাধ্যমে পুরস্কারের মান নিরূপিত হবে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে ***"আল-শাকিরিন"*** (৩:১৪৫)-এ বলা হয়েছে।

পবিত্র কুরআন করীমে আরও বলা হয়েছে ***" ওয়া ইযাল জান্নাতু উযলেফাত"***- জান্নাতকে যখন নিকটবর্তী করে দেয়া হবে (৮১:১৪) অর্থাৎ যেহেতু শেষ-যুগে মানুষ সাধারণভাবে পাপের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবে এবং ধন-সম্পদ ও ভোগবিলাসিতায় মত্ত হয়ে উঠবে, তখন যে অল্প-সংখ্যক লোক সৎপথে থেকে সরল প্রাণে ধর্ম-কর্ম করতে থাকবে, তারা পুরস্কৃত হবে এবং বেহেশ্‌ত লাভের যোগ্য বিবেচিত হবে। হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী আল মুসলেহ মাওউদ (রা.) ১৯৩২ ঈসাব্দে প্রদত্ত খুতবায় এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-" আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি এ এক মহান অনুগ্রহ দান করেছেন যে, জান্নাত এখন আমাদের হাতের নাগালে, আর আল-ওসিয়্যত ব্যবস্থাপনা হচ্ছে সেই পথ, যা অবলম্বনে আমরা তথায় পৌঁছতে পারি"।

আল-ওসিয়্যত প্রসঙ্গে হযরত খলিফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) জামা'তকে সম্বোধন করে ধারাবাহিক খুতবা প্রদান করেছেন। আর সেই সব খুতবায় নামায ও ইবাদতে এবং আর্থিক কুরবাণীতে জামা'তের সদস্যদেরকে আল-ওসিয়্যত ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে গুনগত ও সমষ্টিগত উন্নতি অর্জন করায় তাগিদ দিয়েছেন। হুযূর (আই.) বলেন-" হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) মঙ্গল সাধনে আর সার্বিক অগ্রগতি ও উন্নয়নের দিক-নির্দেশ করে শুভ পরিণাম লাভের সর্বাধিক কার্যকরী ও সুক্ষ্ম যে পথ দেখিয়েছেন, তা হলো "নেযামে-ওসিয়্যত"। অতএব নিবেদিত প্রাণে আমাদের এই ব্যবস্থাপনায় অংশ নিয়ে এর সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত ও সংবদ্ধ থাকা উচিত, যাতে আমরা আমাদের শেষ সময়ে আল্লাহ্ তা'লার সেই বাণী শোনার সৌভাগ্য লাভ করি-***"ফাদখুলি ফী ইবাদী, ওয়াদখুলি জান্নাতি"*** অর্থাৎ "অতএব তুমি আমার বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর" (৮৯:৩০,৩১)। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আরও বলেন,

"খোদা তা'লার নৈকট্য লাভের মাঠ বিরান পরে আছে। সব জাতিই সংসার প্রেমে মত্ত। খোদা যাতে সন্তুষ্ট হোন, সেদিকে জগদ্বাসীর কোন ভ্রুক্ষেপই নেই। তোমাদের জন্য সুসংবাদ- পূর্ণ উদ্যমে নিজেদের সদ্‌গুণের পরিচয় দিয়ে এই দ্বারে যারা প্রবেশ করতে চাও, তাদের জন্য খোদার কাছ থেকে পুরস্কার লাভের এটাই সুযোগ।" ('আল-ওসিয়্যত' পুস্তক)।

আল ওসিয়্যত ব্যবস্থাপনাই ঐশী খেলাফতকে ধারণ করে আর এই খেলাফতের মাধ্যমে মানব জাতির একতা বজায় থাকে আর সুদৃঢ় হয়। আর প্রকারান্তরে তা আমাদের নিজেদেরকে একতার বন্ধনে আবদ্ধ করে আল্লাহ্ তা'লার একত্বের বিকাশ ঘটায়, আর জগৎসমক্ষে তৌহিদী-সত্ত্বার বিকাশ ঘটিয়ে তা সাব্যস্ত করে। খিলাফত হলো সেই চুম্বক, যা আল্লাহ্ তা'লার দয়া ও করুণাকে আকর্ষণ করে। খেলাফতই হলো আল্লাহ্‌র রজ্জু, খেলাফতই হলো আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের ঐশী-পথ, খেলাফতই হলো ঐশী-প্রতিশ্রুতি পূর্ণতার এক উজ্জ্বল নিদর্শন, খেলাফতই হলো আত্মরক্ষার ঐশী ব্যবস্থাপনা, খেলাফত হলো শান্তি ও নিরাপত্তার বলয়, খেলাফত হলো মহান পুরষ্কার-***" আজরান আযীম"*** (৪৮:৩০), আর এরই জন্য খেলাফতই হলো জান্নাত।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর সেই দোয়ার ফল ভোগকারী হলাম আমরা। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ আমাদেরকে আল-ওসিয়্যতের সেই পথে পরিচালিত করেছে। অতএব আমাদেরকে সেই উচ্চ-মর্যাদায় অবস্থান নিতে অনুপ্রানিত হতে হবে আর সেই সাধনায় ব্রতী হতে হবে যাতে বলা হয়েছে–"ইন্না সালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহ্‌ইয়াইয়া ওয়া মামাতী লিল্লাহে রাব্বিল আ'লামীন"– নিশ্চয় আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার বাঁচা ও মরা, সবই বিশ্ব-জগতের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহর জন্য (৬:১৬৩)।

অতএব আসুন, নেযামে ওসীয়্যতে শামিল হয়ে আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত ঐশী নেয়ামত খেলাফতের এই রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করে আমরা আহমদীয়া খেলাফতের পঞ্চম খলিফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর সাথে কৃত অঙ্গীকার রক্ষায় নিজেদেরকে পরিপূর্ণভাবে তাঁর সমীপে সমর্পণ করে ইহজীবনেই জান্নাতের স্বাদ পেয়ে ধন্য হই। আল্লাহ্ আমাদের এই একাগ্র বাসনাকে পূর্ণতা দান করুন, আমীন।

২৭ মে, খেলাফত দিবস

কলমের জিহাদ

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর–৮)

৬। পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ-মহাযুদ্ধ এবং সন্ত্রাস-সহিংসতার মহাসঙ্কট থেকে উদ্ধারের পথ ও পন্থা ঃ

বর্তমান বিশ্বের জটিল সমস্যাবলীর প্রেক্ষাপটে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করা কি সম্ভব? সমগ্র মানবজাতির মাথার ওপরে ঝুলন্ত তরবারির মত বিরাজ করছে যুদ্ধ এবং পরমাণু যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং দিকে দিকে বিস্ফোরন্মুখ পরিস্থিতি।

উল্লেখ্য যে, বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ থাকা সত্ত্বেও একদিনের জন্য আমাদের এই পৃথিবী নামক গ্রহটি যুদ্ধ–মুক্ত থাকেনি।

মধ্যপ্রাচ্যে সাম্প্রতিককালের যুদ্ধের ভয়াবহতা বিশ্ববাসীকে দারুণভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ ও মহাযুদ্ধের জন্য ক্রমবর্ধবান গতিতে চলছে অস্ত্র–প্রতিযোগিতা এবং রণ–প্রস্তুতি, তৈরি হচ্ছে বোমারু বিমান, মাইন, রাসায়নিক যুদ্ধ-সরঞ্জাম, জীবাণু-যুদ্ধ সরঞ্জাম, মহাকাশ যুদ্ধ–প্রস্তুতি।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে ধর্মের নামে উগ্রবাদী তথা মৌলবাদীদের দ্বারা সৃষ্ট সন্ত্রাস-সহিংসতা মারাত্মক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি থেকে এবং সভ্যতার এই মহাসঙ্কট থেকে রক্ষা করার জন্য সত্যিকার অর্থে কোন পথ ও পন্থা আছে কি?

এই সকল সমস্যা ও সঙ্কটের সমাধানের জন্য ইসলামের প্রকৃত-শিক্ষা ও নির্দেশনার ভিত্তিতে এ প্রবন্ধে নিম্নোক্ত দুটি বিষয়ে আলোচনা করা হলোঃ (ক) যুদ্ধ ও মহাযুদ্ধের মহাসঙ্কট থেকে উদ্ধারের জন্য পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও নির্দেশনামূলক পথ ও পন্থা। (খ) পৃথিবীব্যাপী ধর্মের নামে ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসী ও সহিংসতামূলক কর্মকান্ড ইসলাম ধর্ম সমর্থন করে কি-না। অর্থাৎ ইসলামের নামে বিভিন্ন জঙ্গীবাদী সংগঠন বিভিন্ন স্থানে যে সকল ধ্বংসাত্মক হত্যাকান্ড পরিচালিত করে চলেছে, তা কখনই ইসলাম সমর্থন করে না।

(ক) যুদ্ধ ও মহাযুদ্ধ প্রতিহত করার এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য পথ ও পন্থা ঃ

প্রকৃত ইসলামী-শিক্ষা সর্বকালের মানুষের জন্য শান্তির বার্তা নিয়ে এসেছে এবং বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বাস্তব–সম্মত ব্যবস্থার উদ্বোধন করেছে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন যে সকল নীতি ও পথ–নির্দেশ প্রদান করেছে, তা নিম্নরূপ ঃ

(১) প্রত্যেক জাতির প্রতি যথার্থ সম্মান দেখাতে হবে। এই বিষয়ে পবিত্র কুরআনের নির্দেশ হলোঃ "কোন জাতি যেন অন্য জাতিকে উপহাস না করে। কেননা এমনো হতে পারে যে, যাকে উপহাস করা হয়, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম।" (সূরা হুজুরাত- ১২)

(২) পরশ্রীকাতরতা পরিহার করতে হবে এবং লোভাতুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাবে না। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন ঃ "আমি কতককে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব-জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ যে বিলাস-উপকরণ দিয়েছি, তার প্রতি তুমি কখনই লোভাতুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করো না" (সূরা তা–হা- ১৩২)। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ ক্ষেত্রে উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য অবশ্যই চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং প্রতিযোগিতা করতে পারবে। (সূরা মায়েদা- ৪৯)।

(৩) ন্যায়-নীতি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আদর্শ সর্বাবস্থায় অটুট ও অম্লান রাখতে হবে। এই বিষয়ে পবিত্র কুরআনের নির্দেশ হলোঃ "কোন জাতির প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও অন্যায় করতে প্ররোচিত না করে। ইনসাফ বা সুবিচার করো। কারণ ইহাই হলো ধর্মপরায়নতা বা তাকওয়ার নিকটবর্তী অবস্থা এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো। (মনে রেখ) তোমরা যা করো, আল্লাহ্ তার খবর রাখেন।" (সূরা মায়েদা: ০৯)।

ন্যায়নীতি এবং সত্যকে সমুন্নত রাখার জন্য সাক্ষ্যদানকারীর প্রতি ইসলামের নির্দেশ হলো এই যে, নিজেদের বা পিতা-মাতার এবং নিকটাত্মীয়গণের বিরুদ্ধে গেলেও সত্য-সাক্ষ্য প্রদান করতে হবে। (সূরা নিসা- ১৩৬)।

(৪) শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিবদমান পক্ষ দ্বারা প্রস্তাবিত সুযোগ গ্রহণের জন্য সর্বাত্মকভাবে প্রচেষ্টা করতে হবে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বৃহত্তর শান্তির স্বার্থে শত্রুপক্ষের প্রস্তাবমত কোন কোন ক্ষেত্রে

কতিপয় শর্ত মেনে নিয়েছেন (সূরা আমফাল- ৬২)। শত্রুপক্ষের সহিত পারস্পরিক চুক্তি সম্পাদিত হলে তাহা যথাযথভাবে পালন করতে হবে (সূরা তাওবা- ৫)। দৃষ্টান্তস্বরূপ-বাস্তব ক্ষেত্রে মদীনার বিভিন্ন গোত্রের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের জন্য সম্পাদিত মদীনা সনদ, মক্কাবাসীদের সঙ্গে সম্পাদিত হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তি এবং নজরানের খৃষ্টানদের প্রতি প্রদত্ত নিরাপত্তা সম্পর্কিত শর্তাবলী প্রণিধান যোগ্য।

(৫) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এবং যুদ্ধ-মহাযুদ্ধ প্রতিহত করার জন্য ইসলামের শিক্ষার আলোকে জাতিসমূহকে সম্মিলিতভাবে ন্যায়নীতির ভিত্তিতে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত নির্দেশনাবলীর আলোকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ঃ-

"বিশ্বাসীদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হলে তোমরা সম্মিলিতভাবে তাদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করবে। কিন্তু যদি ইহার পরেও একদল অপর দলকে আক্রমন করে, তাহা হলে তোমরা সম্মিলিতভাবে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহ্‌র নির্দেশের প্রতি (অর্থাৎ ন্যায়-মিমাংসার প্রতি) আত্মসমর্পন না করে। দলটি আত্মসমর্পন করলে ন্যায়ের সহিত মিমাংসা করো এবং সুবিচার করো। যারা ন্যায়বিচার করে, আল্লাহ্ তাদেরকে পছন্দ করেন" (সূরা হুযুরাত- ১০)।

ইসলামী রাষ্ট্রে নিরাপত্তা ও সংহতির প্রতি বড় হুমকি হলো আত্মকলহ, যার ফলে কখনো কখনো দুই দলের মধ্যে কিংবা দুইটি দ্বিমত-পোষণকারী গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। উপরোক্ত আয়াতে এইরূপ মতবিরোধ এবং বিবাদ-বিসংবাদ কার্যকরীভাবে মিটাবার জন্য সঠিক পন্থা বর্ণিত হয়েছে।

যদিও প্রাথমিকভাবে মুখ্যতঃ মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-কলহের অবসানকল্পে ন্যায়ভিত্তিক, উত্তম এবং বাস্তব-সম্মত মিমাংসা-নীতি এই আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে, তথাপি কার্যকরী জাতিপুঞ্জ বা জাতিসংঘ স্থাপনকল্পে এবং এইরূপ আন্তর্জাতিক সংগঠনের স্থায়ীত্ব রক্ষাকল্পে উক্ত নীতিকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা বিশেষ প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার ব্যাপারে এই নীতিমালা এক বিরাট রক্ষাকবচ। (কুরআন মজীদের সংক্ষিপ্ত তাফসীরের নোট ২৭৯৩ দ্রষ্টব্য)।

উপরোক্ত আয়াতে যে নীতি অনুঃসৃত হয়েছে, তার ভিত্তিতে জাতিসংঘের নিরাপত্তা সংক্রান্ত ব্যবস্থাবলী প্রণীত হলে সহজেই বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এই উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবে ঃ-

১– যদি দুই বা ততোধিক রাষ্ট্র পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে অন্যান্য সকল রাষ্ট্র নিঃশ্চুপ না থেকে বিবদমান রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে মধ্যস্থতা করবে।

২– মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ মিমাংসা না হলে সকল রাষ্ট্রের সম্মিলিত সংগঠন আক্রমনকারী রাষ্ট্রকে বাধা প্রদান করবে এবং এই ব্যবস্থার ফলশ্রুতিতে বাধ্য হয়েই অতিসত্বর যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাবে।

৩– একটি রাষ্ট্র অন্যান্য সকল রাষ্ট্রের সংগে যুদ্ধ করলে পরাজিত হতে বাধ্য হবে। এই কারণে বাস্তব ক্ষেত্রে সেই রাষ্ট্র এককভাবে মোকাবিলা করার সাহসই করবে না এবং যুদ্ধ সংঘটিত হবে না।

৪– যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেলে আন্তর্জাতিক সংগঠন শান্তি স্থাপনের শর্তসমূহ নির্ধারণ করবে ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে। এ ক্ষেত্রে কোন শাস্তিমূলক উদ্দেশ্য থাকতে পারবে না।

৫– কোন অবস্থাতেই ছোট অথবা বড়, পরাজিত অথবা বিজয়ী, কোন শ্রেণী বা রাষ্ট্র ক্ষুদ্রত্ব বা বৃহত্ত্বের জন্য বিশেষ শাস্তি দিতে অথবা বিশেষ সুবিধা লাভ করতে পারবে না।

জাতিসংঘের কার্যকারিতা আশাব্যঞ্জক নয় কেন?

অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও একথা আজ অনস্বীকার্য যে, আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ এবং যুদ্ধ-মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলা থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য জাতিপুঞ্জের ন্যায় বর্তমানে জাতিসংঘের কার্যকারিতা আশাব্যঞ্জক নয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত নীতির আলোকে ১৯২৪ সালে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ধর্মীয়-মহাসম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের দ্বিতীয় খলিফা হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) যে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাপত্র প্রদান করেন তা' AHMADIAT- The True Islam" শীর্ষক পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে এবং পরবর্তীকালে "The New World Order of Islam" নামক পুস্তকেও আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বাহ্নেই উক্ত ভাষণে তিনি ঘোষণা করেছিলেন ঃ

"আমার মতে আন্তর্জাতিক শান্তি ও মৈত্রী স্থাপনের জন্য এযাবত যে সকল স্কীম গ্রহণ করা হয়েছে, সেগুলির ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার কারণ নিহিত রয়েছে তা হোল এই সকল স্কীম যে নীতির ভিত্তিতে পরিকল্পিত এবং কুরআনে ঐ উদ্দেশ্যে যে নীতি অনুঃসৃত হয়েছে তার পার্থক্যের মধ্যে। এই সকল পার্থক্য রয়েছে প্রধানত নিম্নোক্ত পাঁচটি বিষয়েঃ

(১) প্রত্যেক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সহিত পূর্ব হতে পৃথকভাবে সম্পাদিত চুক্তির শর্তসমূহ মেনে চলার প্রতি বেশী জোর দিয়ে থাকে–পক্ষান্তরে সকল জাতির সম্মিলিত সিদ্ধান্ত এবং সমঝোতার প্রেক্ষিতে এককভাবে সম্পাদিত চুক্তিসমূহ বিসর্জন দিতে তারা ইচ্ছুক নয়;

(২) দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদ বাঁধিলে ঐ বিবাদকে অগ্রসর হতে দেওয়া হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ বিবাদ মারাত্মক পর্যায়ে না পৌঁছায়, ততক্ষণ পর্যন্ত অন্যান্য রাষ্ট্র কর্তৃক বিবদমান রাষ্ট্রগুলোকে মিমাংসার জন্য আসতে বাধ্য করার প্রচেষ্টা করা হয় না;

(৩) বিভিন্ন রাষ্ট্র নিজ নিজ স্বার্থানুযায়ী বিবাদে পক্ষাবলম্বন করে এবং এইভাবে আন্তর্জাতিক বিরোধ আরো বৃদ্ধি পায়;

(৪) কোন পরাভূত রাষ্ট্র আত্মসমর্পন করলে অন্যান্য রাষ্ট্র শুধু মূল বিবাদের মিমাংসার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে পরাজিত রাষ্ট্রের দূরাবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে এবং নিজ নিজ স্বার্থোদ্ধারের চেষ্টা করে;

(৫) সকল রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যথোপযুক্ত স্বার্থত্যাগ করতে এবং কুরবাণী করতে ইচ্ছুক নয়।

যদি এই সকল দোষ-ত্রুটি দূর করা হয়, তা'হলে কুরআনের অনুঃসৃত নীতি অনুসারে 'লীগ অব ন্যাশন্স" গঠিত হতে পারে। শুধু এইরূপ একটি সংগঠনই যথার্থ কল্যাণ সাধিত করতে পারে। কিন্তু এইরূপ লীগ বা সংগঠন নয়, যার অস্তিত্বই বিভিন্ন জাতির কৃপার ওপর নির্ভরশীল"। (আহ্‌মদীয়াত- দি ট্রু ইসলাম- ১৯৯)।

(চলবে)

২৭ মে, খেলাফত দিবস

নবুওয়তের জ্যোতিকে দীর্ঘায়িত করে খেলাফত

মওলানা জাফর আহমদ

পৃথিবী যখন অন্ধকার ও বিশৃংখলায় ছেয়ে যায়, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীগণের আগমন হয়। অর্থাৎ পবিত্র কুরআন করিমের বর্ণনা অনুযায়ী "যাহারাল ফাসাদু বিল বাররে ওয়াল বাহরে" অর্থাৎ জল এবং স্থল উভয়-স্থানে বিশৃংখলা যখন ব্যাপক আকার ধারন করে, তখন আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নবী প্রেরনের মাধ্যমে সেই বিশৃংখলা ও অন্ধকার-অবস্থাকে নিজ জ্যোতি: দ্বারা দূর বা পরাভূত করে ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের একটি জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেন এবং নবুওয়াতের জ্যোতি:কে দীর্ঘায়িত করার নিমিত্তে সেই ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের মাঝে খেলাফতের পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করেন। এ যুগেও আল্লাহ্ তা'লা ইসলামকে জীবিত করার জন্য এবং শরিয়তকে পুন: প্রতিষ্ঠা করার জন্য হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কে প্রেরন করেছেন। তাঁর তিরোধানের পরে জামা'তের মাঝে দ্বিতীয় কুদরত 'খেলাফত ব্যবস্থা' চালু করেছেন।

আহমদীয়া জামা'তে সর্বপ্রথম ২৭ মে ১৯০৮ সালে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কারণে আমরা প্রতিবছর ২৭ মে খেলাফত দিবস উদযাপন করি। এর কারণ হচ্ছে, জামা'তের সদস্যগণ যেন খেলাফতের গুরুত্ব এবং খলিফার পদ-মর্যাদা সম্পর্কে অবগত হতে পারে। এখন আমি খেলাফতের গুরুত্ব এবং খলিফার মর্যাদা সম্পর্কিত বিষয়ে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এর দিক নির্দেশনা উপস্থাপন করছি। এর মাধ্যমে জামা'তের সদস্যগণ যেন আল্লাহ্ তা'লার নেয়ামত খেলাফতের মূল্যায়ন করেন এবং "ওয়া লাইন শাকারতুম লা আযিদান্নাকুম" অর্থাৎ যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, তাহলে আমরা তোমাদেরকে নেকীতে আরো বাড়িয়ে দিব– এ অনুযায়ী তারা যেন খেলাফতের মত নেয়ামতকে দীর্ঘদিন যাবৎ নিজেদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত রাখতে সক্ষম হন। প্রিয় পাঠক, আশা করি এর ফলে খেলাফতের প্রতি আমাদের ঈমান আরো অধিক বৃদ্ধি পাবে এবং খেলাফতের আনুগত্যে আমরা আরো যত্নবান হব।

খেলাফতের আনুগত্যের ফলেই ঐশী-সাহায্য লাভ হয়:

খেলাফতের আনুগত্য করার ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সৈয়্যদনা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) জামা'তের সদস্যগণকে বলেন, "সেই খোদা, যিনি এখন সৈন্য-সামন্তসহ আমার সাহায্যের জন্য এসেছেন, তিনিই আমার সাহায্য করে যাচ্ছেন। কাজেই যদি তোমরা খেলাফতের আনুগত্যের বিষয়টি বুঝতে পার, তাহলে তিনি তোমাদেরকেও সাহায্য করবেন। ঐশী-সাহায্য সর্বদা আনুগত্যের ফলেই লাভ হয়। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত খেলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকে, তোমরা তার আনুগত্য কর। আর যদি খেলাফত প্রতিষ্ঠিত না থাকে, তাহলে ব্যক্তির আনুগত্যের মাধ্যমেই ঈমান প্রতিষ্ঠিত থাকে। মোট কথা, আনুগত্য ব্যতিত ঈমান দৃঢ় থাকতে পারে না। (আল ফজল-১৯৩৭)

যে ব্যক্তি খলিফার আনুগত্য করে না, সে নবীরও আনুগত্য করে না:

হুযূর (রা.) বলেন,"নি:সন্দেহে আমি নবী নই। কিন্তু আমি নবীর পদাঙ্কে দাঁড়ানো। কাজেই প্রত্যেক সেই ব্যক্তি, যে আমার অবাধ্যতা করে, সে নবীর অবাধ্যতা করে। আর আমার আনুগত্য করার মানে হচ্ছে, সে পর্যায়ক্রমে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করছে। (আল ফজল-১৯৩৭)

রসূলের আনুগত্য খেলাফতের আনুগত্যের মাধ্যমে হয়:

তিনি (রা.) বলেন, " রসূলের আনুগত্যও খলিফার আনুগত্য ব্যতিত হতে পারে না। কেননা রসূলের আগমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে সবাইকে একআত্মা-সম্পন্ন বানানো। এমনিতে তো সাহাবাগণও নামায পড়তেন এবং বর্তমান যুগের মুসলমানরাও নামায পড়েন, সাহাবাগণও হজ্ব করতেন আর বর্তমান যুগের মুসলমানরাও হজ্ব করেন। তাহলে সাহাবা এবং এ যুগের মুসলমানদের মাঝে পার্থক্য কি? পার্থক্য হচ্ছে, সাহাবাগণ একটি ঐশী-ব্যবস্থাপনার আনুগত্যের কারণে আনুগত্যের চরম শিখরে পৌঁছায় । কেননা, রসূল করীম (সা.) যখনই কোন নির্দেশ দিতেন, সাহাবাগণ তার ওপর আমল করার জন্য অবিলম্বে তখনই প্রতিযোগীতায় লেগে যেতেন। কিন্তু আনুগত্যের এই অস্তিত্ব বর্তমান যুগের মুসলমানদের মাঝে নেই। কেননা, আনুগত্যের বৈশিষ্ট্য নেযাম ব্যতিত সৃষ্টি হতে পারে না। কাজেই যখন খেলাফত থাকবে, তখন রসূলের আনুগত্যও হবে। (তফসীরে কবির, সূরা নূর)

যুগ-ইমামের আনুগত্যের মাঝেই সকল প্রকার কল্যাণ নিহিত:

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, " স্মরণ রেখ! ঈমান কোন বিশেষ বস্তুর নাম নয়। বরং ঈমানের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্‌র প্রেরিত প্রতিনিধির মুখ থেকে কোন কথা বের হলে সেই কথার প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য করা। যদি কেউ হাজার বার বলে আমি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর প্রতি ঈমান আনছি, কেউ যদি হাজার বার বলে, আমি আহমদীয়াতের প্রতি ঈমান রাখি, আল্লাহ্ তা'লার নিকট তার এ দাবীর কোন মূল্য নাই-যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার হাত ঐ ব্যক্তির হাতে সোপর্দ না করে, যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা এ যুগে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত জামা'তের প্রতিটি সদস্য পাগলের ন্যায় তাঁর আনুগত্যে নিজ জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে কোন প্রকার কল্যাণের অধিকারী হতে পারবে না।"

আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে খলিফা হচ্ছেন সাহায্যকারী:

হুযূর (রা.) বলেন, " নবী এবং খলিফা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভে সাহায্যকারী হয়ে থাকেন। কোন কিছুর সাহায্য ছাড়া যেভাবে কোন দূর্বল মানুষ পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে পারে না, অর্থাৎ পাহাড়ে ওঠার সরঞ্জামের সাহায্যে ওঠে থাকে, অনুরূপভাবে খোদা লাভের ক্ষেত্রে নবী ও খলিফা তাদের সাহায্যকারী। তারা খোদার রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী নয় বরং তারা তো খোদা-প্রাপ্তির রাস্তায় সাহায্যকারী, যার সাহায্যে একজন দূর্বল মানুষও খোদার নৈকট্য লাভ করতে পারে। (আল ফজল - ১৯৩৭)

ধর্মের সঠিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ কেবল খলিফাই করেন:

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, "প্রকৃত সুন্নত এবং সঠিক পদ্ধতি খলিফাগণের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যথায় নবীর মাধ্যমেই তো আদেশ নিষেধ অবতীর্ন হয়ে যায়। অর্থাৎ শরিয়ত তো নবীর মাধ্যমেই পরিপূর্ণভাবে অবতীর্ণ হয়ে যায়। খলিফা ধর্মের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন এবং সূক্ষ্ম বিষয়সমসূহকে মানুষের জন্য সহজ করে বর্ণনা করেন। আর এমন পদ্ধতির কথা বলেন, যার ওপর আমল করে ইসলামের উন্নতি হয়। (আল ফজল-১৯৩৭)

খলিফার মাধ্যমেই নামায প্রতিষ্ঠিত হয়:

তিনি (রা.) বলেন, "সঠিক অর্থে নামাযও খেলাফত ব্যতিত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এর কারণ হচ্ছে, নামাযের উওম অংশ জুমুআর নামায, যাতে খুতবা পাঠ করা হয়। খুতবার মাধ্যমে জাতীয় প্রয়োজনসমূহ মানুষের সামনে বর্ণনা করা হয়। যদি খেলাফত-ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে জাতীয়-প্রয়োজনীয়তার বিষয়গুলো কিভাবে জানতে পারবে? চীন ও জাপানে কিভাবে ইসলাম প্রচার হচ্ছে বা সেখানে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের জন্য কি কি কুরবানীর প্রয়োজন, তা কিভাবে জানা যাবে? যদি একটি কেন্দ্র থাকে এবং সর্বজন কর্তৃক মান্যকারী একজন খলিফা থাকেন, যার আনুগত্য করা প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক, তাহলে তার নিকট দুর-দুরান্ত থেকে রিপোর্ট আসবে যে অমুক স্থানে এ কাজ হচ্ছে, অমুক স্থানে এ কাজ হচ্ছে । এর ফলে তিনি লোকদেরকে অবগত করতে পারবেন যে, আজ এ ধরনের কুরবানী প্রয়োজন এবং আজ অমুক সেবার জন্য আপনাদের নিজেকে উপস্থাপন করা প্রয়োজন। কিন্তু যদি খেলাফত-ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে এককভাবে জাতীয় প্রয়োজনাদির কথা জানা বা সেই প্রয়োজন মিটানো সম্ভব নয়।" (তফসীর কবির, সূরা নূর)

খলিফার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমেই সকল কল্যাণ লাভ হয়:

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, " যে পর্যন্ত কেউ আমাদের কাছ থেকে বার বার পরামর্শ বা দিক নির্দেশনা না নিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার কাজকর্মে কোন প্রকার কল্যাণ সৃষ্টি হতে পারে না। কেননা, আল্লাহ্ তা'লা অন্য কারো হাতে খেলাফতের বাগান তুলে দেন নি, বরং আমার হাতে খেলাফতের রক্ষণা বেক্ষণের দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে খলিফা বানিয়েছেন। তিনি যখনই নিজের কোন কথা বলতে চান তো আমার মাধ্যমেই বলেন। কাজেই যদি কেউ কেন্দ্র থেকে পৃথক হয়, তাহলে সে কিছুই করতে পারবে না। খোদা তা'লা যাকে নিজের কথা বলেন, যাকে খলিফা ও ইমাম বানিয়েছেন, তাঁর পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনায় তোমরা কাজ করতে পারবে। তোমরা তাঁর সাথে যতবেশী গভীর-সম্পর্ক স্থাপন করবে, তোমাদের কাজে ততবেশী কল্যাণ লাভ হবে। জামা'তের কাজ সেই ব্যক্তিই সবচেয়ে বেশী করতে পারেন, যিনি তার ইমামের সাথে সবচেয়ে বেশী সম্পর্ক রাখেন। যদি কেউ জাগতিকভাবে অঢেল জ্ঞানও অর্জন করে, কিন্তু খলিফার সাথে কোন সম্পর্ক না রাখে, তাহলে সে একটি ছাগলের বাচ্চার সমানও কাজ করতে পারবে না। (আল ফজল-১৯৪৪)

যুগ-খলিফার উপস্থিতিতে কোন স্বাধীন-প্রস্তাব ও পরামর্শ হতে পারে না:

হযরত খলিফাতুল মসিহ সানী (রা.) বলেন,"কেউ যদি মনে করে যে, কোন ইমাম বা খলিফার বর্তমানে আমাদের জন্য কোন সতন্ত্র বা পৃথক চেষ্টা-প্রচেষ্টা বা কোন পরামর্শের প্রয়োজন রয়েছে, তাহলে কোন খলিফার প্রয়োজন নাই। ইমাম বা খলিফার প্রয়োজন তো এটাই যে, মু'মিন যখনই কোন পদক্ষেপ নিবে, তা খলিফার পদাঙ্ক অনুসরনেই নিবে। কারণ মু'মিন নিজেদের কামনা-বাসনাকে তাঁর কামনা বাসনা অনুযায়ী পরিচালিত করেন, নিজেদের চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে তাঁর চেষ্টা-প্রচেষ্টা মোতাবেক পরিচালিত করেন, নিজেদের পরিকল্পনাকে তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিচালনা করেন। নিজেদের আশা-ভরসাকে তাঁর আশা ভরসা মোতাবেক পরিচালনা করেন এবং নিজেদের সকল ব্যবস্থাকে তাঁর ব্যবস্থা অনুযায়ী পরিচালনা করে। যদি মুমিন এ অবস্থায় দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে অবশ্যই সে সফল ও বিজয়ী হবে। (খুতবা জুমুআ, আল ফজল:১৯৩৯)

যুগ-খলিফার স্কীম ব্যতিত অন্য কোন স্কীম পরিচালনা করা উচিত নয়:

হুযূর (রা.) বলেন, " খলিফার অর্থই-তো হচ্ছে এটা যে, যুগ-খলিফার মুখ থেকে যখনই কোন কথা বের হয়, তো তখনই সমস্ত স্কীম, প্রস্তাবনা ও পরিকল্পনাকে পরিত্যাগ করা উচিত এবং মনে করা আবশ্যক যে, এখন যুগ-খলিফার পক্ষ থেকে যে নির্দেশ এসেছে, সেটাই হচ্ছে শিরোধার্য্য-বিষয়। অর্থাৎ এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্কীম, পরিকল্পনা ও প্রস্তাবনা হচ্ছে যুগ-খলিফার নির্দেশের ওপর আমল করা। যতক্ষণ পর্যন্ত জামা'তের মাঝে এরূপ আত্মার সৃষ্টি না হবে, ততক্ষন পর্যন্ত সকল স্কীম নিঃষ্ফল এবং সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে।" (আল ফজল:১৯৩৪)

তিনি (রা.) আরো বলেন, "যুগ-খলিফা যে পরিকল্পনা প্রদান করবেন, আমরা সেটাকেই বাস্তবায়িত করব। আবার যদি কোন পরিকল্পনা তাঁর বিরোধী হয়, তাহলে আমরা তা ব্যর্থ করব। কাজেই যদি কোন আনুগত্যকারী বা মুমিন অন্যদিকে দৃষ্টি দেয়, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি তাকে ব্যর্থ করে দিব, আর কেবল যুগ-খলিফার পদক্ষেপকেই সফলতা দান করব।

তিনি নিজে বলেন, "ধর্মের আরেক অর্থ হচ্ছে সরকার-ব্যবস্থা বা শাসক। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহ্ তা'লা সত্য-খলিফার এ লক্ষণ বর্ননা করেছেন যে, তিনি যে ব্যবস্থাপনা বা পদ্ধতি পরিচালিত করবেন, আল্লাহ্ তা'লা সেটাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

খেলাফতই মানুষের চিন্তা-চেতনা ও চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে সফলতার রাস্তা দেখাতে পারে:

হুযূর (রা.) বলেন, "আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা যতই বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল হও না কেন, নিজ চিন্তা-ভাবনা ও চেষ্টা-প্রচেষ্টার ওপর চলে ধর্মের কোন উন্নতি সাধন করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার বিচার-বুদ্ধি এবং চেষ্টা প্রচেষ্টা খেলাফতের অনুবর্তীতায় না হবে। যদি ইমামের পদাঙ্ক অনুসরণ না কর, তাহলে তুমি কখনো আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সহযোগীতা লাভ করতে পারবে না। কাজেই যদি তোমরা খোদা তা'লার সাহায্য চাও, তাহলে মনে রেখ! তোমাদের ওঠা-বসা, চলা-ফেরা, কথাবলা বা চুপ থাকা সমস্ত কিছুই খেলাফতের তত্ত্বাবধানে

হতে হবে।(আল ফজল-১৯৩৭)

খলিফা হয়ে থাকেন শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ:

হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেন যে, "যেভাবে নবীর আনুগত্য করা আবশ্যক, অনুরূপভাবে খলিফার আনুগত্য করাও আবশ্যক। হাঁ, এ দুটি আনুগত্যের মাঝে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে, আর তা হচ্ছে , খোদার ওহী ও পবিত্রতার কেন্দ্র-বিন্দু হওয়ার কারণে নবীর আনুগত্য করা হয় । কিন্তু খোদার ওহী ও পবিত্রতার কেন্দ্র-বিন্দু হওয়ার কারণে খলিফার আনুগত্য করা হয় না, বরং তিনি নবীর ওহী সমূহের সংরক্ষণকারী এবং ব্যবস্থাপনার কেন্দ্র-বিন্দু হিসাবে তাঁর আনুগত্য করা হয়। এ কারণে যুগের জ্ঞানীগণ বলেন, নবীগণ 'হাসমতে কুবরা' এবং খলিফাগণ 'হাসমতে সুগরা' অর্জনকারী। (আল ফজল-১৯৩৫)

তিনি (রা.) আরো বলেন, "এটা অসম্ভব নয় যে, কোন ব্যক্তিগত-বিষয়ে যুগ-খলিফার ভুল হতে পারে। কিন্তু যেখানে জামা'তের বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির বিষয় সম্পৃক্ত, সেখানে যদি কোন ভুল হয়েও থাকে, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা জামা'তকে সেই ক্ষতি থেকে অবশ্যই রক্ষা করবেন এবং কোন না কোন ভাবে তাঁকে তা অবগত করে দিবেন। সূফীদের মতে এটাকে হাসমতে সুগরা বলা হয়। জামা'তের ধ্বংসের কারণ হবে এরূপ ক্ষতি আল্লাহ্ তা'লা কখনো হতে দেন না। দু'একটি সাময়িক ছোটখাট ভুল হতে পারে। কিন্তু পরিনাম অবশ্যই ইসলামের উন্নতির পক্ষে হবে এবং ইসলামের শত্রুরা পরজিত হবে। যদিও খলিফা 'হাসমতে সুগরার' অধিকারী, তথাপি তাঁর যেকোন পদক্ষেপই আল্লাহ্ তা'লার পদক্ষেপ হবে। যদিও তিনি নিজ মুখ দ্বারা কথা বলবেন,তার হাতই কাজ করবে,তার মাথাই কাজ করবে, কিন্তু এ সকল কিছুর পিছনে খোদা তা'লার ঐশী-শক্তি কাজ করবে। (তফসিরে কবির পৃ:৩৭৪-৩৭৭)

খলিফাকে আল্লাহ্ নিজ গুনাবলী প্রদান করেন:

হুযূর (রা.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা যাকে খলিফা বানান, তাঁকে যুগের চাহিদা অনুযায়ী জ্ঞানও দান করেন। এর মানে হচ্ছে-খোদা তা'লা স্বয়ং খলিফা বানান। এর আরেক অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'লা যাকে খলিফা বানান, তাকে নিজ গুনাবলীও প্রদান করেন। যদি খোদা তা'লা তাকে নিজ গুনাবলী প্রদান না করেন, তাহলে খোদার খলিফা বানানোর অর্থ কি? (আল ফজল-১৯৫০)

খলিফাকে সম্মান প্রদর্শন ও মর্যাদা দান করার মাঝেই সফলতা নিহিত:

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, " কুরআন করিমে যা বর্ণিত হয়েছে, তাই হচ্ছে শরিয়ত। আর আচার ব্যবহার হচ্ছে খলিফাগণের নির্দেশনা। কাজেই আপনাদের জন্য আবশ্যকীয় হচ্ছে, আপনারা একদিকে তো শরিয়ত প্রতিষ্ঠা করুন, আর অপরদিকে খলিফার সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করুন। এটি এমন বিষয়, যা মু'মিনকে সফলতা দান করবে। (আল ফজল-১৯৩৭)

খলিফার দোয়াই সবচেয়ে বেশী কবুল হয়:

হুযূর (রা.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা যখন কাউকে খেলাফতের আসনে সমাসীন করেন, তখন তাঁর দোয়ার কবুলিয়্যাতের ব্যাপ্তিকেও বাড়িয়ে দেন। যদি তাঁর দোয়া কবুল না হয়, তাহলে তাঁর মনোনীত হওয়ায় অসম্মান হয়। আমি যে দোয়া করব, তা পর্যায়ক্রমে সকলের তুলনায় অধিক প্রভাব-বিস্তারকারী হবে। (মানসাবে খেলাফত-৩২)

খলিফাই হচ্ছেন শত্রুকে পরাজিত করার মাধ্যম:

হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেন, "যদি তোমরা পরিপূর্ণভাবে খলিফার আনুগত্য কর, তাহলে তোমাদের কঠিন অবস্থা দূরীভূত হয়ে যাবে, তোমাদের শত্রুরা পরাজিত হবে এবং আকাশ থেকে ফিরিশতাগণ তোমাদের জন্য উন্নয়নশীল নতুন-পৃথিবী এবং তোমাদের সম্মান বৃদ্ধিকারী নতুন আকাশ সৃষ্টি করবেন। কিন্তু শর্ত হচ্ছে, তোমরা পরিপূর্ণভাবে খলিফার আনুগত্য কর।(আল ফজল-১৯৩৭)

খলিফার হাতে বয়আত করার পর তাঁর দিক-নির্দেশনা ব্যতিত কোন কাজ করা উচিত নয়:

খলিফার হাতে বয়আত করার পর বয়আতকারীর দ্বায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, "যে জামা'ত সুশৃংখল, সেই জামাতের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্যও রয়েছে, যা ব্যতিত তাদের কোন কাজ সঠিকভাবে চলতে পারে না। তার মধ্য থেকে একটি হচ্ছে, যখন তারা কোন ইমামের হাতে বয়আত করে, তো তাদের উচিত, তারা যেন সর্বদা ইমামের নির্দেশের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। তিনি কি বলছেন এবং তিনি কোন্ পদক্ষেপ নিচ্ছেন, সে মোতাবেক যেন তারা পদক্ষেপ নেয়। সাধারণ সদস্যদের কখনো এরূপ কাজ করা উচিত নয়, যার দ্বায়-দ্বায়িত্ব সমগ্র জামা'তের ওপর এসে পড়ে। যদি এরূপ হয়, তাহলে জামা'তে ইমামের কোন প্রয়োজন নেই। ইমামের অবস্থান তো হচ্ছে তিনি নির্দেশ দিবেন, আর অনুসারীগণের অবস্থান হচ্ছে, তারা তা পালন করবেন। (আল ফজল-১৯৩৭)

খেলাফতের অবজ্ঞা করা মানে পাপে নিমজ্জিত হওয়া:

খেলাফতের কল্যাণকে মূল্যায়ন করার ব্যাপারে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, "খেলাফত যেহেতু আল্লাহ্ তা'লার নেয়ামত সমূহের মধ্য থেকে একটি অনেক বড় নেয়ামত, তাই যারা এ নেয়ামতের অবজ্ঞা করবে, তারা ফাসেক বলে সাব্যস্ত হবে। যখন সে আধ্যাত্মিক-খলিফার অবাধ্যতা করবে, কেবল তখনই তার ওপর ফাসেকের ফতওয়া আরোপিত হবে।(তফসীর কবির-৩৮,৩৮৪পৃ)

প্রিয় পাঠক! উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, যুগ-খলিফার হাতে বয়াত করার পর তাঁর আনুগত্য করার পথে মা,বাবা, ভাই-বোন,আত্মীয়-স্বজন বা কোন ধরনের বিষয় যদি বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে সমস্ত কিছুকে তুচ্ছ করে খলিফার আনুগত্যকে প্রাধান্য দিতে হবে। মু'মিনগণের উচিত কেবল যুগ- খলিফার আনুগত্য করার প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকা। কেননা, বয়আতের পরে সত্যিকারের সম্পর্ক কেবল যুগ খলিফার সাথেই সৃষ্টি হওয়া উচিত। তাছাড়া যার সাথেই সম্পর্ক সৃষ্টি হোক, তা খলিফার বরাতেই হওয়া উচিত। মহান আল্লাহ্ তা'লার নিকট দোয়া করছি, তিনি আমাদের সবাইকে প্রকৃত অর্থে যুগ-খলিফার মর্যাদাকে বুঝার এবং পরিপূর্ণভাবে তাঁর আনুগত্য করার তৌফিক দান করুন। আমাদের মাঝে সেই সত্যিকার আনুগত্যের রুহ্ সৃষ্টি করুন।

পরিশেষে বলতে চাই "এ্যায় আহমদীয়াত কে জাঁ নিসারো, তুম ইতায়াত কা এ্যায়সা নমুনা ইখতিয়ার কারো, তা কে আসমান কে ফেরেশতো ভী ওহ দেখ কে হাসাদ কারে" অর্থাৎ হে আহমদীয়াতের প্রেমিকগণ! তোমরা যুগ-খলিফার এরূপ আনুগত্য কর, যেন তোমাদের আনুগত্য দেখে আকাশের ফিরিশতাগণও হিংসা করে, 'হায় যদি আমরাও তাদের মত আনুগত্য করতে পারতাম!

(সংকলন: মাসিক ফুরকান ও আল ফজল ইন্টা.)

২৭ মে, খেলাফত দিবস

ইসলামে খেলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ

মাহমুদ আহমদ সুমন

মুসলিম জাহান আজ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত আজ সর্বগ্রাসী অবক্ষয়ের শিকার হয়ে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। মুসলিম জাতি আজ শতধা বিভক্ত হয়ে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত। মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর পরস্পরের মাঝেই ঐক্য নেই। মুসলমানদের এই অনৈক্যের কারণেই ভ্রাতৃঘাতী দ্বন্দ-সংঘাতে লিপ্ত হয়ে পড়ছে। তারা সর্বত্রই মুসলমানরা আজ মার খাচ্ছে, এর কারণ কি? শ্রেষ্ঠ নবীর শ্রেষ্ঠ উম্মতের এই চরম অধঃপতন ও বিপর্য তো কখনো কাম্য হতে পারে না। সমগ্র মুসলিম বিশ্বের এই চরম বিপর্যয়ের একমাত্র কারণ হলো তাদের কোন ঐশী নেতা নেই। মুসলিম জাহান আজ নেতৃত্ব শূন্য অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে, যার ফলেই এই অধঃপতন।

বিশ্ববাসীকে ধ্বংস ও পতন থেকে রক্ষা করে পূণ্যের পথে চালিত করার জন্যেই হযরত মুহাম্মদ মুস্তোফা (সা.) এই পৃথিবীতে এসেছিলেন এবং ঐশী নেতৃত্বের প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য স্বীকার করে, একতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে ভ্রার্তৃত্বের সেতুবন্ধন সুদৃঢ়তর করে প্রগতির পথে চলতে বলেছেন। আজ সমগ্র মুসলিম জাহান কোন্ পথে চলছে?

প্রিয় নবী (সা.) এর ওফাতের পর মুসলমানদের মধ্যে ঐশী খেলাফত ব্যবস্থা কায়েম হয়েছিল। সতকর্মশীল মু'মিনদের সঙ্গে মহান আল্লাহ্ এই খেলাফত ব্যবস্থা কায়েমেরই অঙ্গীকার করেছেন। আমরা জানি, মহানবী (সা.)এর লাশ মোবারকের দাফন কার্য সমাধা করবার পূর্বেই উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সম্মিলিতভাবে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা.)কে খলীফা মেনে নিয়ে তাঁর হাতে বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। এ ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হয় যে, ইসলামে খেলাফতের গুরুত্ব ব্যাপক। নবুওয়াতের পর যে বিষয়টি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য তা হচ্ছে খেলাফত।

ধর্মীয় ইতিহাস থেকে জানা যায়, আল্লাহ্ তা'লা সকল নবীর পরেই খেলাফত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। খেলাফত ছাড়া নবীর কাজ পরিপূর্ণতা লাভ করে না। তাই নবী-রাসূলরা যে মহান দায়ীত্ব নিয়ে এই পৃথিবীতে আগমন করেন, তাঁদের এই মহান দায়ীত্ব ও উদ্দেশ্যকে চূড়ান্ত বিজয়ে পৌঁছান আল্লাহ্ মনোনীত খলীফাগণ।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি, তাহলে দেখতে পাই, মহান খোদা তা'লা এই খেলাফতের কথা অনেক স্থানে উল্লেখ করেছেন। খেলাফত সম্পর্কে এত স্পষ্টভাবে বলা এটাও প্রমাণ করে ইসলামে খেলাফত একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কারা মু'মিন এবং কারা মু'মিন নয় বা কারা সত্যিকারের ঈমানদার তা পরীক্ষা করার নিমিত্তে খেলাফত ব্যবস্থা একটি ঐশী মানদণ্ড।

মহানবী (সা.) বলেছেন, "সুম্মা তাকুনু খিলাফাতুন আলা মিনহাজিন নবুওয়ত" অর্থাৎ নবুওয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। (মুসনাদ আহমদ, মিশকাত)। সূরা নুরের ৫৬ নম্বর আয়াত এবং মহানবী (সা.)-এর এই হাদিস দ্বারা বিষয়টি পরিষ্কার যে, আল্লাহ্ তা'লা ঈমান আনয়নকারী ও পূণ্যকর্মকারীদের মাঝে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করবেন। অর্থাৎ উম্মতে মুহম্মদীয়া যখন কুরআনের শিক্ষার ওপর সঠিকভাবে আমল করবে, তখন আল্লাহ্ এ অঙ্গীকার পূর্ণ করবেন। আর তখন রসূল করীম (সা.)-এর কথা মত নবুওয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত ব্যবস্থা জারী হবে। আর আজ আহমদীয়া জামা'তে সেই খিলাফত বিদ্যামান রয়েছে।

খলীফার মাধ্যমে মুসলমানরা এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করে এবং সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে এমনভাবে আবদ্ধ করেন যে, মনে হয় সবাই ভাই-ভাই। এছাড়া সমগ্র বিশ্বের ধনী-দরিদ্র, সবল-দূর্বল, শিক্ষিত-অশিক্ষিত জনগণকে এক সাধারণ যোগসূত্রে গ্রথিত করে প্রগতিশীল জাতিতে সংঘবদ্ধ করার জন্য ঐশী-নেতৃত্বের অতি প্রয়োজন।

বিভেদ বা সংঘাত নয়, সত্য প্রতিষ্ঠা এবং একক নেতৃত্বের অধীনে থেকে জীবন অতিবাহিত করার শিক্ষাই পবিত্র কুরআন ও হাদীসে দেওয়া হয়েছে। ইসলাম শান্তি ও ঐক্যের ধর্ম। ঐক্য প্রতিষ্ঠাই ইসলামের মূল লক্ষ্য।

ইসলামে খেলাফতের গুরুত্ব যে অপরিসীম, এই ব্যাপারে সকল যুগের জ্ঞানী-গুনি, পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ তাদের মত প্রকাশ করেছেন। সকলেই অকপটে শিকার করেছেন যে, ঐক্য ছাড়া ইসলামের উন্নতি হতে পারে না। ইসলামের উন্নতির জন্য ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক আর এই ঐক্য প্রতিষ্ঠা কিভাবে হবে? তা হতে পারে একমাত্র ঐশী খেলাফতের অধিনে জীবন

২৭ মে, খেলাফত দিবস

অতিবাহিত করার মাধ্যমেই।

বহু পূর্ব থেকেই ইসলামে একক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে অনেকেই অনেক আন্দোলন, চেষ্টা-প্রচেষ্টা করেছে, কিন্তু তাদের সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

দেখা যায়, ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময় পৃথকভাবে যে আরব-ঐক্য গড়ে ওঠেছিল, ইরাক-কুয়েত যুদ্ধে তা-ও নষ্ট হয়ে গেছে। বিশেষতঃ OIC-এর মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বে যে অতি প্রয়োজনীয় একক নেতৃত্ব কিংবা নেতৃত্বের ঐক্য গড়ে উঠবার সম্ভাবনা অনেকেই দেখেছিলেন, তা-ও ধূলায় লুণ্ঠিত হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আবারও নতুন করে দেখা দিয়েছে, কীভাবে মুসলিম ঐক্য গড়ে উঠবে। এই প্রশ্ন আজ সব মুসলমানেরই মনে, হোক সে সুন্নী বা শিয়া, মাযহাবী বা লা-মাযহাবী অথবা ওয়াহাবী। সবাই আজ উপলব্ধি করছেন, ইসলামে একক নেতৃত্বের খুবই প্রয়োজন। কিন্তু তারা জানে না যে, ঐশী খেলাফত কারো চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফলে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নয়। এটি কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লা প্রতিষ্ঠা করেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) একবার বিরোধীদের চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছিলেন, "সমগ্র মুসলিমবিশ্ব সম্মিলিতভাবে শক্তি ও বল প্রয়োগ করে (যদি পারে) খেলাফত প্রতিষ্ঠা করে দেখাতে পারে, কিন্তু তারা পারবে না। কারণ খেলাফতের সম্পর্ক আল্লাহ্‌র ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহ্ তা'লা খলীফা হিসাবে এমন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করেন যাকে তিনি তাকওয়াশীল মনে করেন।" (জুমুআর খুতবা, ২ এপ্রিল, ১৯৯৩)

মানবীয় প্রচেষ্টায় যে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না ঐতিহাসিকভাবেও এটা সত্য বলে প্রমাণিত। খেলাফত প্রতিষ্ঠা করার জন্যে যারা তথাকথিত আন্দোলন করছেন তাদেরও যে একই পরিণতি দেখতে হবে সে কথাও জোর দিয়ে বলা যায়। সমগ্র বিশ্ববাসীই আজ হারে হারে টের পাচ্ছে, ইসলামে খেলাফতের প্রয়োজন অতিব্যাপক।

পৃথিবীতে আজ এমন কোন দেশ নেই, এমন কোন জাতি নেই যারা বলবে না যে একক নেতার প্রয়োজন নেই। মস্তক বিহীন দেহের যেমন কোন মূল্য নেই, তেমনি খলীফা বিহীন মুসলমান জাতিরও আল্লাহ্‌র দরবারে কোন মূল্য নেই। আমরা সকলেই জানি, শরীয়তের বিধান অনুসারে 'খলীফা' নির্বাচন করা মুসলমানের জন্য অত্যন্ত জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। কেননা খলীফাহীন ইসলাম, কর্ণধারবিহীন তরীতুল্য, যা বিপন্ন ও লক্ষ্যভ্রষ্ট। তাই সঠিক রাস্তা দেখিয়ে মঞ্জিল পর্যন্ত পৌছানোই হল খলীফার কাজ। খলীফা ছাড়া আমরা সেই মঞ্জিল বা লক্ষ্য স্থলে কোনমতেই পৌছতে পারবো না।

ইসলামের পরিপক্কতা তখনই প্রকাশ পায় যখন এর মাঝে একক নেতৃত্ব বিদ্যমান থাকে। নবী রসূল আসেন মানুষকে ইমানদার ও খোদার হুকুম পালনকারী বান্দা বানানোর জন্য। নবী যে সব কাজ মানুষের কল্যাণের জন্য করেন, তারই ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন খলীফা। এজন্য নবীর ইন্তেকালের পর আল্লাহ্ তাঁর অনুগত বান্দাদের মধ্যে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করেন। আর এই খলীফা বানানো স্বয়ং আল্লাহ্‌র কাজ। কারণ মানুষ খলীফা নিযুক্ত করলে সে মানুষেরা আল্লাহ্‌র সাহায্য পাবে কিভাবে? আল্লাহ্ এ ব্যবস্থা রেখেছেন যে, নবী রাসূলগণের রূহানী সত্তা বা রূহানী ফয়েয যেন পৃথিবীর ঈমানদার মানুষের মধ্যে বিরাজমান থাকে।

সৌর জগতে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ, নক্ষত্ররাজি যেভাবে সূর্যকে কেন্দ্র করে আপন আপন কক্ষে ঘূর্ণায়মান হয়ে এক মহান দায়ীত্ব পালন করে ও স্বকীয়তা বজায় রাখে, তদ্রুপ মানব মণ্ডলীও সমসাময়ীক ঐশী ইমামের পরিচালনায় এক সবল, সতেজ সংগঠনে একত্রিত হয়ে আধ্যাত্মিক ও সামাজিক উন্নতি সাধন করে মরুজগতকেও স্বর্গরাজ্যে পরিণত করতে পারে।

খেলাফত এমন এক ঐশী ব্যবস্থাপনা, যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার তৌহিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। খেলাফত ছাড়া প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্‌র একত্ব প্রতিষ্ঠা হওয়া কখনো সম্ভব নয়। যেখানে খেলাফত নেই, সেখানে তৌহিদ প্রতিষ্ঠা হতেই পারে না। একমাত্র খেলাফতের মাধ্যমেই সম্ভব তৌহীদ প্রতিষ্ঠা করা। কারণ পবিত্র কুরআনে (সুরা নূরের ৫৬) এই সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, ***"ইয়া'বুদুনানি লা ইউশরিকুনা বি শাইআ"*** অর্থাৎ তারা আমার ইবাদত করবে এবং কোন বস্তুকে আমার সাথে শরীক করবে না।

এখানে আল্লাহ্ তা'লা এটাই স্পষ্ট করে বুঝিয়েছেন, যারা খেলাফতের রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখবে, তারা কোন দিন শিরক করবে না, তারা এক খোদার ইবাদতে নিমগ্ন থাকবে, তারা আল্লাহ্‌র তৌহীদ প্রতিষ্ঠাকারী হবে। আর যাদের মাঝে এই খেলাফত থাকবে না, তারা আল্লাহ্‌র তৌহীদ থেকে দূরে সরে যাবে। যেমন আজ আমরা খেলাফতহীন দলগুলোর মাঝে নানা ধরনের শিরক দেখতে পাই। যা দেখে খুবই আফসোস হয়, হায়রে মুসলমান! কত উচ্চ শিক্ষা ইসলামের, আর আজ তা না বুঝার কারণে মুসলমানরা কোন পর্যায়ে নেমেছে। পীরপূজা, কবর পূজা, আগুন পূজা, গাছ পূজা ইত্যাদি হরদম চলছে।

একথা স্পষ্টভাবে বলা যায়, যতদিন পর্যন্ত সমস্ত বিশ্ব ইসলামী খেলাফতের অধীনে না আসবে, ততোদিন পর্যন্ত শিরক -এর প্রাধান্য বৃদ্ধি পেতে থাকবে। খেলাফতই হল আল্লাহ্‌র তৌহীদ প্রতিষ্ঠা করার একমাত্র মাধ্যম। এ ছাড়া আর কোন মাধ্যম আল্লাহ্ রাখেননি। তাই আমাদের উচিত আল্লাহ্‌র তৌহীদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নেযামে খেলাফতের রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরা। আর এরফলেই আমরা শিরক মুক্ত বিশ্ব গড়ে তুলতে পারবো।

খোদার নৈকট্য অর্জন করতে হলে একতা আবশ্যক। আমরা রসূল করীম (সা.)-এর জীবনের দিকে যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাই ইসলামের বিজয় এনে দিয়েছিল কেবল একক নেতৃত্বের কারণেই। ঐশী নেতার প্রতি সাহাবাদের প্রবল আনুগত্যই হাজার হাজার মুশরিকদের বিরুদ্ধে জয় লাভ করার প্রধান কারণ ছিল। মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পরও আমরা একক ইসলামী খলীফার নেতৃত্বে সমগ্র বিশ্ব পরিচালিত হতে দেখেছি। আর এক খলীফার আনুগত্যর ফলেই সাহাবীরা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভ করতে পেরেছিলেন এবং আধ্যাত্মিকতার দিক থেকেও তাদের মান ছিল উচ্চ পর্যায়ের। তাই নিঃসন্দেহ বলা যায়, কোন জাতি আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে হলে খলীফার প্রয়োজন সর্বপ্রথম।

ঐশী খেলাফতের মর্যাদা ও গুরুত্বকে উপলব্ধি করে খোদা তা'লার নির্দেশে আহমদীয়া জামা'তে খেলাফত ব্যবস্থা পুনরায় জারি হয়। ক্ষুদ্র ও দুর্বল একটি জামা'তের মাঝে আজ থেকে একশত ছয় বছর পূর্বে মহান আল্লাহ্‌র সাহায্যে যে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই খেলাফত ব্যবস্থা আজও টিকে আছে এবং শুধু টিকেই নেই, সারা বিশ্বে প্রতিদিন এর প্রভাব বিকাশ করে বিশ্বের ২০৪ টি দেশকে আত্মস্থ করে নিয়ে দিন দিন এটি উন্নিতির পথে ধাবমান রয়েছে। এ খেলাফতকে ধ্বংস ও অকার্যকর করার জন্য ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বহু চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র করুনার ছায়ায় যার অবস্থান একে ধ্বংস করে এমন সাধ্য কোন মানবীয়-শক্তির নেই।

আমাদের ওপরে আল্লাহ্ তা'লার অসীম করুনা, তিনি আমাদেরকে খেলাফতের ছায়ায় আশ্রয় নেওয়ার তৌফীক দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ। আজ এই ঐশী খেলাফতের গুরুত্বকে উপলব্ধি করে একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামাতই পেরেছে সমগ্র বিশ্বে শান্তির বার্তা ছড়াতে।

আজ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ৫ম খলীফার বরকতে আহমদী মুসলমানরা সারা পৃথিবীর মানুষের হৃদয়ে পৌছে দিচ্ছেন লা

শরীক আল্লাহ্‌র বাণী। ইলাহী আলোয় আজ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে সত্যিকারের ইসলাম। আজ খেলাফতের মর্যাদাকে উপলব্ধি করে বনী আদমের প্রাণে প্রাণে সঞ্চারিত হচ্ছে ঐশী প্রেম। ঐশী ডাক আজ উচ্চারিত হচ্ছে তাঁর কণ্ঠে।

বিশ্ব যেন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়, সেজন্য নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বিশ্বের ক্ষমতাধর রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে ধ্বংসযজ্ঞ বন্ধের আহ্বান জানিয়ে শান্তির বার্তা পাঠিয়েছেন। হায়! যদি তারা এই ঐশী ইমামের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশ পরিচালনা করতো, তাহলে বিশ্ব অবশ্যই হতো শান্তিময়।

হযরত মসীহ মাউদ (আঃ)-ইন্তেকাল করলেন, ১৯০৮ মনের ২৬ মে, আর ২৭ মে খোদা তা'লার ওয়াদা অনুযায়ী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হল। খেলাফতের কল্যাণের ধারাকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য একের পর এক ষড়যন্ত্র করা হয়। ১৯৭৪ সনে আহমদীদেরকে নট (Not) মুসলিম ঘোষণা করা হয়। জুলফিকার আলী ভুট্টো এই ঘোষণা দেয় যে আহমদীয়াতকে দুনিয়া থেকে মিটিয়ে দিব। আহমদীদের হাতে কি আছে? কিছুই তাদের হাতে নেই। সংখ্যার দিক থেকেও তারা অনেক কম। তাদেরকে মিটিয়ে দেওয়া কোন ব্যাপার না। হ্যাঁ, তাদের হাতে থাকতে পারে অনেক বড় বড় অস্ত্র, বড় বড় নেতা, তাদের হৃদয়ে কত অহংকার যে আমরা কত শক্তিশালী। আমাদের সাথে লড়ার সাহস কার আছে?

আজ বিশ্ববাসী চিন্তা করে দেখুক, কোথায় জুলফিকার আলী ভুট্টো আর কোথায় আহমদীয়া মুসলিম জামাত। আজ জুলফিকার আলী ভুট্টোর নাম পৃথিবীর কতটি দেশে ছড়িয়ে আছে? পৃথিবীর কতজন তাকে চিনে? আর জামাতে আহমদীয়া আজ কোথায় পৌঁছেছে? এটাকি খেলাফতের মহান কল্যাণ সমূহের মধ্যে থেকে একটি কল্যাণ নয়?

পাকিস্তানের সরকার ১৯৮৪ সালে এই অর্ডিন্যান্স জারি করলেন যে, আহমদীরা কালেমা উচ্চারণ করতে পারবে না, নামাজ পড়তে পারবে না, সালাম দিতে পারবে না, কোন ইসলামী আচার-অনুষ্ঠান তারা পালন করতে পারবে না। এর সাথে এই কথাও বললো যে আহমদীরা হল ক্যান্সার। তাদেরকে এই দুনিয়া থেকে মিটিয়ে দেওয়া হবে। আর কে বলেছিল এই কথা? কোন সাধারণ মানুষ নয়, শক্তিশালী ক্ষমতাধর জেনারেল জিয়াউল হক, যার হাতে ছিল অনেক উন্নত মানের শক্তি। আর তার মোকাবেলায় জামা'তে আহমদীয়ার খলীফার হাতে কি শক্তি ছিল? এই জামা'তের কাছে কোন্ শক্তি ছিল?

কিন্তু জেনারেল জিয়াউল হক জানতো না যে জামাতে আহমদীয়ার খলীফা সেই শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব, যার সাথে খোদা ছিলেন। সেই কথা যা মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন "ইয়াদুল্লাহে ফাওকাজ জামআ" অর্থাৎ জামা'তের উপর খোদার হাত আছে। কোথায় সেই জিয়াউল হক, আর কোথায় আজ জামাতে আহমদীয়া? যাকে ক্যান্সার বলা হয়েছিল সে জামা'ত আজ কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে।

একটু ভেবে দেখুন। পাকিস্তান সরকার যখন এই অর্ডিন্যান্স জারি করেছিল, তখন হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) বলেন, আজ কালেমার ওপর যেহেতু এই নাপাক হামলা করা হয়েছে, তাই আমি ইসলামী জাহানকে সম্বোধন করে বলছি, আজ প্যালেস্টাইনের প্রশ্ন নয়, আজ জেরুজালেমেরও প্রশ্ন নয়, আজ মক্কার প্রশ্ন নয়, আজ ঐ এক অদ্বিতীয় খোদার ইজ্জত ও প্রতাপের প্রশ্ন, যার নামের দরুন এই মাটির শহরগুলো মর্যাদা লাভ করেছিল। আর আজ তার তৌহীদের ওপর আক্রমণ করা হচ্ছে। তবলীগের যে জ্যোতি মৌলা আমাদের অন্তরে জ্বেলেছেন এবং আজ সহস্র সহস্র অন্তরে যে শিক্ষা প্রজ্জ্বলিত, তা নিভাতে দিবে না। এক অদ্বিতীয় খোদার কসম এটিকে নিভাতে দিবে না। এই পবিত্র আমানতের হেফাযত করুন। আমি মহামহিমান্বিত খোদার নামে শপথ করে বলছি, যদি আপনারা এই আমানতের হেফাযতকারী হয়ে যান, তা হলে খোদা তা'লা এটিকে কখনও নিভতে দিবে না। এর শিক্ষা উন্নত ও উচ্চতর হতে থাকবে ও বিস্তার লাভ করবে। এক হৃদয় থেকে আরেক হৃদয়কে ক্রমাগত আলোকিত করে বাড়তে থাকবে। এবং সমগ্র ভু-পৃষ্ঠকে ঘিরে ফেলবে, সমস্ত অন্ধকারকে আলোক মালায় পরিবর্তিত করবে।

একদিকে জেনারেল জিয়াউল হকের সমস্ত শক্তি, অপর দিকে এই দুর্বল ব্যক্তির আহ্বানে লক্ষ লক্ষ আহমদী সাড়া দিল। আর সমস্ত দুনিয়ায় হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের দ্বীনকে হাতে নিয়ে ঢলে পড়ল, যার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত কয়েক বছর পূর্বে আমরা লন্ডন জলসার সময় দেখেছি। বিভিন্ন দেশের রাজাদেরও রাজা আজ এই ঐশী খেলাফতের পতাকাতলে আশ্রয় নিচ্ছেন। এই সব দৃষ্টান্ত কি খেলাফতের কল্যাণ নয়? এক বছরেই লাখ লাখ এবং কোটি পর্যন্ত লোক এই খেলাফতের রজ্জুকে আকড়ে ধরে শান্তির নীড়ে প্রবেশ করছে। কোটি কোটি হৃদয় আজ এক খলীফার নেতৃত্বে, এক খোদার ইবাদত করছে এটা কি খোফতের বরকত ও কল্যাণ নয়?

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) বলেছেন,

"খেলাফত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য পৃথিবীতে তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করা। আল্লাহ্ তা'লা খেলাফত প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং এর সুফল লাভের বিষয়টিও নিশ্চিত করেছেন। আহমদীয়া জামা'তের মাঝে খেলাফতের চির সবুজ ও সদা বহমান সুগন্ধ ছড়ানোর ক্ষমতাসম্পন্ন এক বৃক্ষ্য। এটি এমন এক বৃক্ষ যে, এর-শিকড় অত্যন্ত দৃঢ় কোন ঝড়-বৃষ্টি একে উপড়ে ফেলতে পারবে না। এটিতে সর্বদা বসন্ত কাল বিরাজ করে, এর পাতা কখনই ঝড়ে পড়ে না, আর এটাতে সব সময় টাটকা ও পাকা ফল পাওয়া যায়।" (আলফযল, ৬ ফেব্রুয়ারী ২০০১)

সমগ্র বিশ্বে আজ পর্যন্ত কোন ফের্কা পারেনি স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টা ইসলাম প্রচার করতে। কিন্তু একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামাত আল্লাহ্‌র কৃপায় তা করে দেখিয়েছেন M.T.A-এর মাধ্যমে, বর্তমান আরব বিশ্বের জন্য M.T.A-এর পৃথক চ্যানেল M.T.A-3 চালু হয়েছে। **internet**-এর মাধ্যমেও ইসলাম প্রচার করে যাচ্ছে। সারা বিশ্বে এই প্রচার মাধ্যম চালু রয়েছে। এ সব কি খেলাফতের কল্যাণ নয়?

যেখানে সর্বপ্রথম ৪০ জনের বয়াতের হিসাব হয়েছিল, আর আজ খোদা তা'লা তা কোটি কোটিতে পরিণত করে দিয়েছেন। যেখানে একটি গ্রামে আহমদীয়া জামা'ত ছিল, আর আজ ২০৪টি দেশে হাজার হাজার আহমদী জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আজ আহমদীয়া জামা'তের যে ক্রমন্নতি দেখতে পাচ্ছি তা কিসের ফলে? এই অসাধারণ উন্নতি একমাত্র খেলাফতের বরকত এবং কল্যাণের ফলেই হয়েছে। কারণ, এর দায়ীত্বভার স্বয়ং খোদা তা'লা গ্রহণ করেছেন। আজ আমরা সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি, যাদের আমলকে খোদা তা'লা কবুল করেছেন। আজ আমরা সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি, যাদের আমলে সালেহ্‌কে খোদা তা'লা স্বীকৃতি দিয়েছেন। যার নেয়ামত 'খেলাফতের কল্যাণ' আমাদের দান করেছেন।

আজ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের খলীফার নেতৃত্বে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পবিত্র কুরআন অনুবাদ করে পথ হারাদের মাঝে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। পবিত্র কুরআন মাজিদ প্রায় শতাধিক ভাষায় অনুবাদ করে কোটি কোটি হৃদয়কে আল্লাহ্‌র বাণী বুঝার সুযোগ করে দেওয়া কি খেলাফতের কল্যাণ নয়?

২৭ মে, খেলাফত দিবস

আজ সমগ্র বিশ্বে কোটি কোটি মুসলামান রয়েছে। কিন্তু তাদের কোন নেতা নেই, যিনি সবার জন্য দোয়া করবেন, আল্লাহ্‌র নিকট চাইবেন, জাতির দুঃখে পাশে এসে দাঁড়াবেন। আজ এই সৌভাগ্য কার? শুধুমাত্র জামাতে আহমদীয়ারই রয়েছে। কারণ খোদার ওয়াদা এখানে পূর্ণ হয়েছে। আজ ঐশী খলীফা ঢাল হয়ে আমাদেরকে হিফাযত করছেন। শত্রু পক্ষের সমস্ত তীরকে নিজের বুকের মধ্যে নিচ্ছেন। আর আমাদেরকে আরাম দিচ্ছেন। আজ আমরা হাজার হাজার চিঠি লিখছি তাঁর কাছে, আর তিনি বলছেন পত্র পাওয়ার আগেই আমি তোমাদের জন্য দোয়া করছি। আমাদের জন্য দোয়ার এক ভাণ্ডার রয়েছে। আজ আমরা দুনিয়ার যে প্রান্তেই থাকি না কেন, আমাদের হৃদয়ে অন্তত এই বিশ্বাস রয়েছে যে, আমাদের এক আধ্যাত্মিক নেতা আছেন, যার কাছে দোয়ার জন্য বলবো আর তিনি আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আজ যদি দুনিয়ার এক প্রান্তে কোন এক আহমদী কষ্ট পায়, তবে খলীফায়ে ওয়াক্তের হৃদয় সেই কষ্টে ব্যথিত হয় এবং তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে কাঁদেন। আল্লাহ্ তাঁর দোয়া কবুল করেন।

ঐশী-ইমাম যে রকম ব্যথিত হৃদয় নিয়ে দোয়া করেন, অন্য কারো পক্ষে তা করা সম্ভব নয়: হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেছেন, "তোমাদের জন্য একজন আছে, যার হৃদয়ে তোমাদের জন্য ব্যথাবোধ আছে, যিনি তোমাদেরকে ভালবাসেন। তিনি তোমাদের দুঃখে দুঃখিত হন। তোমাদের কষ্টকে নিজের কষ্ট মনে করেন এবং খোদার দরবারে দোয়া করেন"। (মনসবে খেলাফত; পৃ: ৫)

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) একবার মজলিসে শূরার সমাপ্তি-দোয়ার পূর্বে বললেন, "আমি কি বলে প্রকাশ করব? আমার অন্তর আপনাদের মঙ্গল কামনায় কতটা ব্যাকুলতা আমি প্রকাশ করতে অক্ষম। আমার প্রতিটি রক্তবিন্দু, আমার অস্তিত্বেও প্রতিটি রন্ধ্র আপনাদের কল্যাণ কামনায় নিবেদিত। আপনাদের পক্ষ থেকে যেকোন সুখবর, যেকোন খুশির খবর আমার জন্য নবজীবনের বার্তা বহন করে আনে।" (মাসিক পত্রিকা, পরিশিষ্ট তাহরীকে জাদীদ রাবওয়াহ-এপ্রিল ১৯৮৭ইং)

হৃদয়ের কথা, হৃদয়ের ভাষা, ভালবাসার কথা, ভালবাসাপূর্ণ হৃদয়বানরা বোঝেন। প্রত্যেক আহমদী, যারা যুগ- খলীফার সাথে সম্পর্ক রাখে তারা বুঝে, হুযূর (আই.) একজন আহমদীকে কত ভালবাসেন। অন্যেরা তা বুঝবে না। এখানে যারা বসে আছেন, তাদের মধ্য থেকে অনেকেই এমন আছেন যারা সমস্যা থেকে উদ্ধারের জন্য দোয়া চেয়ে হুযূরের কাছে লিখেছেন এবং হুযূরের দোয়ার বরকতে সেই সমস্যা দূর হয়েছে। হাজার হাজার দোয়া কবুলের ঘটনা প্রত্যেক খলীফার জীবনে ঘটেছে। আলহামদুলিল্লাহ্।

অনেকেই বলেন, আমরা দোয়া করি কিন্তু দোয়া কবুল হয় না। আসলে আমাদের দোয়া ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণীয় হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা আল্লাহ্ প্রদত্ত খলীফার পরিপূর্ণ আনুগত্য করবো।

এ প্রসঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) বলেন, "আমার নিজ ব্যক্তিত্বের কোনই মূল্য নেই। আমার ভেতরের অবস্থা তো বলার মত নয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যেহেতু খলীফা বানিয়েছেন, আমাকে খেলাফতের আসনে বসিয়েছেন। যে আহমদীর অন্তরে খলীফার জন্য ভালবাসা নাই, অথবা মাকামে খেলাফতের সাথে প্রকৃত ভালবাসা নাই, যুগ খলীফার দোয়া তার পক্ষে কবুল হবে না। সুতরাং মৌখিকভাবে এবং বাস্তবিক অর্থে খলীফার আনুগত্য একান্ত জরুরী। আল্লাহ্ তা'লা তারই দোয়া কবুল করেন যে প্রকৃত অর্থে খেলাফতের সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করে" (আল ফযল, ২৭ জুলাই, ১৯৮২)।□

আমরা, যারা এ ঐশী খেলাফতের অধিনে থেকে নিজেদের জীবন পরিচালনা করছি, আমাদের উচিত আল্লাহ্ তা'লার দরবারে অনেক বেশি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা । যেভাবে আল্লাহ্ ত'লা সূরা ইব্রাহীমের ৮নং আয়াতে ইরশাদ করেছেন, যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তাহলে নিশ্চয় তোমাদেরকে আরও অধিক দান করবো। কিন্তু যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, তাহলে (জেনে রেখ) আমার আযাব বড়ই কঠোর"। তাই আমাদের মনে রাখা দরকার যে, খেলাফত একটি মহা পুরস্কার। যারা এ পুরস্কারের অকৃতজ্ঞা করবে, তারা দুস্কৃতিপরায়ণ হবে।

এ নেয়ামতের কদর করতে আমাদেরও কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে, যেমন যুগ খলীফার সকল আদেশ নিষেধ মেনে চলা, তাঁর পরিপূর্ণ আনুগত্য করা। জুমুআর খুতবা সরাসরি শ্রবণ করা। ক্রন্দনরত দোয়া ও আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করা। আমাদের সন্তানদেরও জীবনের প্রারম্ভেই নেক কাজের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলা, নিত্যদিন কুরআন তেলাওয়াতসহ পাঁচওয়াক্ত নামায আদায়ে অনুরাগী করাসহ যুগ খলীফার সকল আদেশকে এমন ভাবে মান্য করা যেন এর চেয়ে গুরুত্ব পূর্ণ আর কিছু নাই। সবেচেয়ে মূল্যবান জিনিস যেন যুগ খলীফার আদেশের সামনে তুচ্ছ মনে হয়।

আমরা যদি যুগ খালীফার সকল নির্দেশের ওপর শতভাগ আমল করে চলি, তাহলেই আমাদের দায়ীত্ব আমরা সঠিকভাবে পালন করেছি বলে বিবেচিত হবে। তাই যুগ খলীফার বিভিন্ন তাহ্‌রীকে যদি আমরা লাব্বায়েক বলে সারা দেই, তবেই না আমরা আল্লাহ্ তা'লার প্রিয় ভাজন হতে পারবো।

যারা খলীফার আনুগত্য না করে জামাতী নেযামের বাইরে চলে যায়, তাদের পরিণাম ভয়াবহ। যেভাবে হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজেকে জামা'ত থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে, সে জাহান্নামে পড়েছে। মূলত: এটি তৌহীদের প্রতিফলন বা বিকাশ যে, আল্লাহ্ তা'লা মানব জাতিকে একজন ইমামের হাতে একত্রিত করে রাখতে চান।

সৈয়্যদনা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেছেন, "এমন ব্যক্তি এ জামা'তের জন্য উপকারে আসতে পারবে যে নিজেকে তার ইমামের সাথে সম্পৃক্ত রাখবে। যে ব্যক্তি তার ইমামের সাথে সম্পর্ক রাখবে না, সে যত বড় জ্ঞানী হোক না কেন, পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞানের অধিকারীই হোক না কেন, সে ততটা কাজও করতে পারবে না যতটা একটি ছাগল-ছানাও করতে পারে"। (আল ফযল; ২০ নভেম্বর, ১৯৪৬ইং)

পরিশেষে এটাই বলবো, খিলাফত হলো সেই চুম্বক যা আল্লাহ্ তা'লার দয়া ও করুণাকে আকর্ষণ করে। খেলাফতই হলো আল্লাহ্‌র রজ্জু, খেলাফতই হলো আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের ঐশী-পথ, খেলাফতই হলো ঐশী প্রতিশ্রুতি পূর্ণতার এক উজ্জ্বল নিদর্শন, খেলাফতই হলো আত্মরক্ষার ঐশী ব্যবস্থাপনা, খেলাফতই হলো শান্তি ও নিরাপত্তার-বলয়, খেলাফত হলো মহান পুরষ্কার-***"আজরান আযীম"*** (৪৮:৩০) আর এরই জন্য খেলাফতই হলো জান্নাত।

তাই আসুন, আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত ঐশী নেয়ামত খেলাফতের এই রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করে আমরা আহমদীয়া খেলাফতের পঞ্চম খলিফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর সাথে কৃত অঙ্গীকার রক্ষায় নিজেদেরকে পরিপূর্ণভাবে তাঁর সমীপে সমর্পণ করে ইহজীবনেই জান্নাতের স্বাদ পেয়ে ধন্য হই। আল্লাহ্ আমাদের এই একাগ্র বাসনাকে পূর্ণতা দান করুন। আর আজও যারা এই ঐশী খেলাফতের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেয়ার সৌভাগ্য লাভ করতে পারেননি, তারাও যেন অতি দ্রুত এতে সামিল হয়ে যায়। আর যারা না বুঝার কারণে এই খেলাফতের বিরোধীতা করছে, তারাও যেন বুঝতে পারে।

আল্লাহ্ তা'লা এমনই করুন। আমীন।

২৭ মে, খেলাফত দিবস

আমার শ্রদ্ধেয় ভাই ‘মাহমুদ আহমদ’ স্মরণে কিছু কথা

আমাতুল কুদ্দুস শাহানা

গত ২৩ এপ্রিল আমাদের প্রিয় বড় ভাই মাহমুদ আহমদ সাহেবের ইন্তেকালে আমরা সবাই খুব ব্যাথা পেয়েছি এবং মর্মাহত হয়েছি। কিন্তু ২৫ এপ্রিল জুমুআর খুতবায় হুযূর (আই.)-এর মুখে ভাইয়ের প্রশংসা শুনে আনন্দে মনটা ভরে গেছে।

ভাই অনেক ছোট বেলায় পাকিস্তানের রাবওয়া চলে গিয়েছিলেন। তখনকার কথা আমার কিছুই মনে নেই। এরপর ১৯৬৯ সালে ভাই রাবওয়া থেকে বাড়িতে এসেছিলেন, তখন আমি ছোট ছিলাম। ভাই জাল নিয়ে মাছ ধরতে যেতেন আর আমি ভাইয়ের সাথে সাথে ডালা নিয়ে মাছ তুলতে যেতাম। বোনদের মাঝে আমি সবার ছোট ছিলাম, তাই তিনি আমাকে সবচেয়ে বেশি আদর করতেন।

এরপর ভাই ১৯৭৭ সালে বিয়ে করতে এলেন, তখন আমাকে দেখে তিনি আমার বড় আম্মাকে বললেন ‘মা! এবার শাহানারও বিয়ে দিয়ে যাব’। আমার মনে আছে একদিন ভাই আমাকে বললেন, কুরআন পড়তে পার? আমি বললাম পারি। ভাই বললেন, শুনাও। আমি ভাইকে কুরআন শরীফের প্রথম দুই রুকু তেলাওয়াত করে শুনালাম, ভাই খুশি হলেন এবং বললেন, খুব ভাল হয়েছে। এরপর ভাই মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সাহেবের সাথে আমার বিয়ের প্রস্তাব দেন। মওলানা সাহেব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর কাছে অনুমতির জন্য গেলে, হুযূর (রাহে.) যখন জানলেন, মাহমুদ বাঙালীর বোন এবং মওলানা মহিবুল্লাহ্ সাহেবের মেয়ের সাথে বিয়ে, তখন তিনি খুশি হন।

বিয়ের পর ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমি পাকিস্তানের ভাওয়ালপুর চলে যাই। মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সাহেব তখন ভাওয়ালপুরের মুরুব্বী ছিলেন। আর আমার ভাই ও ভাবী ছিলেন রাবওয়াতে। কিছুদিন পর আমরা রাবওয়া গিয়ে হুযূর (রাহে.)-র সাথে দেখা করি। আমরা যখন ভাওয়ালপুরে ছিলাম ভাই তখন খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর। তখন তিনি একবার সদর হিসেবে ভাওয়ালপুর সফরে যান আর আমি তার জন্য বাংলাদেশী পিঠা তৈরী করি। ভাই সবগুলো পিঠা খোদ্দামদের খাইয়ে দেন। খোদ্দামরা বাংলাদেশী পিঠা খেয়ে খুব খুশি হয়েছিল।

১৯৮১ সালে আমরাও রাবওয়া চলে আসি। ভাইয়ের বাসার পাশেই আমাদের বাসা ছিল। ভাই ও ভাবি সব সময়ই আমার খেয়াল রাখতেন। একবার আমি খুব অসুস্থ হয়েছিলাম। তখন ভাই আমার বাসায় Air cooler লাগিয়ে দিয়েছিলেন। আমার পাঁচ ছেলেমেয়ের জন্ম রাবওয়াতে হয়েছে। খুব ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও ভাই আমাদের সব সময়ই খোঁজ নিতেন। খোদ্দামুল আহমদীয়ার কাজে তিনি রাত-দিন ব্যস্ত থাকতেন। পাকিস্তানের মানুষ ভাইকে খুবই ভালোবাসতেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তাকে খুব পছন্দ করতেন ও স্নেহ করতেন। খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাবে.)ও ভাইয়ের কাজে খুব সন্তুষ্ট ছিলেন। ভাইকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বংশের সবাই খুব স্নেহ করতেন এবং ভালোবাসতেন। ভাই খুবই ভাগ্যবান ছিলেন এবং বাংলাদেশের জন্য গৌরবের কারণ ছিলেন।

এরপর আমরা বাংলাদেশে চলে আসলাম। ভাইও সপরিবারে অস্ট্রেলিয়া চলে গেলেন। ১৯৯৯ সালে যখন খুলনায় আহমদীয়া মসজিদে বোম ফোটে এবং মওলানা ইমদাদুর রহমান সাহেব মারাত্মক আঘাত প্রাপ্ত হোন এবং এর ফলে তার এক পা কেঁটে ফেলতে হয়। এ দুর্ঘটনার পরের দিন ভাই আমাকে অস্ট্রেলিয়া থেকে ফোন করেন। ফোনে কথা বলতে গিয়ে আমি কান্নায় ভেঙে পড়েছিলাম। তখন ভাই আমাকে শান্তনা দিয়ে বলেন, ‘কাঁচ্ছিস কেন! তোর তো খুশি হওয়ার কথা, তোর স্বামী এত বড় কুরবানী করার তৌফিক পেয়েছে। ইতিহাসের অংশ হয়েছে।

ভাই হুযূর (আই.)-এর প্রতিনিধি হয়ে বাংলাদেশে আসলে আমাকে ও আমার বাচ্চাদের তোহ্‌ফা দিতেন। গত বৎসর ভাই যখন বাংলাদেশে আসলেন তখন তাঁর শরীর অনেক দুর্বল ছিল। আমি তাঁকে তাঁর পছন্দের খাবার রান্না করে পাঠাতাম। সেগুলো খেয়ে ভাই খুব খুশি হতেন এবং পছন্দ করতেন।

ভাই আর বাংলাদেশে আসবেন না আর আমরা ভাইকে দেখতে পাব না, এ কথা ভাবতেই মনে খুব কষ্ট হয়। দোয়া করি, ভাইকে আল্লাহ্ তা’লা বেহেশ্‌ত নসীব করুন। দোয়া করি, আল্লাহ্ তা’লা ভাবি এবং বাচ্চাদের ধৈর্য্য ধারণের তৌফিক দিন এবং জামা’তের সেবা করার তৌফিক দিন। (আমীন)

২৭ মে, খেলাফত দিবস

নবীনদের পাতা-

বিনামূল্যে বিশুদ্ধ পানি বিতরনে আমার অভিজ্ঞতা

গত ৯-১৮ এপ্রিল মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের ৪০তম তালিম তরবিয়তী ক্লাস কেন্দ্রে বকশী বাজারস্থ দারুত তবলীগে অনুষ্ঠিত হয়। এই ক্লাসে আমিও অংশগ্রহণ অংশ গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করি। এর মাঝে ১৪ এপ্রিল ছিল শুভ নববর্ষ ১৪২১। এ দিন 'হিউম্যানিটি ফার্স্ট' বাংলাদেশ শাখার উদ্যোগে প্রাণের সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় "বিনামূল্যে বিশুদ্ধ পানি" বিতরণ কর্মসূচী পালন করা হয়। এতে অংশগ্রহণ করে তালিম তরবিয়ত ক্লাসে অংশগ্রহণকারী ছাত্র বৃন্দ এবং ঢাকার খোদ্দামগণ। এ দিন পানি বিতরণের পাশাপাশি খোদ্দামুল আহমদীয়া ঢাকার উদ্যোগে আমাদের সবচেয়ে বড় দেয়ালিকা প্রকাশ করা হয়।

সে দিন বিনামূল্যে বিশুদ্ধ পানি বিতরণ কার্যক্রমে অংশ নিতে পেরে আমি নিজকে অনেক ভাগ্যবান মনে করি, কারণ পানি খাওয়ানোর মত ভালো কাজ আর কি হতে পারে, তাও আবার বিনামূল্যে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার কয়েকটি স্থানে যেমন ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে, টি.এস.সির সামনে, হাইকোর্ট এলাকা এবং রমনার সামনে। আমরা সকাল ৮ ঘটিকা হতে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সবাইকে পানি খাওয়াই। এতে মানুষ অনেক খুশি হয়। সকলেই বলে যে এই সংগঠন "অনেক সওয়াবের কাজ করছে"। এ শুনে আমাদের মনে আনন্দ হয়। কিছু লোক পানি খেয়ে বলে গ্লাস কত টাকা। আমরা যখন বললাম বিনামূল্যে, লোকগুলো আমাদের দিকে চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে "ঢাকা শহরে আবার বিনামূল্যে পানি খাওয়া" খুশি হলাম, অবাকও হলাম, এসব বলে লোকগুলো চলে যায়।

অনেক লোককে এভাবে পানি খাওয়াতে পেরে আমার জীবনের প্রথম এবং খুব ভাল কাজের অভিজ্ঞতা হয়, যা আমার মনে থাকবে আজীবন। আমরা ছিলাম প্রায় ১০০ জন, সবার পরনে ছিল 'হিউম্যানেটি ফার্স্ট'-এর পক্ষ থেকে দেয়া টি সার্ট। আমরা এটা পড়ে পানি খাওয়াই।

আল্লাহ্‌র কাছে এই দোয়া করি যেন আগামীতেও আমি এই ভাল কাজে অংশ নিতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে ভালো কাজ করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

ঢাকায় পহেলা বৈশাখে আমার অভিজ্ঞতা

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার ৪০তম তালিম তরবিয়তী ক্লাস করতে এসেছিলাম। এর মাঝে পহেলা বৈশাখ উপলক্ষ্যে ঢাকা মজলিসের পক্ষ থেকে হাতের লেখা সর্ববৃহৎ দেয়ালিকা 'মনন' তৈরী করা হয়েছিল। সেগুলোকে বকশীবাজার রাস্তার পাশের দেয়ালগুলোতে লাগানো হয়। আর আমি মনন গ্রুপের সদস্য ছিলাম বিধায় আমাদেরকে দেয়ালিকাগুলো পাহাড়া দেয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। সকাল ৯ টা থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করি। তারপর দুপুরের খাবার খেয়ে কিছু সময় বিশ্রাম নেই। তারপর আমাদের মনন গ্রুপের ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে পানি বিতরণ কার্যক্রমে যাই। ১লা বৈশাখ উপলক্ষে 'হিউম্যানেটি ফার্স্ট'-এর পক্ষ থেকে ৪ টি স্পটে বিনামূল্যে পানি বিতরণ করা হয়। এর মধ্যে আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনের স্পটে দায়িত্বে ছিলাম। 'হিউম্যানেটি ফার্স্ট'-এর পক্ষ থেকে বিনামূল্যে পানি বিতরণ কার্যক্রমে অংশ নিতে পেরে আমার অনেক আনন্দ লেগেছে। আর এর মাধ্যমে আমার নতুন অভিজ্ঞতাও অর্জিত হয়েছে, যাতে আরো অন্য কোন ক্ষেত্রে মানব সেবা করতে পারি। যারা 'হিউম্যানেটি ফার্স্ট'-এর পক্ষ থেকে পানি পান করেছেন তারা 'হিউম্যানেটি ফার্স্ট'কে অনেক ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। আর অনেকেই মন্তব্য করেছেন যে মানব সেবার এটাই সর্বোত্তম পন্থা। সর্বোপরি খাকসার এই সেবা মূলক কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরে ধন্য মনে করেছি। ভবিষ্যতে যাতে এ ধরণের কাজ করতে পারি সেজন্য সৃষ্টি কর্তার নিকট প্রার্থনা করছি।

মোহাম্মদ রিপান, চাঁনতারা

প্রতিবেশীর প্রতি সদয় ব্যবহারে ইসলামী শিক্ষা

কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, 'এবং সদয় ব্যবহার কর.....আত্মীয়-প্রতিবেশী ও অনাত্মীয়-প্রতিবেশীর সাথেও' (৪ : ৩৭)।

এ থেকে বুঝা যায় যে, নিকটতম আত্মীয় হতে দূরতম অজনা-ব্যক্তিও যেন দয়া দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত না হয়। সব সময় আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, আপন প্রতিবেশীর সাথে সদয় হতে হবে। প্রায় সময় দেখা যায় আমাদের প্রতিবেশীর সাথে আমরা সামান্য বিষয় নিয়েও খারাপ আচরণ করি। প্রতিবেশীর গাছের ছায়াও যদি নিজেদের বাড়িতে আসে, তা নিয়েও আমাদের মন কষাকষি হয়ে থাকে। আমরা আজ এত নৈতিক অধ:পতনে নিপতিত হচ্ছি যে, প্রতিবেশীর সাথে সামান্যতম মানবিক আচরণটুকুও করতে পারি না।

হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, 'সেই ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারে না, যার দুস্কর্মের হাত হতে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়'। (মেশকাত) এতে বুঝা যায়, আপন প্রতিবেশীর' সাথে কত মধুর ব্যবহার করার নির্দেশ মহানবী (সা.) দিয়েছেন। আমরা প্রত্যেকেই কুরআন, হাদীস ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বই-পুস্তক পড়ি এবং বুঝি, কিন্তু তার মধ্যে কতজন আছি যে সত্যিকার ভাবে তা পালন করি?

হাদীসে আরও বর্ণিত আছে, হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, তিনি (রা.) একদা হযরত রসূলে করীম (সা.)কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমার দু'জন প্রতিবেশী আছে, কোন উপহার পাঠাতে হলে কাকে পাঠাবো? তিনি বললেন, যার দুয়ার তোমার দুয়ারের অধিকতর নিকটবর্তী। (বুখারী)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আপন প্রতিবেশীর সাথে সামান্য ব্যাপারেও সদ্ব্যবহার করতে প্রস্তুত নয়, সে আমার জামা'তভুক্ত নয়।" (কিশতিয়ে নূহ্)

কারো প্রতিবেশী যদি হিন্দু, খৃষ্টান বা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীও হয়ে থাকে, তবুও সে তার প্রতিবেশী। আজ কেন যেন আদর্শ মানবতাবোধ ধীরে ধীরে লোপ পেতে চলছে। আমরা কি পারি না আমাদের প্রতিবেশীর প্রতি একটু সহানুভূতি হতে? যীশু খৃষ্ট বলেছেন, নিজ প্রতিবেশীকে ভালবাস। তাই আমাদের প্রত্যেকেরই হৃদয়ে এটা যেন অনুভূতশীল হয়। আমার প্রতিবেশী ধনী হউক বা গরীব হউক, সবাই আমরা একে অপরের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ থাকবো, এটাই হউক আমাদের সবার অঙ্গিকার।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে প্রতিবেশীর হক আদায় করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

লাকী আহমদ, তেবাড়িয়া, নাটোর

২৭ মে, খেলাফত দিবস

পাঠক কলাম

[পাঠক কলামের এই আয়োজনে এবারের বিষয় ছিল
"নিজ সংশোধন এবং একজন আদর্শ আহমদী"
পাঠকদের পাঠানো লেখা দিয়ে সাজানো হলো পাঠক কলামের এই অংশ]

অধিক সম্মানিত সে-ই, যে অধিক মুত্তাকী

"ইন্না আকরামাকুম ইন্দাল্লাহী আত্বক্বাকুম"– অর্থাৎ "আল্লাহ্‌র নিকট তোমাদের মধ্যে অধিক সম্মানিত সে-ই, যে অধিক মুত্তাকী"। না বংশে এবং না জাতিতে তিনি সন্তুষ্ট। তাঁর দৃষ্টি সর্বদা তাক্‌ওয়ার ওপর ন্যস্ত থাকে, যা প্রত্যেক আহমদীর জ্ঞাতব্য বিষয়। নবীকুল শিরোমনি হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর মেয়ে হযরত ফাতেমা (রাযি.) আনহাকে ডেকে বললেন, "হে ফাতেমা! তুমি এই কথার ওপর কখনো গর্ব করো না যে তুমি পয়গম্বরের কন্যা! তুমি মুত্তাকী বা তাক্‌ওয়াশীল কি-না, এটাই বড় পরিচয় এবং উচ্চ-মর্যাদার কারণ, যা খোদা তা'লার ভালবাসা থেকে পাওয়া যায়"।

প্রত্যেক আহমদীর জন্য যে বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তা হচ্চে নিজ সংশোধন। 'একজন আদর্শ আহমদী'-এ কথাটির মূল বৈশিষ্ট্য হলো প্রত্যেক আহমদী তার নিজ চরিত্রের সংশোধনে সর্বদা সচেষ্ট থাকবে এবং অন্যের চরিত্রের ছিদ্রান্বেষণে তৎপর থাকবে না। সূরা আল হুজুরাত এবং সূরা আল্ হুমাযাহ্ নাযেলের মাধ্যমে খোদা তা'লা বান্দার ওপর নির্দেশ দিয়েছেন যে তারা যেন একে অপরের চরিত্রের দোষক্রটি নিয়ে বলাবলি না করে। স্বীয় নফ্‌সের (স্বভাবের) কথা ভুলে তোমরা অন্যের দোষক্রটি দেখতে যেও না। তোমরা যা করো না, তা কেন বলো?"

"সোহবতে-সালেহীন" (পুণ্যবানদের সাহচর্য)- মূল্যবান এই কথাটি প্রত্যেক আহমদীর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মালফুযাতে আছে, "প্রকৃত বাহাদুর সে-ই যে নিজ চরিত্র সংশোধনে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং বড়ই সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি, যে প্রথমে নিজ দোষক্রটি সম্পর্কে খুবই সজাগ থাকে।" পবিত্র কুরআনে বড় আদেশ দুইটি। একটি হলো "তৌহিদ', আয়াতটি হলো– মহান আল্লাহ্‌র ভালবাসা ও আনুগত্য"। আমাদের আহমদী জামা'তের একটি অন্যতম নীতি হল "Love for all Hatred for none"

–এমন চমৎকার বাক্যটি আহমদীদের মস্তিষ্কে সর্বক্ষণ কাজ করে। এ বাণীটি প্রত্যেক আহমদীর চরিত্রে থাকা অবশ্যই জরুরী। আধুনিক প্রযুক্তির যুগে আহমদী সম্প্রদায় নিজেদেরকে সংগঠিত করতে সচেষ্ট হতে পাড়ছেন কেবলমাত্র যুগ-খলীফার ইতায়াত করার জন্য। একজন আহমদীকে পূর্ণরূপে 'হুকুকুল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র হক) আর 'হাক্কুল ইবাদ' (বান্দার হক) আদায় করতে হবে। সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করাই মু'মিনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। অহংকার ও দম্ভ বিসর্জন দিয়ে খোদার নিকট বিনয়ী হতে হবে এবং সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে প্রভুর ডাকে সাড়া দেবার জন্য। সকল পার্থিবতা বিসর্জন দিতে হবে। ইসলামের খাঁটি শিক্ষা ও আদর্শকে নিষ্ঠার সাথে নিজ চরিত্রের মধ্যে প্রবিষ্ট করতে হবে আর তাতে অবক্ষয়মুক্ত সৎমানুষ তৈরী হওয়া সম্ভব হবে। ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য এ বিষয়টি সফলতা বয়ে আনবে।

নিষ্ঠার সাথে নামায আদায় করতে হবে। ইস্তেগফার ও দরূদ সবিনয়ে পাঠ করতে হবে। "ক্বাদ আফলাহা মান যাক্কাহা"–অর্থ মুক্তি সে-ই লাভ করবে যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করবে।" তাক্‌ওয়া মেনে চলার মধ্যে বান্দার যাবতীয় আধ্যাত্মিক– সৌন্দর্য নিহিত। সেজন্য তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে। মন্দ অভ্যাস, মন্দ চিন্তাভাবনা বা মন্দ অনুভূতিগুলোকে সমূলে উৎপাটন করে ফেলতে হবে। শ্রী শ্রী গৌতম বুদ্ধ বলেছেন, "আপনি আচরি ধরম শিখাই পরকে– অর্থাৎ আগে নিজে আমল করি, পরে অন্যকে শিখাই।" আঁ হযরত (সা.) তখনই গুড় খেতে নিষেধ করেছেন, যখন তা নিজে অভ্যস্ত করতে পেরেছেন। ঈমান, আনুগত্য, আন্তরিকতা ও প্রচেষ্টা-কোনটিকে বাদ দিয়ে ভাল মানুষ অর্থাৎ মু'মিন হওয়া যায় না। একজন আদর্শ আহমদীর চরিত্র ও বৈশিষ্টাবলী যদি কুরআন, হাদীস ও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর নির্দেশের নিরিখে হয়, তবেই নিজেদেরকে নেক আমলকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারা যায়, তবেই মুক্তি লাভ এবং তাঁর (আ.) আগমন সার্থক হবে।

আল্লাহ্ পাক হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)কে শেষ যুগে জগতে পাঠিয়ে তাঁর মাধ্যমে জগদ্বাসীর সংশোধনের উপকরণ সরবরাহ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'ঐ সকল লোক, যাদের চক্ষু ব্যভিচার করে, যাদের হৃদয় পায়খানা হতেও নিকৃষ্ট এবং যারা কখনো মৃত্যুর কথা স্মরণ করে না, আমি এবং আমার খোদা তাদের ওপর অসন্তুষ্ট।

আমি খুবই সন্তুষ্ট হবো যদি ব্যক্তিরা এরূপ সম্পর্ক ছিন্ন করে নেয়। (মলফুজাত) শ্রেষ্ঠতম ঐশী নেয়ামত হচ্ছে আল-কুরআন, যার আদেশ ও নিষেধ মেনে চলার মধ্যে নিজ সংশোধন এবং একজন আদর্শ আহমদী হওয়া সম্ভব।

স্বচ্ছ-হৃদয়ের অধিকারী হতে হবে, যেন খোদা তা'লা দোয়া শ্রবণ করেন এবং যাবতীয় কল্যাণের অধিকারী করেন। এই বাংলাদেশের অবস্থা বিবেচনা করে আমি বলতে চাইবো উপরোক্ত পয়েন্টস গুলো মেনে চলার মধ্যে একজন আদর্শ আহমদী হওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে।

আনোয়ারা বেগম, রংপুর

২৭ মে, খেলাফত দিবস

আত্ম-সংশোধন এবং একজন আদর্শ আহমদী

আমরা এ যুগের সবচাইতে সৌভাগ্যশালী মুসলমান, কারণ আমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও নিয়ামত প্রাপ্ত হয়েছি। ইসলামের দ্বিতীয়-বিকাশে আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে বেছে নিয়েছেন। আমরা এ যুগের সংস্কারক ইমাম মাহ্‌দী (আ.)কে গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। তাই আমাদের উচিত কৃতজ্ঞতা ভরে পাঠ করা, "হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় আমরা এক আহ্বানকারীকে ঈমানের দিকে আহ্বান করতে শুনেছি যে, তোমরা তোমাদের প্রভুর ওপর ঈমান আন, সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি। অতএব, হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা কর এবং আমাদের মন্দ কর্মের অনিষ্ঠ সমুহকে দূরীভূত কর এবং আমাদেরকে পুণ্যবানদের সহিত মৃত্যু দাও।" (আলে ইমরান : ১১৪)।

ঈমান এনেই আমরা সফল হয়ে গেছি, আর আমাদের কাজ-কর্মও শেষ হয়ে গেছে– এ রকম ভাবনা বাতুলতা বৈ-কি? বরং ঈমান আনার সাথে সাথে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বহুগুণ বেড়ে গেছে এটা ঠিক যে আমরা সৌভাগ্য লাভ করেছি এবং খেলাফতের অধীনে আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপই আল্লাহ্‌র ফজলে ফলপ্রসূ হবে এবং আমরা বিজয় লাভ করবো ইনশাআল্লাহ্।

বিজয় কথাটির অন্তরালে একটি বিরাট যুদ্ধ বিদ্যমান রয়েছে, তাই যুদ্ধ করেই আমাদেরকে বিজয়ী হতে হবে। প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, যাতে শত্রু সীমান্ত অতিক্রম করে ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে। কারণ একবার অনুপ্রবেশ ঘটে গেলে তাকে তাড়ানো কঠিন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পরাজিত হয়ে যাওয়ার মম্ভাবনাই বেশী।

একজন আহমদী হিসাবে আমাদের সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে নামায কায়েম করা, প্রত্যহ কুরআন তেলাওয়াত করা ও কুরআনের নির্দেশনা নিজ জীবনে বাস্তবায়নের সাধনায় রত হয়ে যাওয়া এবং আল্লাহ্‌র দেওয়া রিয্‌ক হতে চাঁদা নিয়মিত পরিশোধ করা, তবলীগ করা, যুগ খলীফা ও নেযামের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে দ্রুত অগ্রসর হওয়া। উন্নত আদর্শের দু'টি দিক আছে, আর তা হল আদর্শ সম্বন্ধে জানা এবং আদর্শ নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করা। এ দুটোরই প্রয়োজন আছে। এ দুটোর সমন্বয় ঘটলেই জীবনে আসে সফলতা।

আমরা যদি মিথ্যা কথা বলি, ওয়াদা করে ওয়াদা রক্ষা না করি, ব্যবসা-বাণিজ্যে শঠতার পরিচয় দেই, বিবাহ শাদীতে প্রকৃত-তথ্য গোপন করি, যার পরিণামে সংসার ভেঙ্গে যাওয়ার মত অবস্থা সৃষ্টি হয়, তবে আমাদের ও দুস্কৃতকারীদের মধ্যে তফাত কোথায়? এটা ঠিক যে আদর্শকে বাস্তবায়ন করা খুব কঠিন। সতর্ক থাকা সত্বেও শয়তান কখন কোন্ ফাকে ঢুকে যায় বলা যায় না। আর এটাই স্বাভাবিক। তাই প্রতি মুহূর্তে দরকার আমাদের দোয়ায় রত থাকা। "আমার নিকট দোয়া কর, আমি তোমার দোয়া কবুল করব (তাযকিরা ২১৮ পৃষ্ঠা)

আমাদের উচিত, এর ওপর ভরসা করে দোয়া করে যাওয়া। দুঃখ-দুর্দশা, ব্যর্থতা ও পরাজয়কে নামাযের মাধ্যমে মোকাবেলা করতে হবে এবং হতাশাগ্রস্ত না হয়ে আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করে অগ্রসর হতে হবে। আজ চতুর্দিকে অপসংস্কৃতির জোয়ার। সভ্যতার নামে অসভ্যতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে এবং একে গ্রহণ করার জন্য চলছে প্রতিযোগিতা। এ থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে প্রত্যেক ঘরে এমটিএ স্থাপন করে খলীফার খুতবা ও দিক-নির্দেশনার সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে হবে। নিজ সন্তান, নিজ পরিবার এবং সমাজকেও এতে যথাসম্ভব সম্পৃক্ত করতে হবে। এ কারণে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুদূর প্রসারী।

আল্লাহ্ তাঁর অপার অনুগ্রহে আমাকে ও আমাদের সবাইকে এক একজন আদর্শ আহমদী হওয়ার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ্ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর উপাসনার জন্য। তৌহিদে বিশ্বাসী হয়ে আল্লাহ্‌র ভালবাসা ও তাঁর রসূল (সা.) এর ভালবাসা তথা আল্লাহ্ প্রদত্ত শরীয়তে পূর্ণাঙ্গরূপে কায়েম হয়ে যাওয়া এবং আমৃত্যু তাতে অব্যাহত থাকাই হচ্ছে সংশোধন। নিম্নগামীতা, ভুল-ভ্রান্ত আচার আচরণ ও অন্যায় হতে মুক্ত হওয়ার পরই কেবল এ যাত্রা গতিশীল হতে পারে। নিজ সংশোধনের সাথে সাথে আমাদের ওপর যে দায়িত্ব বর্তায়, তা হল আল্লাহ্‌র সমগ্র সৃষ্টি, বিশেষ করে মানবজাতিকে ভালবাসা।

আর সফলতার একমাত্র পন্থা হল পবিত্র খেলাফতের প্রতি আনুগত্য। খেলাফতই হচ্ছে বিজয়ের একমাত্র চাবিকাঠি। তাই প্রত্যেক আহমদীতো বটেই, সমগ্র বিশ্বের উচিত, খেলাফতের আনুগত্য করে এর সফলতার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা। আমাদের সবার প্রতি আল্লাহ্ তাঁর মাগফেরাত ও করুণা বর্ষণ করুন, আমীন।

মোহাম্মদ নুরুজ্জামান, বরচর

আত্মার সংশোধন করাই হল মনুষ্যত্বের প্রধান লক্ষণ

খোদা তা'লার অপার মহিমার সৃষ্টি হচ্ছে মানুষ। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন শুধু তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য। আর আল্লাহ্ তা'লাকে খুশি করতে হলে আমাদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আকিদা পালন করতে হয়। তার মধ্যে সকলের ওপরে হল নিজ সংশোধন/নফসের জিহাদ। নিজ আত্মার সংশোধন করাই হল মনুষ্যত্বের প্রধান লক্ষণ। আর আমরা আহমদীরা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর মতো একজন সংশোধনকারীর জামাতের অন্তর্ভুক্ত হতে পেরে সত্যই কৃতজ্ঞ। কারণ, নিজ সংশোধন, নিজের নফসের পরিবর্তন সাধনে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, সবগুলো তাঁর ঐতিহাসিক দশটি শর্তের মধ্যে উল্লেখ করা আছে।

আদর্শ-আহমদী হওয়ার প্রধান শর্ত হল মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর দেয়া দশটি শর্ত

মেনে চলা। গত বেশ কয়েকটি খুতবায় খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) মূলত এই বিষয়টির ওপর জোর দিচ্ছেন । খুতবার এক স্থানে হুযূর মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সেই উদ্ধৃতি উল্লেখ করেন যেখানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করা এবং কর্মের সংশোধন করাও আবশ্যক, এজন্যই আমি এসেছি।

এ সম্পর্কে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বলেন, আহমদীরা যদি মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মিশনকে কার্যকর করতে চায়, তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে চায়, তবে তা কেবল কর্মের সংশোধনের মাধ্যমেই সম্ভব। আর আমলের সংশোধন আমাদের বিজয় লাভের বড় অস্ত্রের কাজও করবে।

আমাদের জামা'তের উন্নতি এবং তবলীগের ময়দানে সফল হওয়ার মূল মন্ত্র হচ্ছে আত্ম-সংশোধন। আমরা যদি বাকপটুতা ছেড়ে নিজ নফসের পরিবর্তন করতে পারি, তাহলে কোন প্রকার সমস্যার জন্ম হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কেননা আমাদের আমল দেখেই তারা প্রভাবিত হবে। তারা বুঝতে পারবে এটাই সত্যিকারের ইসলাম।

মহান আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে খাঁটি আহমদী হওয়ার তৌফিক দিন, আমীন।

শেখ মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ্, ঘাটুরা

দোয়ার মাঝে বিস্ময়কর শক্তি নিহিত

ধৈর্য ও উত্তম পরিণাম লাভের দোয়া

رَبَّنَآ اَفۡرِغۡ عَلَيۡنَا صَبۡرًا وَّتَوَفَّنَا مُسۡلِمِيۡنَ ﴿۱۲۷﴾

"রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়াতা ওয়াফ ফানা মুসলিমিন"

অর্থ: হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে ধৈর্য দান কর এবং আত্মসমর্পণকারী অবস্থায় মৃত্যু দান কর।

(সূরা আ'রাফ : ১২৭)

জীবন সঙ্গী ও সন্তান-সন্ততির জন্য দোয়া

رَبَّنَا هَبۡ لَنَا مِنۡ اَزۡوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعۡيُنٍ وَّاجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِيۡنَ اِمَامًا ﴿۷۵﴾

"রাব্বানা হাবলানা মিন আযওয়াজিনা ওয়া জুররি ইয়াতিনা কুর্‌রাতা আ'ইউনিউওয়াযআলনা লিল মুত্তাকিনা ইমামা"

অর্থ: হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে আমাদের চক্ষুর স্নিগ্ধতা দান কর। আর আমাদেরকে মুত্তাকিদের (অর্থাৎ খোদা-ভীরুদের) ইমাম (ও নেতা) বানাও।

(সূরা ফুরকান : ৭৫)

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে আপনিও অংশ নিন

পাঠকদের অংশগ্রহণে নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে 'পাঠক কলাম'। আগামী পাঠক কলামের বিষয়-

"আহমদী মুসলমান হিসেবে আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য।"

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ৫ জুন, ২০১৪-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

পাঠকের সুবিধার্থে পরবর্তী দুই সংখ্যার পাঠক কলামের বিষয় নিম্নে দেওয়া হল।

১। পবিত্র রমযান থেকে কল্যাণ লাভের উপায়।

২। ঈদ শুধু আনন্দ নয় বরং ইবাদত।

*** আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।**

*** লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে।**

*** লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।**

বি: দ্রঃ পাঠকরা যদি কোন বিষয় নিয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে পাঠক কলামে লিখতে চান তাও পাঠাতে পরেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-

সম্পাদকঃ পাক্ষিক আহমদী
(পাঠক কলাম)
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১
e-mail:
pakkhik_ahmadi@yahoo.com,
masumon83@yahoo.com

২৭ মে, খেলাফত দিবস

সংবাদ

মৌড়াইলে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১৪ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখ রোজ সোমবার বাদ মাগরিব ব্রাহ্মণবাড়িয়া মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র উদ্যোগে মৌড়াইল হালকায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্‌। এতে সভাপতিত্ব করেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সিলেট অঞ্চলের রিজিওনাল নাযেম জনাব মোশারাফ হোসেন। শুরুতেই পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মোস্তাক আহমদ ভূইয়া এবং বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব সৈয়দ জসিম আহমদ।

বক্তৃতা পর্বে 'হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর কর্মময় জীবন'এর ওপর পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন জনাব খন্দকার মোস্তাক আহমদ, নায়েব আমীর, জনাব খন্দকার সাঈদ আহমদ, সাবেক আমীর ও মৌ. আবু তাহের মোয়াল্লেম, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। সভাপতির সংক্ষিপ্ত ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসার কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটে। উক্ত জলসায় ৩৩ জন আনসার, ৯ জন খোদ্দাম, ১৯ জন আতফাল, ৫০ জন লাজনা, ২২ জন নাসেরাত ও ১ জন মেহমানসহ মোট ১৩৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

মুহাম্মদ আবু তালেব

নারায়ণগঞ্জে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপিত

গত ১৮/০৪/২০১৪ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে যথাযোগ্য মর্যাদায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, নারায়ণগঞ্জে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্‌। স্থানীয় মজলিসের যয়ীম আলা শামিম আহমদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব আক্তার হোসেন। নযম আবৃত্তি করেন জনাব শামিম উদ্দিন আহমদ এবং মনির উদ্দিন আহমদ।

বক্তৃতা পর্বে 'শান্তি প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শ'-এ সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন ডা: মুজাফরউদ্দিন আহমদ, নায়েব আমীর, নারায়ণগঞ্জ। 'রসূল করীম (সা.)-এর প্রেমে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)'-এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব মঈনউদ্দিন আহমদ, সাবেক আমীর, নারায়ণগঞ্জ। 'খাতামান নবীঈন' সম্পর্কে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত,-এর বিশ্বাস এ বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন মৌ. দেওয়ান মোহাম্মদ নিজামউদ্দিন, মোয়াল্লেম। 'সীরাতুন নবী (সা.) জলসার গুরুত্ব'-এ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জনাব মনিরুজ্জামান খোকন, সাবেক আমীর, নারায়ণগঞ্জ। সভাপতির ভাষণে 'সমাজে পারিবারিক ও আত্মীয়দের সাথে হযরত রসূল করীম (সা.)-এর আচরণ ও ব্যবহার'-এ সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন। দোয়ার মাধ্যমে এই দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানে ৬০ জন দর্শক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

শামসুল আলম

গাজীপুরে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপিত

গত ১১/০৪/২০১৪ তারিখ বাদ জুমুআ গাজীপুরে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্‌। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও উর্দু নযম পাঠ করেন জনাব আরিফ আহমদ ও জনাব শেখ হাম্মাদ আহমদ। এরপর 'হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনাদর্শ' সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন জনাব কবীর আহমদ এবং মৌ. লুৎফর রহমান, মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ। অনুষ্ঠানের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ মহিবুর রহমান, প্রেসিডেন্ট, গাজীপুর জামাতের সমাপনী ভাষণ দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। অনুষ্ঠানে ৪৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

জায়েদুল কাদের

নূরগর ঈশ্বরদীতে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপিত

গত ২৫/০৪/২০১৪ তারিখ বাদ জুমুয়া আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নূরগর ঈশ্বরদীতে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপন করা হয়। জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মুহাম্মদ আশরাফ আলী খান এর সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে উক্ত আলোচনা সভার কাজ শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মুহাম্মদ তৌফিক জামান (মাহী) এরপর নযম পাঠ করেন জনাব মুহাম্মদ হোসেন। আলোচনা পর্বে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন যথাক্রমে সর্বজনাব মিজানুর রহমান, সোহেল রানা, মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন, মোহাম্মদ গোলাম রসূল ও সর্বশেষে সভপতি সাহেব হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ক্ষমার বিষয় ও হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.) তাঁকে (সা.) কোন দৃষ্টিতে দেখেছেন তা আলোচনা করে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে একজন মেহমানসহ ৩৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

মুহাম্মদ আশরাফ আলী খান

সংশোধনী

গত ৩০ এপ্রিল, ২০১৪ পাক্ষিক আহমদীর সংবাদের ৩৪ পৃষ্ঠায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জলসার শিরোনামের স্থলে শালসিড়ি জামা'তের জলসার শিরোনাম ছাপা হয়। এ অনাকাঙ্খিত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত। তবে ছবির নিচে মূল শিরোনামটি ছিল।

২৭ মে, খেলাফত দিবস

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া কর্তৃক বাজামাত তাহাজ্জুদ ও দোয়ার মাধ্যমে বাংলা বর্ষবরণ

কৃতজ্ঞতা ও আধ্যাত্মিকার কল্যাণ ও উদ্দেশ্যে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে বাংলা নববর্ষ-১৪২১ পদার্পণ উপলক্ষ্যে ১লা বৈশাখ (১৪ এপ্রিল ২০১৪ ইংরেজী) তারিখ বাজামাত তাহাজ্জুদ নামায আদায় করা হয়। আহমদী পাড়া জামে মসজিদে রাত ৩-৪৫ মি. নামাযের ইমামতি করেন মওলানা শামসুদ্দিন আহমদ মাসুম। নামাযের পর বেদারী করা হয়। এরপর ৫ টায় ফজরের নামায আদায়ের পর কুরআন দরস প্রদান করা হয়। পরে এখতিয়ার উদ্দিন শুভ, কায়েদ-এর সভাপতিত্বে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা করা হয়। এরপর মিষ্টি বিতরণ করা হয়। নববর্ষ শুভেচ্ছা বিনিময়ের সূত্রে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জেলা প্রশাসক, সদর পৌরসভার মেয়র, ওয়ার্ড কমিশনার, মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সুশীল নেতৃবৃন্দের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত ও নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় হয়। এ সময় মোহতরম আমীর, কায়েদ, মুরুব্বি এবং সেক্রেটারী তরবিয়ত উপস্থিত ছিলেন।

গত ১৯ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে জামা'তের উক্ত প্রতিনিধি দল নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর-৩ আসনের সাংসদ র আ ম উবায়দুল মোক্তাদির চৌধুরীর সাথে। এ সময় তার হাতে মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পক্ষ থেকে মজলিসের প্লাটিনাম জুবিলী লঘু সম্বলিত ক্রেষ্ট উপহার তুলে দেন মোহতরম আলহাজ্জ মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। এ সময় মোহতরম মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মোবাল্লেগ ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশও উপস্থিত ছিলেন।

ত্রৈমাসিক দেয়ালিকা প্রকাশ

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে ত্রৈমাসিক দেয়ালিকা প্রকাশ করা হয় গত ৪ এপ্রিল। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জলসা সালানা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত এ দেয়ালিকার নাম দেয়া হয় "আল মাহ্‌দী"। কুরআন, হাদীস, অমৃতবাণী, যুগ-খলীফার বাণী, স্বাস্থ্যটিকা, কবিতা, কৌতুক ইত্যাদি দিয়ে সাজানো হয় দেয়ালিকাটি। অনেক দর্শক দেয়ালিকাটি প্রদর্শন করে প্রশংসা করেন।

এখতিয়ার উদ্দিন শুভ

ক্রোড়ায় মসীহ্ মাওউদ দিবস পালিত

গত ২৩/০৩/২০১৩ রোজ রবিবার বাদ মাগরিব স্থানীয় মসজিদে জনাব গাজী মাজহারুল খোকন এর সভাপতিত্বে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ক্রোড়ার উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠ করেন জনাব শামীম আহমদ ও জনাব ইমদাদুল হক আদর। অনুষ্ঠানে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যায়ক্রমে বক্তৃতা করেন জনাব আসাদুজ্জামান ভূইয়া, জনাব তছলিম আহমদ, জনাব এনামুল হক এবং মৌ. আব্দুল হাকিম। সবশেষে সভাপতির মূল্যবান বক্তৃতার পর দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানে নন-আহমদীসহ ৯০ জন উপস্থিত ছিলেন।

এনামুল হক

নূরনগর লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র মসীহ্ মাওউদ দিবস পালিত

গত ২১/০৩/২০১৪ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ নূরনগরের পক্ষ হতে মসীহ্ মাওউদ দিবস পালন করা হয়। লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্ট মোছা: রওশনয়ারা বেগম সাহেবার সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন মোছা: পাপিয়া খাতুন। এরপর হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর পুস্তক হতে 'কে আমার জামা'তভুক্ত আর কে নয়' এ বিষয়ে আলোচনা করেন শাহারা খাতুন।

এরপর লাজলী জামান 'ইমাম মাহ্‌দী (আ.) আবির্ভাব এর সময় কাল' নিয়ে আলোচনা করেন। মোছা: মাকসুদা আকতার 'ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর আগমনের নমুনাবলী' বিষয়ে আলোচনা করেন।

'ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর খলীফাগণের পরিচিতি' সম্পর্কে আলোচনা করেন ফাল্গুনি হক। 'হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর দাবী' এ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মোছা: আফছান আরা। 'চাঁদার গুরুত্ব' নিয়ে আলোচনা করেন মোছা: মুর্তজারা বেগম। পরিশেষে সভানেত্রীর দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

রওশন য়ারা

নারায়ণগঞ্জ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রথম আঞ্চলিক তালিম-তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

নারায়ণগঞ্জ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্যোগে প্রথম আঞ্চলিক তালিম তরবিয়তী ক্লাস গত ১১/০৪/২০১৪ হতে ১৪/০৪/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত ৪ দিন ব্যাপী সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। ক্লাসের কার্যক্রম শুরু হয় বাদ জুমুআ, যাতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন আফরিন আহমদ হিয়া, অত:পর ক্লাসের উদ্বোধন করেন রেহেনা খায়ের, জেনারেল সেক্রেটারী, লাজনা ইমাইল্লাহ্, বাংলাদেশ। ক্লাস সুন্দর ভাবে পরিচালনা করেন কামরুননেছা স্বপন, সেক্রেটারী মাল, লাজনা ইমাইল্লাহ্, বাংলাদেশ এবং ফাতেমা নুসরত, ঢাকা মজলিস আমেলার সদস্যা। প্রতিদিন ক্লস শুরু সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৬টা পর্যন্ত চলে।

ক্লাসের উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু ছিল, নামায, হাদীস, পর্দার গুরুত্ব, কুরআন পাঠের গুরুত্ব, মসজিদের আদব, বিনয় ও নম্রতা, উর্দু ক্লাস, ওসীয়্যত, গীবত ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। ক্লাসে নারায়নগঞ্জ, ফতুল্লা, রিকাবী বাজার, সোনার গাঁ রমযানবেগ মজলিসের লাজনা বোনেরা অংশগ্রহণ করেন। প্রতিদিন গড়ে ৯০ জন লাজনা, নাসেরাত ও শিশু ক্লাসে উপস্থিত ছিলেন। ক্লাস শেষে পরীক্ষা নেওয়া হয়। পরে প্রতিযোগিদের মধ্যে গ্রেড অনুযায়ী পুরস্কার দেয়া হয়। পুরস্কার প্রদান করেন, মোহতরমা কামরুননেছা স্বপন, সেক্রেটারী মাল, লাজনা ইমাইল্লাহ্, বাংলাদেশ। পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সকল প্রতিযোগিদের সান্তনা পুরস্কার দেয়া হয়। দোয়ার মাধ্যমে ক্লাসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

উম্মে কুলসুম চায়না

লাজনা ইমাইল্লাহর আঞ্চলিক সম্মেলন রংপুরে অনুষ্ঠিত

গত ১৫ মার্চ থেকে ১৯ মার্চ পর্যন্ত বৃহত্তর রংপুর বিভাগের লাজনা ইমাইল্লাহ্ সংগঠনের অধীনস্থ ৯ টি লাজনা সংগঠন ৫ দিন ব্যাপী তালিম তরবিয়তী ক্লাসের আয়োজন করে, আলহামদুলিল্লাহ্। কেন্দ্রীয় নির্দেশ অনুযায়ী এই প্রথম বিভাগীয় আঞ্চলিক সম্মেলনে কেন্দ্র থেকে আগত দু'জন লাজনা সদস্যা অনুষ্ঠানের তালিম তরবিয়তী ক্লাসগুলো পরিচালনা করেন। এবং পরীক্ষার ব্যবস্থাও করেন। ৫ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে ৯ টি জামা'তের ১৪৯ জন লাজনা ও নাসেরাত অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান সফল করার জন্য স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেব তাঁর খোদ্দাম ও মোয়াল্লেম সাহেবদের দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। পরীক্ষায় সফলকামীদের মধ্যে ধর্মীয় বই ও সার্টিফিকেট দেয়া হয়। দোয়ার মাধ্যমে ৫ম দিনে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হয়।

রংপুর লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র মসীহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন

গত ২৯ মার্চ রোজ শনিবার স্থানীয় লাজনার প্রেসিডেন্ট সাহেবার বাড়ীতে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রেজোয়ানা রশিদ, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, রংপুর। সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জোছনা বশির। অতঃপর দোয়া করে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন প্রেসিডেন্ট সাহেবা। হাদীস পাঠ এবং উদ্বোধনী উর্দু নযম পেশ করেন আনোয়ারা বেগম। এরপর পর্যায়ক্রমে উক্ত দিবসের ওপর মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন, রেজোয়ানা রশিদ, দিলরুবা জামান, আনোয়ারা বেগম, তাহমিনা জামান, গুলশান আরা রেবা এবং আসমা জামান। গুলশান আরা রেবা সুইটি জাবের এবং জোছনা বশির সুললিত কণ্ঠে নযম পেশ করেন। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। এ অনুষ্ঠানে ৯ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

আনোয়ারা বেগম

কুষ্টিয়া-চুয়াডাঙ্গার রিজিওনাল মজলিসে ১৪তম বার্ষিক কর্মশালা ও নবম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ১৩ ও ১৪ই এপ্রিল ২০১৪ রোজ রবি ও সোমবার কুষ্টিয়া-চুয়াডাঙ্গা রিজিওনাল মজলিসে ১৪তম বার্ষিক কর্মশালা ও নবম বার্ষিক ইজতেমা উথলী জামা'তের বায়তুস সোবহান মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সদর সাহেবের প্রতিনিধি নায়েব সদর জনাব ফজল-ই-ইলাহী এবং কায়েদ তবলীগ জনাব আবু তারেক কর্মশালা ও ইজতেমা পরিচালনার লক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন। ১৩/০৪/২০১৪ তারিখে কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মোহতরম সদর সাহেবের প্রতিনিধি নায়েব সদর জনাব ফজল-ই-ইলাহী নসীহতমূলক ও তবলীগি বিষয়ক জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য প্রদান করেন। অতঃপর সারাদিন ব্যাপী কর্মশালার কাজ চলতে থাকে। উক্ত কর্মশালায় ৮ টি মজিলিসের মোট ২২ জন কর্মকর্তা শরীক হয়েছিলেন।

অতঃপর ১৪/০৪/২০১৪ তারিখ রাত ৪-১৫ হতে বাজামাত তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে দিনের কর্মসূচী অনুযায়ী ইজতেমার কাজ শুরু হয়। উক্ত ইজতেমায় ইলমি বিষয়ক প্রতিযোগিতার পাশাপাশি বিভিন্ন খেলাধূলা প্রতিযোগিতা হয়। পরিশেষে সমাপনী অনুষ্ঠানে মোহতরম সদর সাহেবের প্রতিনিধি সদর সাহেবের পয়গাম পৌঁছে দেন ও নসীহতমূলক তালিম বিষয়ক জ্ঞান-গর্ভ বক্তব্য প্রদান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রাক্তন রিজিওনাল নাযেম মোহতরম আব্দুল গফুর, মৌ. মুজাফফর আহমদ রাজু ও রিজিওনাল নাযেম জনাব মজিবর রহমান বক্তব্য প্রদান করেন। পরিশেষে পুরস্কার বিতরণ, আহাদনামা পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি হয়।

মুহাম্মদ আব্দুস সাদেক

লাজনা ইমাইল্লাহ্ চরসিন্দুরে ২ দিন ব্যাপী কুরআন ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ২৪ ও ২৫ এপ্রিল লাজনা ইমাইল্লাহ্ চরসিন্দুরের উদ্যোগে স্থানীয় জামে মসজিদে ২ দিন ব্যাপী কুরআন ক্লাস পালিত হয়। কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে ক্লাসের সূচনা হয়। পর্দার অন্তরাল থেকে ক্লাস পরিচালনা করেন স্থানীয় মোয়াল্লেম মৌ. ওয়ালিউর রহমান। এ ছাড়া তিনি পর্দার গুরুত্ব ও দুরূদ শরীফ পাঠের গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। উক্ত ক্লাসে ২০ জন লাজনা উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে ক্লাসের সমাপ্তি ঘটে।

ফারিয়া হোসেন আভা

লাজনা ইমাইল্লাহ্ চরসিন্দুরে নাসেরাত দিবস অনুষ্ঠিত

গত ২ মে ২০১৪ বাদ জুমুআ লাজনা ইমাইল্লাহ্ চরসিন্দুরের উদ্যোগে স্থানীয় জামে মসজিদে নাসেরাত দিবস পালিত হয়। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়, কুরআন তেলাওয়াত করেন লায়লাতুন নূর সকাল, নযম পাঠ করেন নুসরাত জাহান রাফা। এতে বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতা নেয়া হয় এবং বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্ট নূরুন্নাহার বেগম। পরিশেষে দোয়ার মাধ্যমে নাসেরাত দিবসের সমাপ্তি ঘটে।

ফাহমিদা হোসেন জেনী

ময়মনসিংহ জামা'তে মেহমানদের এমটিএ প্রদর্শন ও লিফলেট প্রদান

গত ১৮ই এপ্রিল ২০১৪ তারিখে আহমদীয়া মসজিদের পাশ্ববর্তী স্কুলে প্রাইমারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা ছিল। পরীক্ষার সময় অভিভাবকরা আমাদের আঙ্গুমানে আসে এবং কয়েকজন আমাদের সাথে জুমুআর নামায আদায় করেন। জুমুআর পর বাকী মেহমানরাও মসজিদে আসেন এবং আমাদের জামা'ত সম্পর্কে জানতে চান। তখন আহমদীয়া জামা'ত কি এবং কেন এ বিষয়ে মেহমানদের অবহিত করা হয় এবং জামা'তের লিফলেট প্রদান করা হয়। এরপর তাদেরকে এমটিএ দেখানো হয়। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের আলোচনা শুনে এবং এমটিএ দেখে মেহমানবৃন্দ সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং আহমদীয়াত বিষয়ে যাচাই করবেন বলে জানান। এতে মোট ২৭ জনকে ২৭ টি লিফলেট প্রদান করা হয়।

মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ্ আসাদ

খেলাফত দিবস
২৭ মে,

খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মুসলেহ মাওউদ দিবস পালন

গত ২০ মার্চ, রোজ বৃহস্পতিবার বাদ মাগরীব মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে দক্ষিণ আহমদী পাড়া হালকায় মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালন করা হয়। উক্ত দিবসের আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব এস, এম ইব্রাহীম, রিজিওনাল কায়েদ। শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব আশফাক আহমদ আমান ও উর্দু নযম পরিবেশন করেন জনাব তৌহিদুর রহমান দীপ।

এরপর মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবসের ওপর জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন জনাব এখতিয়ার উদ্দিন শুভ, কায়েদ। জনাব মোস্তাক আহমদ খন্দকার, নায়েব আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং মওলানা শামসুদ্দিন আহমদ মাসুম, মুরুব্বি সিলসিলাহ। বক্তৃতার মাঝে একটি বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব আতাই রাব্বি। এরপর সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। এতে ১০৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

এখতিয়ার উদ্দিন শুভ

লাজনা ইমাইল্লাহ্ তেজগাঁও-এ ২ দিন ব্যাপী তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ২৫ ও ২৬ এপ্রিল ২০১৪ শুক্র ও শনিবার তেজগাঁও লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্যোগে স্থানীয় জামে মসজিদে তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন ফারহানা মাহমুদ তন্বী। এরপর দোয়ার মাধ্যমে ক্লাসের উদ্বোধন করেন স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্ট সাহেবা। এতে বিভিন্ন বিষয়ে ক্লাস নেয়া হয়, যেমন- শুদ্ধভাবে কুরআন পাঠ, উর্দু, নযম এবং অর্থসহ নামায। সামাজিক কদাচার সম্পর্কে এতে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্ট শারমিন আক্তার শিখা। নামাযের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে আলোচনা করেন ভিকারুননেছা লুনা। বিভিন্ন বিষয়ে ক্লাস পরিচালনা করেন ফারহানা মাহমুদ তন্বী ও স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্ট। শেষে ক্লাসে উপস্থিত সদস্যাদের প্রতিযোগিতা নেয়া হয় এবং বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেয়া হয়। দোয়ার মাধ্যমে ক্লাসের সমাপ্তি ঘটে। এতে ১৫ জন লাজনা উপস্থিত ছিলেন।

তেজগাঁও লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

গত ২৫ এপ্রিল ১০১৪ রোজ শুক্রবার সকাল ১০ ঘটিকায় লাজনা ইমাইল্লাহ্ তেজগাঁও-এর আমেলার সদস্যদের নিয়ে ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। এতে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি নুরুন্নাহার বেগম, নায়েব সদর, লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ এবং কামরুন নাহার বেগম, সেক্রেটারী মাল, লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ উপস্থিত ছিলেন। ওয়ার্কশপের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন ফারহানা মাহমুদ তন্বী। এরপর কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিগণ জামা'তী কর্মকান্ডের বিভিন্ন বিষয় হাতে কলমে সকল আমেলা সদস্যদেরকে বুঝিয়ে দেন। প্রত্যেক বিভাগের সেক্রেটারীদেরকে তাদের দায়িত্ব কিভাবে সঠিক ভাবে পালন করবেন, তাও তারা স্পষ্ট করেন। এতে লাজনা ইমাইল্লাহ্ তেজগাঁও-এর ১৩ জন আমেলার সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের নসিহত মূলক বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে ওয়ার্কশপের সমাপ্তি ঘটে।

সেহেতে জিসমানি কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

গত ১৮ এপ্রিল ২০১৪ বাদ জুমুআ স্থানীয় জামে মসজিদে তেজগাঁও লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সেহেতে জিসমানী কাউন্সিলের আয়োজন করা হয়। এতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মনিরা সিদ্দিকা। বক্তৃতা পর্বে সেহেতে জিসমানি সম্পর্কে আলোচনা করেন শারমিন আক্তার শিখা, প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ তেজগাঁও এবং মনিরা সুলতানা, সেক্রেটারী সেহেতে জিসমানী তেজগাঁও। আলোচনায় স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কি কি করনীয়, কি খাওয়া ভাল, কি খেলে আমাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকবে ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন করা হয়। আলোচনা পর্বের পর পরীক্ষা নেয়া হয় এবং বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন স্থানীয় লাজনার প্রেসিডেন্ট। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

ফারহানা মাহমুদ তন্বী

হুয়াশ্ শাফী
HOWASHAFI

পুরাতন ও জটিল রোগের হোমিও চিকিৎসা করাতে চাইলে

আপনারা ডাক, টেলিফোন অথবা ই-মেইলের মাধ্যমে রোগের বিবরণ জানিয়ে ব্যবস্থাপত্র নিতে পারেন। ই-মেইল করার সময় অবশ্যই ইংরেজী অথবা উর্দূতে লিখতে হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা :

Dr. Rana Saeed A Khan
4, Kings Wood Avenue, Thornton Heath
Surrey, CR7 7HR

Tel: 00447878760588 (Mobile) Res:00442080904449
Email: howashafi313@gmail.com
Website:www.alislam.org/howashafi

পাক্ষিক আহমদী-তে আপনিও লিখুন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের মুখপত্র পাক্ষিক আহমদীতে নিয়মিত বিভিন্ন বিষয়ে লেখা প্রকাশিত হচ্ছে। এতে আপনিও ধর্মীয় গবেষণামূলক প্রবন্ধ, ইসলামী দর্শন বিষয়ক নিবন্ধসহ তথ্য সমৃদ্ধ বিজ্ঞান বিষয়ক, লেখা-পড়া ও ভ্রমণ সংক্রান্ত লেখা পাঠাতে পারেন।

লেখা অবশ্যই স্পষ্ট হতে হবে এবং ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠে লিখে পাঠাতে হবে। ই-মেইলেও লেখা পাঠাতে পারেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা :

সম্পাদক, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪, বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১
ই-মেইল: pakkhik_ahmadi@yahoo.com,
masumon83@yahoo.com

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ

(এমটিএ-তে সম্প্রচারিত)

হুযূর আনোয়ার (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবার সারমর্ম।

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত শুক্রবার (২ মে, ২০১৪) লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে জুমুআর খুতবা প্রদান করেন।

আজকের খুতবায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর লেখা হতে বিভিন্ন নির্বাচিত অংশ তুলে ধরে হুযূর (আই. বলেন, এর মাধ্যমে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব, তাঁর মর্যাদা এবং তিনিই যে সকল শক্তির আধার এবং এক ও অদ্বিতীয়-সত্তা, তা তুলে ধরেন। তিনি খোদার নৈকট্য লাভের উপায় ও রীতি সম্পর্কেও আলোকপাত করেন।

এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর রচনাসমগ্র হতে হুযূর যেসব মূল্যবান অংশ পাঠ করেন তার সারাংশ হল, মানুষ যখন ব্যক্তিগত সকল চাওয়া-পাওয়ার ঊর্ধ্বে ওঠে খোদাকে লাভ করার চেষ্টা করে তখনই সে তাঁকে পায়। আর ঐশী গুণ ও বৈশিষ্ট্য তার সত্তায় বিকশিত হয়। মানুষ তখন খোদার রঙ্গে রঙ্গিন হয়ে যায় আর খোদা তাদেরকে আধ্যাত্মিকতার সুমিষ্ট পানি পান করান। কিন্তু, এজন্য শর্ত হচ্ছে, মানুষকে পবিত্র হতে হবে।

মনে রাখতে হবে, আল্লাহ্‌কে ধোকা দেয়া যায় না। খোদা তাকেই ভালবাসেন যে খোদাকে পাবার জন্য মাছের মত নিরন্তর সাঁতার কাটতে থাকে এবং তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ হবার জন্য সকল প্রতিকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতি হাসিমুখে বরণ করে নেয়।

যারা খোদাকে পাবার বাসনা রাখে, খোদা স্বয়ং তাদেরকে পবিত্র করেন। যারা খোদার যিকির করে, খোদা তাদেরকে পবিত্র করেন এবং নিজ বৈশিষ্ট্যে সজ্জিত করেন। আর একথাও মনে রাখতে হবে, এ যুগে মহানবী (সা.)-এর পূর্ণ আনুগত্য ছাড়া কেউ খোদার নৈকট্য লাভ করতে পারে না।

এরপর ইসলামের প্রকৃত মর্ম কী এবং একজন মুসলমানের কীরূপ হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, কুরবানীর পশুর মত নিজের সত্তাকে খোদার দরবারে সমর্পিত রাখ আর নিজ অস্তিত্ব বিলিয়ে দিয়ে এক নতুন জীবন লাভের চেষ্টা কর, তাহলে খোদা তোমাদের জন্য নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করবেন।

এরপর হুযূর (আই.) ইস্তেগফার ও তওবার গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, এর মাধ্যমে বান্দা খোদার স্নেহ আকর্ষণে সমর্থ হয়। খোদার সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আর তওবা ও ইস্তেগফারের মূল মাধ্যম হচ্ছে নামায। পুরো মনোযোগ ও নিষ্ঠার সঙ্গে নামায পড়া উচিত, কেননা খোদার নৈকট্যের কল্যাণে বান্দার হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে। তার কাছে অফুরন্ত ধনভান্ডার থাকলেও সে খোদার মোকাবিলায় একে তুচ্ছ জ্ঞান করে।

খুতবার শেষদিকে হুযূর পাকিস্তানী আহমদীদের জন্য বিশেষভাবে দোয়ার আবেদন করেন, যাতে তারা খোদার নৈকট্য লাভের মাধ্যমে সেখানে যেসব সমস্যা ও প্রতিকূলতা রয়েছে তাথেকে মুক্তি পেতে পারে।

মানুষ যখন ব্যক্তিগত সকল চাওয়া-পাওয়ার উর্ধ্বে ওঠে খোদাকে লাভ করার চেষ্টা করে তখনই সে তাঁকে পায়। আর ঐশী গুণ ও বৈশিষ্ট্য তার সত্তায় বিকশিত হয়। মানুষ তখন খোদার রঙ্গে রঙ্গিন হয়ে যায় আর খোদা তাদেরকে আধ্যাত্মিকতার সুমিষ্ট পানি পান করান। কিন্তু, এজন্য শর্ত হচ্ছে, মানুষকে পবিত্র হতে হবে।

হুযূর আনোয়ার (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবার সারমর্ম।

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত শুক্রবার (৯মে, ২০১৪) লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে জুমুআর খুতবা প্রদান করেন।

হুযূর (আই.) বলেন, *'ভালবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে'* এটি আহমদীয়া জামা'তের শ্লোগান। এটি অন্যদের থেকে আমাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করেছে। এর মানে হচ্ছে, কারো প্রতি আমাদের কোনরূপ বিদ্বেষ নেই। ইসলাম সকল ধর্ম ও মতের মানুষকে শ্রদ্ধা করার শিক্ষা দেয়। ঘৃণা-বিদ্বেষের দেয়াল ভেঙ্গে শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থানের শিক্ষা দেয়। আর আহমদীয়া জামা'তের মানবসেবামূলক কর্মকান্ড এবং তবলীগের উদ্দেশ্য মূলত এটিই। আমরা আমাদের প্রিয় নবীর শিক্ষা ও আদর্শ বাস্তবায়নে ইর্ষা-বিদ্বেষ পরিহার করে বিশ্ববাসীর হৃদয়ে প্রীতি ও ভালবাসা সঞ্চার করতে চাই। আমাদের নবী, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন, মানবদরদী রসূল। তিনি রাত জেগে মানুষের হিত কামনায় দোয়া করতেন। মানবতার প্রতি তাঁর এরূপ সহানুভূতির কথা পবিত্র কুরআনেও আল্লাহ্ সংরক্ষণ করেছেন, ***"অতএব তারা এই মর্যাদাপূর্ণ বাণীর প্রতি ঈমান না আনলে তুমি কি তাদের জন্য দুঃখ করে নিজেকে বিনাশ করে ফেলবে"?*** অতএব, আমরা যারা তাঁর অনুসারী হবার দাবী করি আমাদেরও তাঁর আদর্শ ও শিক্ষা অবলম্বন করা উচিত।

হুযূর (আই.) বলেন, মানুষের প্রতি মহানবীর সহানুভূতি ও সহমর্মিতার কি কারণ ছিল? এর মূল উদ্দেশ্য ছিল, আল্লাহ্ শিরক অপছন্দ করেন তাই তিনি (সা.) সবাইকে শিরকমুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। এক ও অদ্বিতীয় খোদার সঙ্গে সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ করাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। আহমদীদেরও উচিত সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতির চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষকে শিরক মুক্ত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা।

আজ পৃথিবীবাসী হাজার ধরনের শিরকে নিমজ্জিত। আবার অনেকে খোদার অস্তিত্বই অস্বীকার করে। তাই শুধুমাত্র মৌখীক শ্লোগান না দিয়ে বিশ্ববাসীকে নিজ স্রষ্টা এবং এক খোদার পতাকাতলে সমবেত করার জন্য আমাদের কাজ করতে হবে।

আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য শুধু মানব সেবা নয় বরং মানুষকে খোদার সঙ্গে পরিচিত করানো। আমরা খোদার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের জন্যই মানবসেবা করবো। হুযূর (আই.) হিউম্যানিটি ফার্স্টের সকল কর্মকর্তা ও কর্মির উদ্দেশ্যে বলেন, মানুষের দৃষ্টিতে বড় হওয়ার জন্য কোনো শ্লোগান দিবেন না বরং খোদাপ্রেমের চেতনা নিয়ে সৃষ্টির প্রতি সহমর্মি হোন। আর খোদার ইবাদত ও সৃষ্টির সেবার মাধ্যমে খোদার সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করুন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, ধর্মের দু'টো উৎকর্ষ দিক রয়েছে। প্রথমতঃ আল্লাহ্‌কে ভালবাসা আর অপরটি হচ্ছে, সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া। তাদের দুঃখে দুঃখী হওয়া। কারো প্রতি ব্যক্তিগত আক্রোশ পোষণ কোর না আর হৃদয়ে কারো প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ লালন কোর না। শত্রুর প্রতিও সীমাতিরিক্ত কঠোর হয়ো না। ধর্ম-বর্ণের ঊর্ধ্বে থেকে মানবসেবা করো। ক্ষুধার্থদের আহার করাও। অভাবীর অভাব মোচন করো, দুর্বলদের সাহায্য করো আর অপরের বোঝা হালকা করার চেষ্টা করো। মনে রাখবে, অন্যের প্রতি সহানুভূতিই হচ্ছে বড় ইবাদত।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, পবিত্র কুরআনের প্রতিটি শিক্ষাই আমাদের জন্য আদর্শ ও অনুকরণীয়। তাই কোন একটি শিক্ষা নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে না। আর কুরআনের সকল শিক্ষার সার যদি কেউ জানতে চায় তাহলে তা হচ্ছে, ***"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্"।*** আল্লাহ্ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই এটি যেমন সত্য আর সেই খোদাকে পাওয়ার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছেন মহানবী (সা.), এরও কোনো বিকল্প নেই। পবিত্র কুরআনের শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত এই একই শিক্ষা দেয়া হয়েছে, বাকী সকল পুণ্যই এর গন্ডিভুক্ত।

অতএব, মহানবী (সা.)-এর মত তাঁর নিষ্ঠাবান প্রেমিকের জামা'তের উচিত হবে, বিশ্ববাসীর প্রতি সত্যিকার সহানুভূতি প্রদর্শন করা এবং বিভ্রান্ত মানবতাকে এক খোদার আশ্রয়ে নিয়ে আসার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে এর মর্ম বুঝার শক্তি দিন আর আমাদেরকে উক্ত বিষয়গুলো দৃষ্টিপটে রেখে তাঁর সকল নিয়ামত লাভের সৌভাগ্য দিন।

মানুষের প্রতি মহানবীর সহানুভূতি ও সহমর্মিতার কি কারণ ছিল? এর মূল উদ্দেশ্য ছিল, আল্লাহ্ শিরক অপছন্দ করেন তাই তিনি (সা.) সবাইকে শিরকমুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। এক ও অদ্বিতীয় খোদার সঙ্গে সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ করাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। আহমদীদেরও উচিত সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতির চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষকে শিরক মুক্ত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা।

২৭ মে, খেলাফত দিবস

যুক্তরাজ্য জামা'তে শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ২৯ মার্চ, ২০১৪ রোজ শনিবার ইস্ট রিজিওন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যরা Essex-র Epping Forest এ একটি শান্তি সম্মেলনের আয়োজন করে। এ সম্মেলনে সমগ্র Essex অঞ্চল থেকে প্রায় ২০০ জন অতিথি Theydon Bois Village Hall যোগদান করেন। এই অঞ্চলটি লন্ডন হতে প্রায় ২০ মাইল দূরে অবস্থিত।

এ সম্মেলেনে Essex সম্প্রদায়ের সদস্যগণ, স্থানীয় কাউন্সিলের সদস্যগণ সহ ইউরোপিয়ান এবং যুক্তরাজ্যের সংসদ সদস্যরা ছাড়াও Essex-র High Sheriff, Mrs Julia Abel Smith-ও যোগদান করেন।

কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর বক্তৃতা প্রদান করেন Epping Forest এর সাংসদ Mrs. Eleanor Laing এবং Essex অঞ্চলের Lord Lieutenant Mr. Baron John Petre of Writtle.

উদ্বোধনী বক্তৃতা প্রদান করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, Essex অঞ্চলের প্রেসিডেন্ট জনাব মির্যা ফযল-উর-রহমান। তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পটভূমি তুলে ধরার পর আমন্ত্রিত অতিথিদের অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অতিথি বক্তা হিসেবে বক্তৃতা প্রদান করেন মানবাধিকার কর্মী এবং Deputy Lord Lieutenant, Mr. Dame Claire Bertschinger, Essex কাউন্টি কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান, Councilor Norman Hume; East England এর MEP Vicky Ford; Epping Forest District Council এর চেয়ারম্যান, Councilor Mary Sartin; Epping Forest এর অপরাধ এবং পুলিশ বিষয়ক কমিশনার, Nicholad Olsten এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও অভিবাসন মন্ত্রী Mr James Brokenshire, তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, যুক্তরাজ্যকে শত বছর পূর্তি উদযাপনে এবং একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিশ্বের সর্বত্র বিশেষ অবদান রাখায় অভিবাদন জ্ঞাপন করেন।

যুক্তরাজ্য Home Office এর মন্ত্রী মহোদয় Norman Baker এর পক্ষ থেকে একটি বিশেষ বার্তা পড়ে শোনান Secretary of State for communities and local government, Rt. Hon. Eric Pickles যিনি বলেন, "আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মূলমন্ত্র হলো ভালবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে'; এটি একটি পরম ভাবানুভূতি, যা সকল কাজ করার জন্য এটি বিশেষ উদ্দীপনা হিসেবে কাজ করে। পরম বিনয় ও ঐক্যবদ্ধভাবে এমন ধারাবাহিক সেবামূলক কর্মকান্ডের জন্য আমি তাদের উত্তোরোত্তর সাফল্য কামনা করি।"

সারাবিশ্বে তীব্র বিরোধিতার বিপরীতে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের শান্তিপূর্ণ বার্তার প্রসঙ্গ বিশেষভাবে তুলে ধরেন London এর MEP Jean Lambert; তিনি এরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সময়ে শান্তিপূর্ণ অবস্থানের জন্য জামা'তের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং যুক্তরাজ্যসহ সারাবিশ্বে সাম্য-সৌহার্দ্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠার উৎস হিসাবে জামা'তের এরূপ কার্যক্রম থেকে তিনি বিপুল প্রেরণা পান বলে উল্লেখ করেন।

এ সম্মেলনের মূল বক্তব্য প্রদান করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, যুক্তরাজ্যের আমীর, জনাব রফিক আহমদ হায়াত। তিনি একশ' বছর পূর্বে যুক্তরাজ্যে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠার বিবরণের মাধ্যমে তার বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, "ইসলামের শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ বাণী পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই প্রচন্ড সংগ্রাম করে আসছে।" এছাড়া গরীব ও দুঃস্থদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কে তিনি জামা'তের কাজকর্মের একটি চিত্র তুল ধরেন এবং ইসলামের শান্তিপূর্ণ বাণী মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে এ জামাত কীভাবে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদেরকে সুসংগঠিত করে কাজ করে যাচ্ছে, সে বিষয়ে আলোকপাত করেন।

সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে এ মহতী সম্মেলন শেষ হয়। দোয়া পরিচালনা করেন যুক্তরাজ্য জামা'তের আমীর জনাব রফিক আহমদ হায়াত। এরপর আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য নৈশভোজের আয়োজন করা হয়।

এ ধরনের সম্মেলনের মধ্যে চলতি বছর এটি ৫ম শান্তি সম্মেলন এবং যুক্তরাজ্য জামা'তের শতবর্ষ পূর্তি উদযাপনের অংশ হিসেবে এটি অন্যতম বড় একটি সম্মেলন বলা যেতে পারে। এই সম্মেলন আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য ছিল, যুক্তরাজ্যে অবস্থিত বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে ইসলাম ধর্মের শান্তিপূর্ণ বাণী প্রচার ও প্রসার করা।

সারায়েভোর ২৬তম আন্তর্জাতিক বইমেলায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বসনিয়ার অংশগ্রহণ

গত ২৩ থেকে ২৮শে এপ্রিল ২০১৪, বসনিয়ার রাজধানী সারায়েভোতে অনুষ্ঠিত ২৬তম আন্তর্জাতিক বইমেলায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বসনিয়া অংশগ্রহণ করে। আহমদীয়া জামা'তের বুকষ্টলে ক্রেতাদের জন্য বসনিয়া জামা'তের পক্ষ হতে স্থানীয় ভাষায় অনুদিত ৮০টির অধিক জামা'তী বই-পুস্তক এবং আরবি, ইংরেজি, জার্মান, তুর্কি ও অন্যান্য ভাষার পুস্তকাদি প্রদর্শন করা হয়। এছাড়া স্থানীয় ভাষায় অনুদিত তবলীগি Booklet বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

জামা'তী বুকষ্টলে পঞ্চাশটিরও অধিক ভাষায় অনুদিত পবিত্র কুরআনের প্রদর্শনী বইপ্রেমীদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিভিন্ন মুসলমান দেশের দূতাবাসে কর্মরত প্রতিনিধিগণ, শিক্ষাসংস্থার সঙ্গে যুক্ত ঊর্ধ্বতন ব্যক্তিবর্গ এবং সাধারণ বইপ্রেমিকরা জামা'তে আহমদীয়ার কুরআন সেবার এই অভূতপূর্ব দৃষ্টান্তে মুগ্ধ হয়ে জামা'তের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন, Coordinator of Royal Embassy of Saudi Arabia, স্থানীয় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, Head of the Department of Bosnian Language in the University of Phylosophy of Sarajevo প্রমুখ।

বইমেলা চলাকালিন বসনিয়ার বিভিন্ন শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ জামা'তের ষ্টলটি পরিদর্শনে মুগ্ধ হন এবং জামা'তকে তাঁদের স্কুল এবং কলেজে কুরআন প্রদর্শনী আয়োজনের আমন্ত্রণ জানায়। জামা'তের ষ্টল এবং কুরআন প্রদর্শনীর ছবি বিভিন্ন স্থানীয় প্রচার মাধ্যমেও প্রকাশিত হয়।

পরিদর্শনকারীদের মধ্যে অনেকে এমন ছিলেন যারা জামা'তের বই-পুস্তক ক্রয় করে পাঠ করার পর জামা'তের ষ্টলে পুনরায় আসেন এবং আহমদীয়া জামা'ত সম্বন্ধে নিজেদের সুধারণা প্রকাশ করেন, আবার অনেকে তাঁদের সঙ্গী-সাথীদেরও জামা'তের ষ্টল পরিদর্শন করাতে নিয়ে আসেন। এভাবে বুকষ্টল আমাদের তবলীগের একটি বিশেষ ক্ষেত্র হয়ে ওঠে।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী

১ প্রত্যেক মাসে একটি নফল রোযা রাখুন। এজন্যে প্রত্যেক জামাতে স্থানীয়ভাবে মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন নির্ধারিত করে নিন।

২ প্রত্যেকদিন দু' রাকাআত নফল নামায (ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত অথবা যুহরের নামাজের পর) আদায় করুন।

৩ সূরা ফাতিহা কমপক্ষে প্রত্যহ সাতবার পাঠ করুন।

৪ রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাব্‌রাওঁ ওয়াসাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন [সূরা বাকারা ঃ ২৫১] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫ রাব্বানা লা তুযিগ ক্বুলূবানা বা'দা ইয্ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্'হাব [সূরা আলে ইমরান– ৯] প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

৬ আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম [আবূ দাউদ ঃ কিতাবুস সালাত] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা [অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়] তোমাকে তাদের অন্তরে [ঢালস্বরূপ] রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭ আস্‌তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়াআতুবু ইলায়হে। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহতাআলার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

৮ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রশংসাসহ অতি পবিত্র। তিনি অতি পবিত্র অতি মহান। হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

৯ দুরূদ শরীফ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

হুযূর (আই.)-এর এই আহ্বান বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় জামাত ও জামাতের সমস্ত অঙ্গ সংগঠনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ ন্যাশনাল কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

২৭ মে, খেলাফত দিবস

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۟ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ

'তুমি বল! তোমার প্রতিপালক-প্রভুর পক্ষ থেকে পূর্ণ সত্য সমাগত, অতএব কেউ চাইলে ঈমান আনতে পারে, আবার কেউ চাইলে অস্বীকারও করতে পারে।'

(সুরা আল্ কাহ্‌ফ:৩০)

ঐশী প্রতিশ্রুতি ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শুভসংবাদ অনুযায়ী শেষ যুগে আবির্ভূত মহাপুরুষের আগমন বার্তা এবং তাঁর সত্যতা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরার লক্ষ্যেই 'সত্যের সন্ধানে'র আয়োজন। আজ ধর্ম জগতে চরম অস্থিরতা ও হানাহানি বিরাজমান, এথেকে উত্তোরণ আর এই জগতকে শান্তিময় ও স্বর্গধামে পরিণত করার জন্য এই প্রতিশ্রুত পুরুষের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া আবশ্যক। তাঁকে মানার গুরুত্ব সম্পর্কে মহানবী (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন, 'ইমাম মাহদীর আগমন বার্তা শুনলে বরফের পাহাড়ের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তোমরা তাঁর কাছে যেও এবং তাঁর হাতে বয়আত করো আর আমার সালাম পৌঁছে দিও।' খোদার নৈকট্য ও প্রিয়বান্দা হবার জন্য তাঁর নির্দেশ পালন আবশ্যক। এই চিরন্তন সত্যের প্রতি সবাইকে উদ্বাত্ত আহ্বান জানানোই এই অনুষ্ঠানে মূল লক্ষ্য। মুক্তমন নিয়ে এই অনুষ্ঠানটি দেখলে সত্য আপনার সামনে দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হয়ে যাবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আল্লাহ্ সবাইকে হিদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তৌফিক দিন।

অনুষ্ঠান সুচি:

সরাসরি সম্প্রচার

১০৫তম অনুষ্ঠান - ২৯শে মে, ২০১৪ইং
- বাংলাদেশ সময়: রাত ৮টা ০০মি:
১০৬তম অনুষ্ঠান - ৩০শে মে, ২০১৪ইং
- বাংলাদেশ সময়: রাত ৮টা ৩০মি:
১০৭তম অনুষ্ঠান - ৩১শে মে, ২০১৪ইং
- বাংলাদেশ সময়: রাত ৮টা ০০মি:
১০৮তম অনুষ্ঠান - ১লা জুন, ২০১৪ইং
- বাংলাদেশ সময়: রাত ৮টা ০০মি:

পুণঃসম্প্রচার

১০৫তম অনুষ্ঠান - ৩০শে মে, ২০১৪ইং
- বাংলাদেশ সময়: সকাল ১০টা ০০মি:
১০৬তম অনুষ্ঠান - ৩১শে মে, ২০১৪ইং
- বাংলাদেশ সময়: সকাল ১০টা ০০মি:
১০৭তম অনুষ্ঠান - ১লা জুন, ২০১৪ইং
- বাংলাদেশ সময়: সকাল ১০টা ০০মি:
১০৮তম অনুষ্ঠান - ২রা জুন, ২০১৪ইং
- বাংলাদেশ সময়: সকাল ১০টা ০০মি:

ইমেইল: sslive@mta.tv
ওয়েব সাইট: http://www.ahmadiyyabangla.org/SSL.htm
ইউটিউব চ্যানেল: http://www.youtube.com/shottershondhane

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

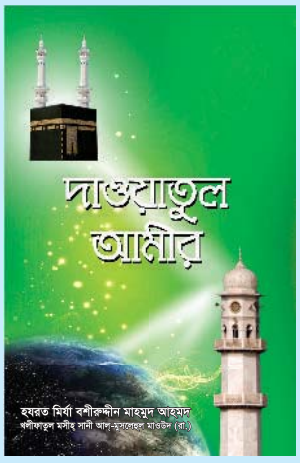

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্-মুসলেহুল মাওউদ (রা.) রচিত **'দাওয়াতুল আমীর'**-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **মাওলানা ফিরোজ আলম**।

৩১৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত বইটির **মূল্য ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ টাকা)**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৬১৮-৩০০১০০

New Vol. No. 76 | 21th Issue

The Ahmadi
Fortnightly

15th May, 2014 Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com